শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রী সরস্বতী সংলাপ



নিত্য লীলা প্রবিষ্ট জগৎ গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ

দ্বিতীয় সংস্করন

প্রকাশক :—

শ্রী শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি জীবন হরিজন

ও

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি সুন্দর সাগর

শ্রী রূপ গৌড়ীয় মঠ —

প্রয়াগ ধাম

প্রাপ্তি স্থান :—

শ্রী রূপ গৌড়ীয় মঠ

৭৭ তুলারাম বাগ,

এলাহাবাদ ।

গৌড়ীয় মিশন

ও

তৎ শাখা মঠ সমূহ

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্য লীলা প্রবিষ্ট শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভারত ভ্রমন কালিন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শুশ্রুক্ষু ব্যাক্তিগণের নিকট যে সমস্ত শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করে ছিলেন, তদানিন্তন গৌড়ীয় পত্রিকা সম্পাদক — শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় উহা সংকলন পূর্ব্বক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১৩৪৪, ৩রা পৌষ শ্রীল প্রভু পাদের প্রথম বার্ষিক অপ্রকট তিথিতে "সরস্বতী সংলাপ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন

বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল ইতি —

শ্রীগুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীরামনবমী — ত্রিদণ্ডিভিক্ষু — শ্রীভক্তিজীবন হরিজন

বাংলা ১৩৯৬ বৈশাখ — ও

ইং ১৪-৪-৮৯ — ত্রিদণ্ডিভিক্ষু — শ্রীভক্তি সুন্দর সাগর

অর্থ সহায়ক :—

ডাঃ কুমারী উমা বোস

প্রয়াগ ধাম

শ্রী পতিত পাবন — দাসাধিকারী —

জগৎগুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত

সরস্বতী প্রভুপাদাশ্রিত, মেদিনীপুরস্থ

মহাডোল নিবাসী, স্বধাম গত

শ্রী হৃষিকেশ মহাপাত্রের স্মিত্যার্থে —

পুত্র গণ।

সূচীপত্র

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমতী ভগবতীদেবী শ্রীজগন্নাথের কৃপাপ্রসাদস্বরূপ এই পুত্রটিকে পেয়েছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয়মাস পরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রারম্ভ হয়। তাঁর জন্মগৃহ নারায়ণ-ছাতার সামনে তিন দিবস জগন্নাথদেব রথে বসে থাকেন। শিশুটী তৎকালে স্বীয় প্রাণধন শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে জননী ভগবতীদেবী রথে উঠলেন এবং বন্দনাপূর্ব্বক শিশুটীকে শ্রীজগদীশের শ্রীচরণ-কমলমূলে ছেড়ে দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব যেন তাঁর কত পরিচিত, আনন্দভরে জড়িয়ে ধরলেন। এমন সময় শ্রীজগদীশের কণ্ঠ থেকে একটী ফুলের মালা ছিঁড়ে শিশুর কণ্ঠে পড়ল। জগদীশ তাঁর প্রিয়জনকে প্রসাদী মালা দিলেন দেখে ব্রাহ্মণগণ আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করে উঠলেন। মা ভগবতীদেবী ঐ প্রসাদী মালাটীর সহিত বালকটীকে কোলে তুলে নিলেন। তখন পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ বলতে লাগলেন,—"মা! তোর এই পুত্র মহাপুরুষ হবে, জগতে জগন্নাথের কথা প্রচার করবে।" জননী এইরূপ মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ শুনে আনন্দে

অশ্রুপাত করতে করতে ঐ ব্রাহ্মণগণকে ও শ্রীজগদীশকে বন্দনা করতে লাগলেন। এই দিবসেই রথের পরে শিশুর অন্নপ্রাশন হল।

বিমলাদেবী নামানুসারে নামকরণ করলেন বিমলাপ্রসাদ। বিমলাদেবী জগন্নাথক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালদেবী বা শ্রীমন্দিরের মুখ্যদেবী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শ্রীক্ষেত্রধামে বৃটিশ সরকারের অধীন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কার্য করতেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় খুব নিষ্ঠাবান্ সদাচারসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীভগবতী দেবীও সদাচারসম্পন্না ছিলেন। তাঁরা কখনও পুত্র-কন্যাগণকে ভগবৎপ্রসাদ ছাড়া অনিবেদিত বস্তু ভোজন করতে দিতেন না। শিশুগণকে কখনও অসৎ কথা বলতে দিতেন না এবং কোন প্রকারে অসৎসঙ্গে মিশতে দিতেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সেই যুগে পুনঃ গৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশ করেন এবং স্থানে স্থানে প্রপন্নাশ্রম ও শ্রীনামহট্টাদি প্রবর্ত্তন করেন।

ইং ১৮৮১ সালে কলিকাতায় রামবাগান ভক্তিভবনের ভিত্তি-খননকালে কূর্মদেবের একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীনাম-মন্ত্র দিয়ে সেই কূর্মবিষ্ণুর সেবা করতে বলেন।

সরস্বতী ঠাকুর খুব মেধাবী ছিলেন, অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি বৈদিক পণ্ডিত শ্রীপৃথ্বীধর শর্মার নিকট বিশেষভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। অনন্তর নিজেই একটী জ্যোতিষ-শাস্ত্রের টোল খোলেন। উহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা অধ্যয়ন করতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে একান্তভাবে হরিভজন ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের নির্দেশ দেন।

বাল্যকালেই সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড়-মণ্ডলে গৌরপার্ষদগণের স্থানসমূহ দর্শনাদি করেন।

ইং ১৯০০ সালের মার্চ মাসে সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বালেশ্বর, রেমুণা, ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং স্থানে স্থানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ব্যাখ্যা করেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দ ৯ আষাঢ় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তিনি নিত্যলীলা প্রবেশের পূর্বেই সরস্বতী ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, ষড়্ গোস্বামীর গ্রন্থ প্রচার, মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুরের উন্নতি ও গৌর-সুন্দরের বাণী সর্বত্রই যেন প্রচার করা হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের এক বৎসর পরে ঐ তিথিতেই মাতাঠাকুরাণী শ্রীভগবতীদেবী নিত্যধামে গমন করেন। তিনিও অন্তিম সময়ে সরস্বতী ঠাকুরের হাত ধরে বলেছিলেন,—"তুমি অবশ্যই আমার গৌরসুন্দরের কথা তাঁর শ্রীধামমায়াপুরে সর্বত্র প্রচার করবে।"

শ্রীসরস্বতী ঠাকুর সিদ্ধবাবা শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভাগবতী দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি প্রাকৃত সহজিয়াবাদ ও মায়াবাদের কখনও প্রশ্রয় দিতেন না।

ইং ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ শ্রীগৌরজয়ন্তীবাসরে শ্রীধামমায়াপুরে ভাগবত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সেই দিবস শ্রীচৈতন্যমঠও প্রতিষ্ঠা করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

নামে অভিহিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রবলভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণের কথা পুনঃ প্রচার আরম্ভ করেন।

অল্পকাল-মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কটক, মেদিনীপুর, রেমুণা, বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, মাদ্রাজ, কভুর, দিল্লী, বোম্বে, কুরুক্ষেত্র, লখনৌ, পাটনা, গয়া, কাশী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতের সুপ্রসিদ্ধ স্থানে তথা ভারতের বহির্দেশ রেঙ্গুন, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৬৬টী শুদ্ধভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জন ব্যক্তিকে ভাগবত-ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। ইংরাজি, বাঙ্গলা, হিন্দি, উড়িয়া ও আসামী ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরমার্থিক ৬ খানা পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশন করেন।

ইং ১৯৩৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী শুক্রবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর অপ্রকট হন। তিনি পূর্বতন আচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামীর ও শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামীর ন্যায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের অদ্বিতীয় আচার্য্যকেশরী ছিলেন। তিনি বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সভাজন শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ জীব গোস্বামিপাদের অনুগস্বরূপ বিশ্বে পুনর্বার শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করেন। তাঁর জন্মশতাব্দীর পুন্যবাসরে তাঁকে বারংবার দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক

[শ্রী, ভূ ও লীলা কোন্ তত্ত্ব ?—শ্রীগৌর ও গদাধরের মধ্যে কোন্ রস ?—গৌর-পার্ষদগণের মধ্যে কেহ সাধন-সিদ্ধ কিনা ? ঠাকুর হরিদাস সাধনসিদ্ধ, না নিত্যসিদ্ধ ?—জগাই-মাধাই সাধন-সিদ্ধ, না নিত্যসিদ্ধ ? 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' কাহারা ?—গোলোকে কংসাদির ভাবটি কিরূপ ?—জীবাত্মস্বরূপে চিদ্বৃত্তির ন্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি ?]

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ মঙ্গলবার। শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র বিবৃতি লিখাইতেছেন, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাস্তিকে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী লিখিয়া যাইতেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক যে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রভুপাদের উত্তরসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক—শ্রী, ভূ ও নীলা (লীলা) কোন্ তত্ত্বে অভিহিত হইবেন ? গৌরলীলায় তাঁহারা কে ?

প্রভুপাদ—ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ পরতত্ত্ববস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—'শ্রী'শক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—'ভূ'শক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলা (লীলা)-শক্তি, ইহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে, ইনি জগতের আধারস্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্ত্তমানা। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন; সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও—'ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারেন না', ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩শ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে,—যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী, এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন

পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরনারায়ণের সেবিকা-স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—ভূশক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে,—পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'রাজ-পণ্ডিত সনাতন' নামে অভিহিত হইয়াছেন ; 'ভূ'স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়ায় গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে ;—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে

স্বয়ংরূপ-বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া "গোপী" "গোপী" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

গোঃ সঃ—শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগ-রস বর্ত্তমান?

প্রভুপাদ—শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণেরই তনু বা বিগ্রহ; কিন্তু তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে, ঐ ভাব ওতপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ দ্বারা বাহিরে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্ব্বতোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহিরও শ্রীমতীর কান্তিদ্বারা আবৃত। পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী সেই বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর দাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ॥

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীগদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধর-

রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নাই যে, মহাপ্রভু সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর-পণ্ডিত তৎসহ সম্ভোগরতা। শ্রীগৌরসুন্দরও এস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভ-রসের সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজনপ্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই শ্রীরাধিকারই ভাবপ্রকাশ বা কায়ব্যূহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই ; কিন্তু তিনি আশ্রয়-জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাবরূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌরনাগরী-বাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

গৌঃ সঃ—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব কেহ ছিলেন কিনা ? যদি থাকেন, তাঁহারা কে ?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে 'সাধনসিদ্ধ' বলা যায়। প্রভুপার্ষদ-বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই

নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিকচক্ষে বিদ্ধদর্শনে সাধনসিদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে।

গৌঃ সঃ—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ 'ব্রহ্মা' বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ?

প্রভুপাদ—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপাঃ ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনিই ঠাকুর হরিদাস। শ্রীচৈতন্য-চরিত-গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে,—উক্ত মুনিপুত্র তুলসী-পত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। **যাঁহারা নিত্যকাল হরি-সেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্যবহির্ম্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ।** প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

গৌঃ সঃ—জগাই-মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিত্যসিদ্ধ?

প্রভুপাদ—জয়-বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। **তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।**

গৌঃ সঃ—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ"—এই স্থানে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে কাহাদিগকে বুঝিব?

প্রভুপাদ—**যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ ভাবের সহায়ক, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। যাঁহারা গৌরমনোঽভীষ্টের**

পূরণকারী, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণদেশে প্রচারকালে গ্রামের পর গ্রামের সকল লোককে 'বৈষ্ণব' করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টপূরণকার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কিপ্রকারে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাহারা অল্পক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'ভক্ত' হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত—মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভ-ভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় 'নিত্যসিদ্ধ'।

গৌঃ সঃ—গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক-ভাবটি কিরূপ?

প্রভুপাদ—গোলোক শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই। সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদি কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলা-পুষ্টির জন্য সেই স্থানে তত্তদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকার ভাবরূপে বর্ত্তমান।

নন্দযশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণ-সেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বর্দ্ধন করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটি মূলভাব মাত্র তথায় বর্ত্তমান আছে; পরন্তু উহা ভৌম-লীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব স্বরূপে তথায় নাই।

গৌঃ সঃ—জীবাত্ম-স্বরূপে নিত্যচিদ্বৃত্তির ন্যায় অচিদ্বৃত্তিও আছে কি না?

প্রভুপাদ—জীবাত্মার কোনও অচিদ্বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। যে-স্থানে বদ্ধজীবে অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, সেইস্থানে জীবাত্মস্বরূপ সুপ্ত বা রুদ্ধ। চিদাভাস-মনই সেই স্থানে অচিৎএর ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে; জীবাত্মস্বরূপে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

গৌঃ সঃ—যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্ব্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিৎএর ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদীর যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যকতা কি?

প্রভুপাদ—ইহা মায়াবাদীয় যুক্তি হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্য-জীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার যে হরিসেবারূপা নিত্যা বৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী বলেন না। নশ্বর সাধন-ক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিণামযুক্তা সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীনা হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধনভক্তিতে প্রকার-ভেদ আছে। যে-সকল অঙ্গের যাজনদ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। উদাহরণ,—যেরূপ একটি দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে,

সুতরাং ঐ আদর্শে আর মুখ দেখা যাইতেছে না ; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা উহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্য্যটি সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবাত্মস্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিতশক্তিবিশিষ্ট একটি এঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে 'এঞ্জিনে'র ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ —যেমন একটি আম্র ফলের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা। পক্ক ফলটি কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধন-ক্রিয়া সে-জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ যেমন একটি কাচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে। হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া ভিতরের মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচভাণ্ডটই ধোয়া আবশ্যক। তদ্রূপ আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধনক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই

জন্তই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, "সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ।" সাধনাদি যাহা কিছু, সকলই মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে ভাগ্যবান্ জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। জগতের সর্ব্বত্রই "সাধনভক্তি" ও "সাধন-ক্রিয়া"র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধনপ্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্তই জীবের অনর্থ বৃদ্ধি করিবার হেতু।

শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুরসাহেব কুশল সিং

[ষড়্‌গোস্বামী ও লৌকিকবংশ—বৈষ্ণবের কাষায় বসন—ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস—সন্ধ্যা-বন্দনা ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য—অর্চ্চন ও ভজন—শ্রীরূপ-সনাতনের অর্চ্চনাদি-লীলা কিরূপ ?—দেহাসক্ত ব্যক্তির লীলাদি-স্মরণ কর্ত্তব্য কি ?—শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণ কি ?]

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ জয়পুরে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের স্থান 'গল্‌তা'-গিরি দর্শন করিয়া জয়পুর-নগরে নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গীজ্‌গড়ের জায়গীর্‌দার্‌ শ্রীমান্‌ ঠাকুরসাহেব কুশল সিংজী গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের পাদমূলে বসিয়া "গুর্ব্বষ্টক"-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ, ঠাকুরসাহেব কুশল সিংজীর ইংরাজী ভাষায় পরিপ্রশ্নের উত্তর ইংরাজী ভাষায়ই প্রায় দুইঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। *

কুশল সিংজী শ্রীধামবৃন্দাবনের উদাসীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদাসজীর অনুগত বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন।

কুশল সিং—পরমহংসজী, আপনার কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম, গোস্বামি-বংশ শৌক্রপারম্পর্য্যে প্রকাশিত হয় নাই—এই সত্য কি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ?

---

* ইংরাজী ভাষায় পরস্পর আলাপের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।

প্রভুপাদ—গৌরপার্ষদ ষড়্‌গোস্বামী, যাঁহারা সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য, তাঁহাদের "গোস্বামী" নাম লৌকিক বংশ বা জাতিগত নহে। তাঁহাদের লৌকিক পূর্ব্বপুরুষ "গোস্বামী" নামে পরিচিত ছিলেন না বা তাঁহারা কোন লৌকিক বংশধারা জগতে প্রকাশিত রাখেন নাই। আম্নায়ানুগত নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ ত্যাগি-কুলই তাঁহাদের বংশ।

কুশল সিংজী—শ্রীমন্মহাপ্রভু কি গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন ?

প্রভুপাদ—হাঁ, তিনি গৈরিক বসন ধারণের লীলা সন্ন্যাসগ্রহণলীলা আবিষ্কারের পর প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থ-পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

কুশল সিংজী—বঙ্গভাষায় আমার অধিকার না থাকায় ঐ গ্রন্থের দ্বার আমার নিকট রুদ্ধ। আমার যতদূর স্মরণ হয়, বৃন্দাবনে আমি যে সমস্ত বৈষ্ণব দেখিয়াছি, তাঁহারা শ্বেতবস্ত্রই পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও হস্তে দণ্ড দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল, মহাপ্রভু শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন।

প্রভুপাদ—আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সময় কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক সান্ন্যাল মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করুন।

[অধ্যাপক সান্ন্যাল কিছু সময় শ্রীমান্ কুশল সিংজীর নিকট অনেক কথা বলিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ কুশল সিংজীর নিকট নিম্নোদ্ধৃত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করেন।]

প্রভুপাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার নয়জন শিষ্য, সকলেই গৈরিকবসন ধারণ করিতেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-সম্প্রদায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে

গৈরিকবসন ও ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষড়্‌গোস্বামিগণ 'পরমহংস' বলিয়া কেহ কেহ গৈরিকবসন বা দণ্ড প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহাদের অনুবর্ত্তী পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈধমার্গীয় বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, কারণ তাঁহারা রাগমার্গীয় পরমহংস।

কুশল সিংজী—শুনিয়াছি, বৈষ্ণবগণের রক্তবস্ত্র পরা নিষিদ্ধ; তবে আপনারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন কেন?

প্রভুপাদ—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা-মার্গোচিত কাষায়বস্ত্র পরিধানের বাধা-বাধকতা নাই; এইজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সহজরাগমার্গীয়কুলের আদর্শ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।"

কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অবিদ্বৎ বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অনুপযোগী অনধিকারী ও অকালপক্ক কএকব্যক্তি সহজ পরমহংসের আচরণের অনুকরণ-প্রবৃত্তি লইয়া ডিঙ্গাইয়া বড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়-মধ্যে সকলেই অনুরাগের আবরণে বেদ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না। বিশেষতঃ পরমহংস গুরুবর্গের পদবী তাঁহাদের দাসগণ কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। এই দোষদুষ্ট গৌড়ীয়-ব্রুব-সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য যাঁহারা দাম্ভিক নহেন, তাদৃশ স্নিগ্ধ শিষ্যের শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-বিধি ও বেদানুশাসনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণের অর্ব্বাচীনতার প্রতিকূলে শাস্ত্রসঙ্গত বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

কুশল সিংজী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের মধ্যে কি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, অথবা পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে ত্রিদণ্ড-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল?

প্রভুপাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুই প্রকার পার্ষদভক্ত প্রকটিত করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে এক প্রকার—বৈষ্ণব-গৃহস্থ, আর একপ্রকার—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগিপুরুষ। এই বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ 'গৃহস্থ-সাধন-ভক্ত' হইতে পৃথক্; বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ—পরমহংস, তাঁহাদের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। 'গৃহস্থ-সাধক' কখনও জগদ্গুরু বা আচার্য্য হইতে পারেন না, তবে যে কোনও কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অত্যন্ত কর্ম্মজড় অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। উপরিউক্ত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা পরমহংসগণ যেরূপ কায়-বাক্য-মন দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণব-ত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্য-দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণ এবং ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে শ্রীল রূপপাদ প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডীর আদর্শ। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি কীর্ত্তনকারী। ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয় পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ তদ্রচিত উপদেশামৃতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা' প্রভৃতি বহু শ্লোকে আদর্শ-ত্রিদণ্ডীর কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের

মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব ; তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে "দন্তে নিধায় তৃণকং" শ্লোকে চৈতন্যবিমুখ গৃহব্রত বা একদণ্ড-গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক চৈতন্যচরণে প্রণত হইবার জন্য সকলকে 'ত্রিদণ্ড' গ্রহণের উপদেশ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৃতীয় প্রকার ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গাদাধরী-শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্ব্রতীর লীলা করিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-রূপ ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। শ্রীবল্লভ ভট্ট গদাধর গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া স্বীয় অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে নিজ গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর দ্বারা পরমসম্মানিত, 'জগদ্গুরু' ও 'ভক্তৈক-রক্ষক' আখ্যায় বিভূষিত শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ছিলেন। সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বিষ্ণুস্বামি'-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ৭০০ সাতশত ত্রিদণ্ডী আচার্য্যের নাম ও অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডীর উপাধি পাওয়া যায়। সৎসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডবিধানের কথা সকলেই জানেন।

কুশল সিংজী—ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা কি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আছে ?

প্রভুপাদ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র অমল-প্রমাণ-গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্-ভাগবত ১১শ স্কন্ধে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়

নাই। শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনুরাগ-পথে দণ্ড সংরক্ষণ ও বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চপদবী একমাত্র সিদ্ধ রাগাত্মিকের অনুগ-জনেই অবস্থিত। বৈধ-শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরূপানুগ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিপাদের শিষ্যসূত্রে যে বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিতে ও সংস্কার-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীধ্যানচন্দ্রের সংস্কার-চন্দ্রিকা-পদ্ধতিতে ত্রিদণ্ড-গ্রহণকে সন্ন্যাসীর প্রধান সংস্কার বলিয়া তদনুকূলে বৈদিক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাগবত-চন্দ্রিকা, প্রমেয়মালা, শতদূষণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থে ত্রিদণ্ডগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা বহু বিচার ও শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডগ্রহণের শাস্ত্রপ্রমাণ বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য শাখায়, জাবালোপনিষদে, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেকের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সকল পদ্ধতিগুলিতে, শ্রীধর স্বামীর ভাবার্থদীপিকায়, স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, সাত্বত-সংহিতায়, মনুসংহিতায় ও একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; প্রত্যেকের ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৭, ১৯)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যেকালপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব না জন্মে

অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিরূপ মহাভাগবত-পরমহংস-বৈষ্ণব-লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও কায়বৃত্তিদ্বারা উপাসনা করিবে। ('দণ্ড' শব্দের অর্থ 'দমন' ; বাক্য, মন ও কায়—এই ত্রিবৃত্তি ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত বা দমন করার নামই—ত্রিদণ্ডগ্রহণ ; ইহাই শাস্ত্রের সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে।)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এইরূপ মন, বাক্য ও কায়বৃত্তিদ্বারা যে সর্ব্বভূতে মদ্ভাব-দর্শন, তাহাকেই সকল উপায়ের মধ্যে সমীচীন উপায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

কেবল একমাত্র রাগমার্গীয় সহজ পরমহংসেরই যে বিধিযোগ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক বসন বা ত্রিদণ্ডাদির কোন আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—"সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

স্বামিটীকা যথা,—"মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্তদ্ধর্ম্মাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেৎ।"

কুশল সিংজী—আপনার বাণী শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার এখন কিছু সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি কৃত্য আছে। অন্য সময় আসিয়া আপনার উপদেশ শ্রবণ করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ- -

"ত: ৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
: কথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষয়ভোগে নির্ব্বেদ-প্রাপ্তি না ঘটে,

অথবা যতদিন পর্য্যন্ত আমার (ভগবানের) কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"

(ভাঃ ১।২।৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ-স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনাবর্জ্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার অধঃপাত-সাধনকারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধবৃত্তজন) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে ?

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া কুশল সিংজী বলিলেন,—নববিধ-ভক্তির প্রত্যেকটিই সমপর্য্যায়ে গণিত ; সুতরাং স্ব-স্ব রুচি অনুসারে কেহ অর্চ্চন-তৎপর, কেহ বা কীর্ত্তনাদি-তৎপর। কেবল কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি লৌকিকী শ্রদ্ধানুসারে অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরি-পূজার চেষ্টা (প্রদর্শন) করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'প্রাকৃত-ভক্ত'—শুদ্ধভক্ত নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গোতৃণবাহী গর্দ্দভ অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

কুশল সিংজী—তাহা হইলে কি আপনারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন স্বীকার করেন না?

প্রভুপাদ—প্রাকৃত ভক্ত কেবল লৌকিক রীতিতে ভগবানের অর্চ্চার পূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন মাত্র। তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের নিকট পর্য্যন্ত পৌছে না। প্রাকৃত ভক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম অস্মিতায় বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্ম-মিশ্রভাব বর্ত্তমান থাকে; দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে তাহা দূরীভূত হয় না, তজ্জন্যই শুদ্ধ অর্চ্চন হয় না। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত হইয়া অবশ্য অর্চ্চন করিবেন; বিশেষতঃ যে-সকল গৃহস্থ—সম্পত্তিশালী,

তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। তাঁহারা যদি নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পক্ষে বিত্তশাঠ্যরূপ-দোষ প্রতিপন্ন হইবে। তবে যাঁহারা পরের দ্বারা অর্থাৎ দেবল বা পূজারি প্রভৃতি রাখিয়া শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করাইবার চেষ্টাদি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি, অলসতা ও ভগবানে অশ্রদ্ধাই প্রমাণিত হয়। শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ বলেন, অর্চ্চনাদি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গই কীর্ত্তন-সহযোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"—এই শ্লোক হইতেও শুদ্ধার্চ্চন-কারী (শুদ্ধভাবে অর্চ্চন করিতে গিয়া) অর্চ্চ্য বিগ্রহকে পরিত্যাগ করিবেন না—ইহাই বলা হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারগত নিষ্ঠায় ভক্তিরাজ্যে অর্চ্চনের ব্যবস্থা আছে।

কুশল সিংজী—শ্রীরূপ-সনাতনাদিও ত' অর্চ্চন করিয়াছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীরূপ-সনাতনাদি 'অর্চ্চন' করেন নাই।

শ্রীল সনাতন প্রভু বলেন,—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

শ্রীল রূপপ্রভু বলেন,—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়া ম॥"

নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্ রত্নমালার প্রভা নিকর-দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ

মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদির শুদ্ধসাত্ত্বিকপূজা বা মহাভাগবতগণের অর্চ্চনের অভিনয় প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন নহে, তাহা প্রেমরূপা ভাবসেবা বা সাক্ষাৎ সেবা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর মহাপ্রভুপ্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজা 'সম্ভ্রমজ্ঞানযুক্ত অর্চ্চন' নহে, তাহা সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের পরম-রাগময়ী অন্তরঙ্গা সেবা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অর্চ্চাপূজক শ্রীগুণার্ণবমিশ্র বিপ্র (আঃ ৫।১৬৮) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা-সেবক নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরুদেব শ্রীস্বরূপ-রূপ-প্রিয়তম গৌর-পরম প্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ প্রভু--এই দুই জনের পূজানিষ্ঠা-মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপ্র গুণার্ণব মিশ্রের শ্রীমূর্ত্তির পূজা-চেষ্টা-প্রদর্শন কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন; আর মহাভাগবতবর, স্বরূপরূপানুগবর, গৌরপ্রেষ্ঠবর, ব্রহ্মজ্ঞকুলগুরুবর শ্রীল রঘুনাথের গিরিধারী-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বারূপিণী গুঞ্জামালার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-পূজা সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী অন্তরঙ্গ-সেবা।

কুশল সিংজী—অর্চ্চন ও ভজন, পূজা ও সেবা—ইহার মধ্যে পার্থক্য কি আছে?

প্রভুপাদ—'অর্চ্চন' ও 'ভজন', 'পূজা' ও 'সেবা' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনেকে 'অর্চ্চন' শব্দে 'ভজন', 'পূজা' শব্দে 'সেবা'কেই নির্দ্দেশ করেন। নববিধাভক্তিমূলে ভজন সম্ভাবিত হইলেও অর্চ্চন তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও 'ভজনাঙ্গ' বলিয়া গৃহীত হয়। 'সমগ্রভজন' ও 'ভজনাঙ্গ' একতাৎপর্য্যপর নহে। সম্ভ্রম-

জ্ঞানসহ অর্চ্চ্যের উপাসনায় 'অর্চ্চন' সংশ্লিষ্ট। উপচারসহ প্রপঞ্চগত-বিচারে মর্য্যাদামূলে ভগবৎসেবা 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত। বিশ্রম্ভ সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখররশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও স্নিগ্ধ-কমনীয় চন্দ্রিকালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অর্চ্চনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিজড়িত; ভজনরাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে সাক্ষাদ্ভাব-সেবা-রত। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ভজনশীলের ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতীতিগতভাব প্রাপঞ্চিকমাত্র নহে; তাহা ভাবনা-পথের অতীত অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-বশে কালাতীত হইয়া অতীন্দ্রিয়-সেবাপর। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ পুরুষ সংসারমুক্ত হইয়া যখন কৃষ্ণেতর বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্ব্বকাল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল সময়েই সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাস্মিতায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।

কুশল সিংজী—তাহা হইলে কি আমাদের ন্যায় দেহাসক্ত ব্যক্তির লীলাদি-স্মরণ কর্ত্তব্য নহে?

প্রভুপাদ—অপ্রাকৃত লীলা অধোক্ষজ-সেবাময়ী, তাহা দেহাসক্ত বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকা নহে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া পড়ে। রাগানুগ মুক্তপুরুষেরই অপ্রাকৃত রাসাদিলীলা শ্রবণে অধিকার; অনর্থমুক্ত ব্যক্তিই লীলাস্মরণের অধিকারী। ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে যে অধোক্ষজ-লীলা-কল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত কৃত্রিম ভাবনা বা চিন্তার বিষয় নহে। আত্মার শুদ্ধসহজভাবকে

কৃত্রিমতায় পরিণত করিলে বা আরোহবাদীর ধারণামূলে কৃত্রিমতার দ্বারা সহজভাব-প্রাপ্তির আশা করিলে ফলকালে বিপরীত ফলই লাভ হয়। যাহারা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-স্মরণাদির পক্ষপাতী, তাহারাই অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণবগণের নিকট আনুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া গণ্য। ইহারা অধোক্ষজ-সেবাময়ী কৃষ্ণলীলাকে ভোগান্তর্গত ব্যাপার মনে করে—"তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্ত্বে প্রাকৃতত্ত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে। "তাদৃশী ক্রীড়া" শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিমগ্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী" শব্দের মুখ্যার্থ। যাহারা বিধিলিঙের 'ভবেৎ' পদ দেখিয়া এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থ-যুক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে করে, সেই প্রাকৃত কামলুব্ধ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনভক্তি-পরিত্যাগে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া কিংবা নিজেকে নিজেই বঞ্চনা করিয়া তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট হইবে,—প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপ্রলিপ্সাযুক্ত বা আত্ম-বঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জন্যই ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব 'শ্রদ্ধা' শব্দ এবং মহাপ্রভু 'বিশ্বাস' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ

করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তা প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন।

কুশল সিংজী—শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ প্রভৃতি গাস্বামিগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণ কি?

প্রভুপাদ—

"পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ-সদা-সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪)

তুমি যদি শ্রীমৎ কৃষ্ণপদকমলের অপেক্ষা কর, তবে নামসংকীর্ত্তনবহুলা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-বিনির্ম্মুক্তা, বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

"যে সর্ব্বৈনৈরপেক্ষেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সংকীর্ত্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২০)

যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষা রহিত, কেবলমাত্র শ্রীমন্ মদনগোপালদেবের পরম-মহা-প্রিয়তমা শ্রীবার্ষভানবীর দাস্যের অভিলাষী, তাঁহারাই সর্ব্বতোঽসাধারণী পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা অনির্ব্বচনীয়া স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাস-রসিকের নাম উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্ অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা রাধাপদাম্ভোজ-সেবা-দাস্যাভিলাষিগণের লক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনপর।

শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

[কর্ম্মভূমিকার অস্থিরতা—নৈমিষারণ্য ও কাশীর বৈদান্তিকগণের মত-বৈশিষ্ট্য—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত—ভাগবত-বিরোধী বিচার—ভাগবত-বিচারের প্রতিকূলাচরণকারিগণের নাম—কুহকযুক্ত সত্য ও নিরস্তকুহকসত্য—ধ্যানযোগ্যবস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে ?—'মায়া' কি ? 'জীবের স্বতন্ত্রতা' ও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা', এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ ?—জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিল কেন ?—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের প্রেরণাদায়ক কে ?—জীবের পাপ-প্রবৃত্তিও কি ভগবানের অনুকম্পা ?—'অনর্থ' কাহাকে বলে ? অনর্থের শান্তি কিরূপে হয় ?—ভক্তি কি ?—'ভক্তি যদি সর্ব্ব-সাধারণেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকল লোকের রুচি নাই কেন ? বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জগতের উপকার—বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু লোকে যাজন করে না কেন ?—বৈষ্ণব স্বার্থপর কি পরার্থপর ?—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক ? বিষ্ণু-সেবা কি ?—বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি ?—হরিসেবা কত প্রকারে হয় ?—'জীবে দয়া' কাহাকে বলে ?—রামানুজ বৈষ্ণব—বৌদ্ধ—স্মার্ত্ত—পঞ্চোপাসনা ও ঐকান্তিকী বিষ্ণুপূজা—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবগণ কি ব্রাহ্মণ ?—বর্ত্তমানের বিকৃত বর্ণাশ্রম—মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচরণ—শ্রৌতবাণীর সৌন্দর্য্য ।]

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে পৌষ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী বুধবার বেলা ১ ঘটিকা। 'সার্ভেন্ট্' নামক ইংরাজী সাময়িক পত্রের সম্পাদক স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণোদ্দেশ্যে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ছিলেন।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-গৃহে নীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—"আজ আপনার দর্শন পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অনেক দিন আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই।"

প্রভুপাদ—আমি নিতান্ত অকিঞ্চন দীন ব্যক্তি। আপনি দেশের অনেক কাজ ক'র্‌লেন।

পণ্ডিত—কই কিছুই হ'লনা, এখন মনে হ'চ্ছে এত দিন নিশ্চয়ই ভুল পথে চ'লেছি, কোন একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়াতে পাচ্ছি না—সর্ব্বদা shift (স্থানচ্যুত) করাচ্ছে।

প্রভুপাদ—আপনার ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এরূপ সরল ভাবের কথা শুনে আমাদের বড়ই আনন্দ হ'চ্ছে।

পঃ—আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কএকবার আপনার ঠাকুরের (শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) বক্তৃতা শুনেছি। তিনি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সময় প্রচার ক'রতেন।

প্রভুপাদ—সেন মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

পঃ—সেই সময়ই ত' আপনার ঠাকুর প্রচার ক'রতেন ?

প্রভুপাদ—তা'র অনেক পূর্ব্ব থেকে।

পঃ—এই গৌড়ীয়মঠ কতকাল হ'ল স্থাপিত হ'য়েছে ?

প্রভুপাদ—ন' দশ বৎসর হবে। ইহার মূল মঠ—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় ইহার শাখা-প্রশাখা কাশী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হ'য়েছেন।

পঃ— নৈমিষারণ্যটি কোথায় ?

প্রভুপাদ—সীতাপুর জেলার মধ্যে। আউধ্ এণ্ড্ রোহিল্খণ্ড্ রেল্ওয়ে লক্ষ্ণৌ হ'য়ে বালামৌ জংসন, বালামৌ জংসন হ'তে সীতাপুর ব্র্যাঞ্চ লাইনে 'নিমসার'-ষ্টেশন।

পঃ—সেদিন্ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু শাস্ত্রীয় কথা হ'চ্ছিল।

প্রভুপাদ—নৈমিষারণ্য-school ও বেনারস-schoolএর মধ্যে বিচার-প্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। নৈমিষারণ্য-schoolএর লোকেরা অকৃত্রিম বৈদান্তিক, তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যকেই স্বীকার করেন; কৃত্রিম বা মনগড়া ভাষ্যকে স্বীকার করেন না।

পঃ—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কি?

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

পঃ—বেনারস-schoolএর পণ্ডিতগণ কি 'ভাগবত' মানেন না?

প্রভুপাদ—তাঁহারা ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একটি পুস্তক-বিশেষ অথবা পুরাণের মধ্যে একটি 'পুরাণ'বিশেষ জ্ঞান করেন মাত্র, শ্রীমদ্ভাগবতকে একান্তভাবে আশ্রয় করেন না। আমরা মনে করি, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য গ্রন্থের আবশ্যকতাই নাই। অন্যান্য গ্রন্থ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূলে কিছু বলেন, তা' হ'লেই সে'গুলি স্বীকার্য্য। ভাগবত-বিরোধী বিচার-প্রণালী 'পারমার্থিক-ধর্ম্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে।

পঃ—ভাগবতবিরোধী বিচার আবার কি আছে?

প্রভুপাদ—জগতে ভাগবত-বিরোধী বিচার ছাড়া আর কিছুই নাই। অনাদিবহির্ম্মুখ জীবমাত্রেরই স্বতন্ত্র-বিচার-মাত্রই ভাগবত-বিরোধী বিচার।

পঃ—সাক্ষাদ্‌ভাবে ভাগবতের বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হ'য়েছে, এমন লোক কি আছে ?

প্রভুপাদ—সত্যযুগ হ'তেই ভাগবত-বিচারের বিরোধী ব্যক্তিগণের আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মধু, কৈটভ, হয়গ্রীব, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু প্রত্যেকেই ভাগবত-বিচারের বিরোধী। ভাগবতবিরোধী দ্বিবিধ —প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। স্পষ্টবিরোধকারী অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন-প্রতিকূলাচরণকারী অধিকতর শত্রু। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়, আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ ও কবিরাজ গঙ্গাধর সেন—ইঁহারা স্পষ্ট ভাগবত-বিরোধী ছিলেন। বেনারস-schoolএ যে নির্ব্বিশেষ-মতবাদ প্রবর্ত্তিত, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগবতের বিরোধী মত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নৈমিষারণ্য-schoolএর কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা তদানীন্তন বেনারস-schoolএর সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁ'র ষাট্‌হাজার শিষ্যের সাম্‌নেই জানিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ বেনারস-schoolএর বিচার-প্রণালীর অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা বুঝ্‌তে পেরেই পরে নৈমিষারণ্য-schoolএ প্রবেশ ক'রেছিলেন।

পঃ—নৈমিষারণ্য-school ছাড়া অন্য schoolএ কি 'সত্য' নাই ?

প্রভুপাদ—অন্যান্য schoolএ (মতবাদে) কুহকযুক্ত সত্য আছে, কিন্তু নৈমিষারণ্য-schoolএর বেদান্ত-ভাষ্যের সর্ব্ব প্রথমেই বলা হ'য়েছে— "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" নৈমিষারণ্য-school এর লোকেরা সমস্ত-কপটতা-নির্ম্মুক্ত পরম-সত্যের ধ্যান করেন। 'ধীমহি' পদটি—বহুবচনান্ত। এই বহুবচনের পদের দ্বারা নৈমিষারণ্য-sckoolএর পুরুষগণ বা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছেন। এখানে ধ্যানকারীর বহুত্ব, পরম-সত্যের অদ্বয়ত্ব এবং মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—ধ্যানরূপ

কার্য্যের নিত্যত্ব সূচিত হ'য়েছে। 'ধ্যান'-শব্দে মায়া-বদ্ধ হরিবিমুখ মানবের চঞ্চল মনোধর্ম্মরূপ স্বতন্ত্র-চিন্তা-প্রণালী নহে। সেই পরম সত্য বাস্তববস্তু—অচিন্ত্য ও অধোক্ষজ বস্তু।

পঃ—ধ্যান-যোগ্য বস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে?

প্রভুপাদ—আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী ব'লেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তি-দ্বারাই সেই পরম সত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান হয়। রজ-স্তমের অন্তর্ব্বর্ত্তি-অধিষ্ঠানরূপ মিশ্র-সত্ত্ব 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহ জগতের কোন বস্তু নহে,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

'অধোক্ষজ'-শব্দে জড়-ইন্দ্রিয়ের অতীত ভগবান্। Godhead is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses (অর্থাৎ তাঁহাকেই 'ভগবান্' বলা যায়, যিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণি-জগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটি সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বায়ত্ত রাখিয়াছেন)।

পঃ—ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন, তা' হ'লে 'মনসা'-শব্দের প্রয়োগ কেন?

প্রভুপাদ—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীবেদব্যাসদেবজী কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে অপাশ্রিতা (গর্হিতভাবে আশ্রিতা) মায়াকে দর্শন করিলেন।] সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই—প্রাকৃত-লোকের মন, আর প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থল শুদ্ধ-মন। শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্য ব'লেছেন,—

"আনের হৃদয়—মন', মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীঠাকুর মহাশয়ও ব'লেছেন,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম—'বিষয়', ইহাদের ভোক্তৃরূপে অভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ-মন। সেই মনে কখনও পূর্ণপুরুষের উপলব্ধি হয় না। নিত্য-ভজনীয়-সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সহিত অনু-সম্বিৎ নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্য-সেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জ্জিত ক'রে ভক্তি-চিত্তে সমাধি আনয়ন ক'র্‌তে পারে। এই নিত্য সেবোন্মুখহৃদয় ইন্দ্রিয়ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্ম্মল আত্মার নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি-জাত সুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণ পুরুষের দর্শন করেন। সরস্বতীনদীর তটে শম্যাপ্রাস-নামক বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাস শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ-সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ-পুরু

শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস-জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে ক'রে যে অনর্থের আবাহন ক'রে থাকে আর অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অবলম্বন ক'রে কিরূপে তা'র সেই অনর্থের উপশম হ'তে পারে, তা' দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। 'পূর্ণপুরুষ'-শব্দে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্‌কেই বুঝায়। কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণ-পুরুষের দর্শন-লাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম-ভূমির প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়, সেই ভূমিকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না। নির্ভেদ-জ্ঞানের দ্বারাও 'পূর্ণ-পুরুষের' দর্শন হয় না—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন আক্রান্ত হয়। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তিতে সেবা-সেবক-সম্বন্ধ থাকে, সাযুজ্যে থাকে না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

পঃ—'মায়া' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"; যা'কে মেপে নেওয়া যায়, সে'টাই 'মায়া'। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁ'কে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্‌কে মেপে নেবার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা—যা=মায়া। Christian Theologyতে (খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে) যেমন Godhead একটি আলাদা; Satan একটি আলাদা, ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত-schoolএর মতে 'মায়া' পূর্ণ-পুরুষ ভগবানে condemned stateএ (গর্হিত অপাশ্রিতভাবে) আছে—মায়াবশ-যোগ্য অণুচিৎএর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ড বিধান কর্‌বার জন্যে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

এই অপরা শক্তিই—মায়াশক্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের 'চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব' হ'য়ে, কখনও বা বৈশেষিকের 'পরমাণু' হ'য়ে, কখনও জৈমিনীর 'অভ্যুদয়বাদ' হ'য়ে, কখনও গৌতমের 'ষোড়শ পদার্থ' হ'য়ে, কখনও পতঞ্জলির 'বিভূতি কৈবল্যাদি' হ'য়ে, কখনও বা 'ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা' নিয়ে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব-কুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ ক'রছে—misunderstand (বুঝ্‌তে ভুল) করাচ্ছে।

পঃ—এরূপ কেন হ'চ্ছে?

প্রভুপাদ—জীবের free will (স্বতন্ত্রতা) র'য়েছে, তা'র অপব্যবহার হ'চ্ছে ব'লে।

পঃ—তা' হ'লে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া"

—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণাদ্বারা কার্য্য ক'রতে থাকে। জীব—হেতু-কর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হ'চ্ছে, সে-সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রয়োজক-কর্ত্তৃ-রূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

পঃ—জীবের 'স্বতন্ত্রতা' রয়েছে কেন ?

প্রভুপাদ—জীব বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জল-ধর্ম্ম অণু-পরিমাণে র'য়েছে। বিভু-চৈতন্য ভগবান্—পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

পঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎ-প্রেরণায় ?

প্রভুপাদ—ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎসেবাই হ'ত—ভগবদ্‌বিস্মৃতি হ'ত না।

পঃ—তা'হ'লে "ভগবানের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে"—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয় ? আমি তর্ক কর্‌বার ইচ্ছায় এ সকল প্রশ্ন করি নাই ; আপনি মহা-পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তিলকের হিন্দী গীতায় তুকারামের একটি অভঙ্গ প'ড়েছিলাম, তা'র তাৎপর্য্য এই—"হে ভগবন্! আমার কর্ম্মই যদি আমাকে উদ্ধার ক'র্‌ল, তা'হ'লে আর তোমার দরকার কি ?"

প্রভুপাদ—ভাগবত এ'র জবাব দিয়েছেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ইহ-জগৎ হ'তে যা'র ছুটী পাওয়ার বাকী আছে, তিনিই বিচার করেন,—পরম-মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে নিজে বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেবা-বৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনই তিনি মুক্তিলাভ ক'র্‌তে পারেন না। চেতনময়ী

সেবোন্মুখতা ক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধাগুলিকে 'ভগবানের অনুগ্রহ' বা 'দয়া' ব'লে বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

পঃ—তা'হলে আমরা যে পাপ করি, তা-ও কি ভগবানের দয়া ?

প্রভুপাদ—না ; তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি আমরাই হরিবিমুখ হওয়ায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে ফলভোগ কল্পনা-মূলে বরণ করেছি। যেমন, শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় মাতা-পিতা শিশুর রুচি পরীক্ষা করবার জন্য শিশুর কাছে পয়সা, কড়ি, খই, ধান, ভাগবত-পুঁথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ করে ; কিম্বা উপনয়নের সময় আচার্য্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে থাকেন। ভগবানের নির্দ্দয়তা-জিনিষটা বহির্ম্মুখ মানব-জ্ঞানে এসে উপলব্ধি হ'চ্ছে ; তা'কে "দণ্ড" ব'লে গ্রহণ ক'র্‌লে serving temper (সেবোন্মুখতা) বা attraction for Godএর (ভগবানে আনুরক্তির) অভাব হ'চ্ছে বুঝা গেল। তিনি সর্ব্বাশ্রয় ; তাঁ'র কাছে আশ্রয় পাব ব'লে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্ তা'র (আশ্রয়-প্রার্থীর) ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁ'র আশ্রয়প্রার্থীর নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি পথ্যামরিচ্যাদির ব্যবস্থা ক'র্‌লেন ; ডাক্তার Lancet (ছুরিকা) দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা'তে যদি ডাক্তার-কবিরাজের প্রতি বিরক্ত —অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'দিগকে মার্‌তে যাই, "তাঁরা 'নির্দ্দয়'—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন", বিচার করি, তা'হলে আমার দিক্ থেকে বিচারটা ভুল হ'ল। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে—দয়াবান্‌কে 'অমঙ্গলকারী' ও 'নির্দ্দয়' ব'লে ভুল ক'রলাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে

রেখে দিয়েছেন। কত রকম টোপ, বঁড়্শী, যাঁতাকল, জাল, শিকল আমার কাছে সাজান র'য়েছে যে, আমি তাতে ক'রে পৃথিবীর জালে আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে প'ড়তে পারি। এ সকল বঁড়্শীর প্রলোভনে প'ড়ে কখনও আমি যথেচ্ছাচারী "অসৎকর্ম্মী" হ'চ্ছি। কখনও বা যাঁতা-কলের প্রলোভনে প'ড়ে লোকহিতকর কার্য্য কর্‌বার নামে "সৎকর্ম্মী" হ'চ্ছি ; কখনও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই 'ভাল' মনে ক'রছি ; শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর ক'রছি। কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদ—এই দুইপ্রকার অন্যাভিলাষ-ময় বিচারে প্রতারিত হ'য়ে যাঁ'রা ধর্ম্ম-জগতে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তাঁ'দের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেবী তাঁ'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হ'বে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতন-ধর্ম্মের হন্তারক নহেন ; চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁর নির্দ্দয়তারই পরিচয় হ'ত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির সৎ ও অসদ্-ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি ব'ল্‌ছেন—জৈমিনী ঋষির অভ্যুদয়-বাদের কথায়—দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যা'তে না হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করো না। শ্রীচৈতন্যরূপে অচিদ্ অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য —চেতনতা উৎপন্ন কর্‌বার জন্য ব'লছেন। কেহই দুঃখেচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। পুত্র-শোককাতরা জননী বক্ষে করাঘাত ক'রছেন, পাষাণে মাথা কুটছেন—দুঃখ বিনাশের জন্য। রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি ক'রছে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য।

ফলাকাঙ্ক্ষী কৰ্ম্মি সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা ক'রছেন। আবার Instantaneous relief (তাৎকালিক উপশম) পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী কৰ্ম্মিসম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাঁ'রা আপাত-সুখকর ব্যাপারে duped (প্রলুব্ধ) হ'য়ে মায়া-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হ'চ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হ'চ্ছে —'পৃথিবীর বাদসাহ' হ'ব—'স্বর্গের ইন্দ্র' হ'ব—জগতের 'বহু সুখের ভোক্তা বা প্রদাতা হ'ব'—এই সকল। ইহা ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও আশুপ্রতিকার-প্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দিক্। আমার কিছু Fees (শুল্ক, পারিশ্রমিক) দরকার in some shape or other (কোনও না কোনও আকারে)! আমরা যে part and parcel of God-head (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ), তাঁ'র থেকে আমাদিগকে dissociated (বিচ্যুত) মনে ক'র্‌লেই ভোগ ক'র্‌তে ধাবিত হই ; তখন মনে করি, আমার Canine teethএর (কুক্কুরদন্তের) সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুবাধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক – পাঁচটা লোককে Civic orderএ (সামাজিক-সভ্যতায়) আনাই আমার কর্ত্তব্য। ইত্যাদি—ইত্যাদি। এ সব চেষ্টা ভগবদ-বিস্মৃতির ফলমাত্র—এ সকল প্রবৃত্তি—ভোগ-প্রবৃত্তি—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু, জীব 'মায়া' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখ জীবের aptitude—inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হ'চ্ছে মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মৎস্য হ'য়ে টোপ খাওয়া, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র,

প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র—যা'দের সঙ্গে কোনকালে দেখা হ'বে না, তা'দের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া! তাল-গাছ পুঁতলাম—তা'র ফল পাবে অন্যে, যা'র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হ'বে না; আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন উড়িয়ে দেবে, তার জন্যই সব চেষ্টা! এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।"

হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন ক'রেছি। তথাপি আমার প্রতি তা'দের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'ল না। হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ ক'রেছি। তা'দিগকে পরিত্যাগ ক'রে, আমি তোমার অভয়-চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্মপ্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ'য়ে যাবার বাসনা করেন; কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা—যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের জুতাবরদার হ'তে পারি—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

আমাদের নিজের কোন বিদ্যা-বুদ্ধি নাই; গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের সত্য বলি। আমরা নূতন কিছু প্রস্তাব করি না। ঐ

একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা ব'ল্‌বার আছে তাই মাত্র বলি।

প্রথমে গুরুর নিকট যা' কিছু শ্রবণ করি, সেগুলি বড় revolting (সম্পূর্ণ বিপ্লবময় বাক্য) মনে হয়। আমার empiricism (অভিজ্ঞান) দ্বারা গুরুর inadequacyর (অসম্পূর্ণতার) পূর্ণতা সাধন ক'রব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু 'গুরু' বস্তুকে বাহ্যজগতের চিন্তাস্রোত আক্রমণ ক'রতে পারে না—তিনি ঐ সকলকে অনন্ত কোটি যোজন তফাৎ রাখ্‌তে পেরেছেন। তাঁর position (ভূমিকা বা অবস্থান) shifting (পরিবর্ত্তনশীল) নয় ব'লেই তিনি 'গুরু' অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী জিনিষ। আমরা পূর্ব্বে মনে করি, বাহ্যজগতের বিষয়গুলো না জানার দরুণ বুঝি তিনি (গুরু) তাঁ'র সঙ্কীর্ণ-ধারণা পোষণ ক'রছেন! সুতরাং empiric রাজ্যের সকল কথা ব'লে তাঁ'র ধারণা ও বিচারগুলিকে প্রসারিত করি—এরূপ বুদ্ধি empiricistic schoolএর (অভিজ্ঞতাবাদি-সম্প্রদায়ের) দুর্ব্বুদ্ধি! আমাদের গুরু তা নন। আমার গুরু Absolute Truthএর (বাস্তব সত্যের) সেবক—তাহা খণ্ডিত সত্য নহে।

প্রভুপাদ—"অনর্থ" মানে মাঝখানে অর্থের blockade (ব্যবধান) ক'চ্ছে যে জিনিষটা—আমাদিগকে 'সেবক-সম্প্রদায়' ক'রে তুল্‌ছে, তা'দের (অনর্থের)।

পঃ—অনর্থের উপশান্তি কোন্ সময় হ'বে ?

প্রভুপাদ—যখন আমরা 'অক্ষজের' সেবা ছেড়ে 'অধোক্ষজে'র সেবার দিকে মুখ ফিরা'ব।

পঃ—'অক্ষজে'র সেবা কি ?

প্রভুপাদ—যেগুলো আমাদের 'অক্ষ' বা ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া যায়—যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে 'ভাল' ব'লে মনে হয়—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিচারে "প্রেয়ঃ" বা "কর্ত্তব্য" প্রভৃতি ব'লে বিচারিত হয়, সেগুলো—অক্ষজ বস্তু। তামাকের সেবা, গাছের সেবা, পশুর সেবা, তথাকথিত দশের দেশের সেবা—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ব'লে পরিচিত হ'বার আকাঙ্ক্ষা—'সাধু' ব'লে জড় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা—এ সকল অক্ষজের সেবা। কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-অন্যাভিলাষিগণের যাবতীয় চেষ্টা—অক্ষজের সেবা—ইহাই 'কৃষ্ণবিমুখতা'।

পঃ—এ' সকল যে 'কৃষ্ণবিমুখতা' তা' কিরূপে জানা যায়?

প্রভুপাদ—"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"—মনুষ্যজাতি জান্‌ত না; এ'দিকে কা'রও মতিগতি হয় নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় 'কৃষ্ণ নহে যাহা', সেই বিষয়গুলির সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে র'য়েছে। যে মনুষ্যজাতি এসকল কথা জান্‌ত না, তা'দের জন্যে করুণাবতার ব্যাসদেব সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ ক'রেছেন। এই সাত্বত-সংহিতায় যাবতীয় অক্ষজের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অধোক্ষজে অহৈতুকী সেবার কথাই জীবের পরম-ধর্ম্মরূপে সংকীর্ত্তন করা হ'য়েছে।

পঃ—'ভক্তি' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—'ভক্তি' আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব-স্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতর-বৃত্তিসমূহ জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐসকল বিরূপের ধর্ম্ম; তাহা পরিবর্ত্তন-শীল ও অনিত্য। এই 'ভক্তি'—'শোক-মোহ-ভয়াপহা'। দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই 'দ্বিতীয় অভিনিবেশ'।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোক-স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তা'র অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পা'বার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হ'লে অনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' এ'রূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

এই "মেপে নেওয়ার বুদ্ধি" থেকে যে প্রভুত্বের বাসনার উদয় হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন কৃমি আশ্রয় ক'র্‌লে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাক্, শরীরের পুষ্টি হ'তে দেয় না, সেরূপ কর্ম্মজ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হ'লে আত্মার বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে পড়ে।

পঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়?

প্রভুপাদ—যাঁদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া অপর কোন কৃত্য নাই; সেরূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজনপরায়ণগণের নিকট মনোযোগসহকারে সেবা-বুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ ক'র্‌লেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন ক'রছেন, তিনিই বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণবিষয়ে চেতনবিশিষ্ট ক'রছেন ব'লে তিনি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বিশ্বম্ভর বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব বা মর্য্যাদা-বিষয়ের লীলা ক'রেছেন। অচৈতন্য জীবের চৈতন্য

উৎপাদনের জন্যই বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-লীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনতা হ'লো না। অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধ-চেতনের ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই, সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের কোন গুরুদেব একটি গান ক'রেছেন—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্ম-বন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি বাহ্য-বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন; ব্রহ্মজ্ঞ-গণের সে সকল কার্য্য নহে, হরিসেবাই তাঁ'দের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা ক'র্‌বেন। ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পঃ—এতে ত' লোকের রুচি দেখ্‌ছি না!

প্রভুপাদ—বহুলোক যে আস্‌বে, তা'র ত' মানে নাই। Post-Graduatesএর সংখ্যা খুব কম।

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

"তা'র মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদ-নিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্ম-নিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি-জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম; অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত' ॥
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা-কোটিষ্বপি মহামুনে ॥"
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে **কোন ভাগ্যবান্** জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ ॥

'কপটতা' বাহ্য জগতের প্রধান জিনিষ। ক্ষাত্র-নীতি অপেক্ষা ব্রহ্মনীতি শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্ম' মানে—ব্যাপক, সমগ্র। ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্য-নীতি বা শূদ্র-নীতিতে ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ণতা র'য়েছে। সুরেন বাবু শেষে ক্ষাত্রনীতি থেকে শূদ্রনীতিতে এসে গেলেন। অবিমিশ্র ব্রহ্মনীতিই—বৈষ্ণবধর্ম্ম। কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের বিচার-প্রণালী হ'তে বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালী পৃথক্।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার ক'রছে ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব জগতের যে উপকার ক'চ্ছেন, politics (রাজনীতি) সহস্র-সহস্র যুগ-যুগান্তরে তা'র কোটি অংশের এক অংশও ক'রে উঠ্‌তে পারবে না। আমরা (রাষ্ট্রনীতি-বাদিগণের ন্যায়) অত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে ব'ল্‌ছি না।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে !

প্রভুপাদ—Post Graduates কয়জনই বা হ'চ্ছে ? নিউটন্ কয়জনই বা হ'চ্ছে ? অনেক মিঃ জে, সি, বসু যখন হচ্ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল—এরূপ বিচারই কি সমীচীন ?

পঃ—বৈষ্ণব ধর্ম্মে কারো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের তা'তে কি উপকার হয় ?

প্রভুপাদ—তা' নয় ; সেরূপ বিচার 'অর্চ্চন' যিনি করেন, তাঁ'র পক্ষের কথা। যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের পক্ষের কথা নয়। অর্চ্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন করেন, আর কীর্ত্তনকারী সমগ্রজগৎ—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—পশু-পক্ষী, দেব-মানব, এমন কি, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয় ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। 'খৃষ্টান' থেকে কাজ নাই,—'মুসলমান' থেকে কাজ নাই,—'হিঁদু' থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যাও। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই,—গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই,—দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্য

ধর্ম্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-কালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে চতুর্দ্দিকে যাকে দেখ্‌ছিলেন, সব 'বৈষ্ণব' ক'রে যাচ্ছিলেন—ঝারিখণ্ড-পথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর, আর তা'দের সেই সেই বিরূপের অভিমান নিয়ে থাক্‌তে পারে নাই, সকলে 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব-শাক্ত, "পাষণ্ডী হিন্দু", পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আবার যাঁরা বৈষ্ণব হচ্ছিলেন, তাঁ'রাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য ক'রে পরম্পরায় চতুর্দ্দিকে সকলকে বৈষ্ণব ক'রছিলেন।

মহাপ্রভু সকলকে ব'লে যাচ্ছিলেন,—

"যা'রে দেখ, তারে কহ ক�ৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

* * * *

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥

জপিলে সে 'কৃষ্ণনাম' আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥"

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই—হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা, উপকারের নামে 'মহা-অপকার'; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য-সত্যই নিত্য পরম-উপকার। তাহা দু'দশ দিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব ক'র্‌বে—যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হ'বে—যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য্য,—আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব—এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোক বঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। **মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।** এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও 'অমন্দ' প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া—"অমন্দোদয়া দয়া"—তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ "মহা-মহা-বদান্য"। এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

পঃ—'বিষ্ণু-সেবা' জিনিষটা কি ?

প্রভুপাদ—বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু ; আমি যাঁ'কে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মেপে নিতে বা ভোগ ক'রতে পারি না ; কিন্তু আমি যাঁর ভোগ্য, সেরূপ বাস্তব সত্যের নাম—'বিষ্ণু'। তাঁ'র ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই 'সেবা'। পেট চালা'বার জন্য বিষ্ণু-সেবার ছলনা 'বিষ্ণু-সেবা' নয়। বর্ত্তমানে বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌ছে—বিষ্ণুকে চাকর মনে ক'রছে। 'নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মুক্ত বায়ুর ভোক্তা আমি'—এরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুকে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা। বিষ্ণু যেন আমার খানা-বাড়ীর রাইয়ত—যে কা'তে শোয়াব, সে কা'তে শোবে—বিষ্ণু যেন আমার বাগানের মালী, আমি ভাল-ভাল ফুল শুঁক্‌ব, আমাকে ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে আমার কাছে এনে যোগাবে ! 'ভক্তি' চা'ন না কা'রা ? যাঁ'রা বল্‌ছেন—"আমি দেশের রাজা থাক্‌ব—আমি প্রজা থাক্‌ব—লাঙ্গল চাষ ক'র্‌ব—আমি রাজনীতি ক'রব—আমি যোদ্ধা হ'ব—আমি সব ক'র্‌ব"—তাঁ'রা।

পঃ—তা' হ'লে কি সব কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিতে হ'বে ?

প্রভুপাদ—'বৈষ্ণব' হ'য়ে সব ক'রব, বৈষ্ণবতা ছেড়ে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ ক'রব না। আমাদের গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ইহাই ব'লেছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

পঃ—বৈষ্ণবের 'কর্ত্তব্য' কি ?

প্রভুপাদ—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

[—হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষিব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, সেইরূপে করিবেন।]

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

[—হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন; এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।]

এ'র নাম নৈষ্কর্ম্যবাদ। যে কোন কার্য্যই করি না কেন, হরিসেবার অনুকূলে ক'রতে হ'বে। Salvationist (মুক্তিবাদী)দের ইচ্ছা হচ্ছে, এ জগতের কার্য্য হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া—হরিসেবা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া।

পঃ—কি প্রকারে হরিসেবা করা যায়?

প্রভুপাদ—তিন প্রকারে হরিসেবা করা যায়—"কর্ম্মণা মনসা গিরা"।

পঃ—"কর্ম্মণা মনসা গিরা" কিরূপ সেবা?

প্রভুপাদ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে সেবার এইরূপ প্রকারের কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে ব'ল্‌ছিল :—

—"তুমি যে একটা নূতন রকমের কথা ব'ল্‌ছ—যাহা আমরা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে জানি না" !

প:—যাঁ'রা হরির সেবা করেন, তাঁ'রা কি জীবের সেবা ক'র্‌বেন না ?

প্রভুপাদ—হরি অখণ্ড বস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। যাঁ'রা জীবের বাহ্য চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্য-অঙ্গের সেবাকে হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করেন, তাঁ'রা বিবর্ত্তবাদী, তাঁ'দের জীবসেবা হয় না——হরির বাহ্য অঙ্গ মায়ার সেবা হয়ে যায়। এইরূপ অনন্তকাল মায়ার সেবা ক'রে নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্র-বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হ'ল না—নারায়ণদাস জীবের সেবাও হ'ল না—মায়ার সেবা হ'য়ে গেল। বিবর্ত্তের সেবা—মরীচিকার সেবা—ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নয়। তত্ত্ব-বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ ; জীব তাঁ'রই associated counterpart (অবিচ্ছিন্ন অংশ)। আমরা হরির সেবা ক'র্‌ব—হরিজনের সেবা ক'র্‌ব—যাঁ'রা হরি-জনকে বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, তাঁদের সেবা ক'রব—যা'তে ক'রে তাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পারেন—তাঁ'দিগকে intellectually—physically help (মানসিক ও শারীরিক সাহায্য) ক'র্‌ব—হরিজনের বিদ্বেষী যারা, তা'দেরও সেবা ক'র্‌ব—উপেক্ষা-দ্বারা। ঈশ্বরের সেবক আমাদের best friend (সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু), তাঁ'দের সঙ্গে মিত্রতা কর্‌ব। আমার যে সকল Friend-এর (বন্ধুর) power of understanding (ধারণা কর্‌বার শক্তি) কম, তাঁরা ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্মাদি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছে বিষ্ণু-সেবার কথা ব'ল্‌ব, যদি তাঁ'রা বিদ্বেষী

না হন। আর যা'রা বিদ্বেষী—অন্ত্যজ হ'য়ে পড়েছে, যা'রা agnostic (অজ্ঞেয়তাবাদী), Epicurean (চার্ব্বাকমতাবলম্বী) প্রভৃতি, তা'দের সঙ্গে non-co-operation (অসহযোগ) ক'র্‌ব।

পঃ—'জীবে দয়া' কথাটি যে ব'ল্‌লেন, সে কিরূপ? অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা?

প্রভুপাদ—যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁ'কে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ক'র্‌ব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে প'রিয়ে হরিভজন করা'তে হ'বে—তাঁ'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা-দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrapt বা tempt ক'রিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া। চৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে স্তব ক'রে ব'লেছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

আমাদের কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

পঃ—ঐ শ্লোকটা কি ব'ল্‌লেন—'চৈতন্য চন্দ্রের দয়া'?

প্রভুপাদ—কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় তথা-কথিত দয়া বা অপূর্ণ-দয়ার comparative study ক'রতে ব'ল্ছেন—চিরস্থায়ী দানটা যেখানে হ'চ্ছে না, সেখানে inadequacy, defect (অসম্পূর্ণতা)—বঞ্চনা র'য়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে comparative study করেন, তা'হ'লে দেখ্‌তে পাবেন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়াটা হ'চ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited (পরিচ্ছিন্ন)—সব বঞ্চনাময়ী। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে comparative study ক'রতে আহ্বান ক'রছেন।

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেব, এমন কি, কৃষ্ণ-চন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁ'র আশ্রিত জনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ ক'রেছেন, কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার ক'রেছেন; আর মহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া ক'রেছেন—যেমন কাজী; বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। রামোপাসক রামায়েৎগণকেও তিনি 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' ক'রেছেন।

পঃ—রামায়েৎগণ কি 'বৈষ্ণব' ন'ন?

প্রভুপাদ—রামানন্দি-সম্প্রদায়িগণকে 'রামায়েৎ' বলে। তাঁ'রা ঠিক রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন'ন। রামায়েৎগণের মধ্যে অনেক-স্থানে 'মুমুক্ষা' বর্ত্তমান ব'লে তাঁ'দিগকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিদ্ধ-বৈষ্ণবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী প্রভু কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক 'রামদাস' নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে ক'রে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামদাসের যথেষ্ট দৈন্যোক্তি, বৈষ্ণব বিপ্রে সেবাবুদ্ধি প্রভৃতি থাক্‌লেও মহাপ্রভু রামদাসের অন্তরে 'মুমুক্ষা' দেখে তাঁ'র প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হ'চ্ছে,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

পঃ—বৌদ্ধগণকে আপনারা কি মনে করেন ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের নামান্তরই বৌদ্ধ, অথচ যাঁহাদের বৈষ্ণবের স্বরূপের জ্ঞানের অভাব। যেমন—রামের উপাসকগণ রামায়েৎ, নৃসিংহের উপাসকগণ নার সিংহী, বরাহের উপাসকগণ বারাহী, কৃষ্ণের উপাসকগণ কার্ষ্ণ, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের উপাসকগণও বৌদ্ধ। যেমন—আউল, বাউল, কর্ত্তা-ভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত্‌গোসাঞি, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি মুখে গৌরাঙ্গকে স্বীকার ক'রেও গৌরাঙ্গের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে বিচ্যুত, অথবা গৌরাঙ্গের মায়ায় মোহিত, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও মুখে 'বুদ্ধের উপাসক' ব'ললেও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে ভ্রষ্ট—তাঁ'রা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। বৌদ্ধগণ যে-দিন নিজদিগকে 'বৈষ্ণব' ব'লে উপলব্ধি ক'রতে পার্‌বেন, অর্থাৎ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্য ক'র্‌বেন, সেইদিন তাঁ'দের যথার্থ স্বরূপ বিকশিত হ'বে। মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হ'য়ে বৌদ্ধগণ তাঁ'দের স্বরূপ উপলব্ধি ক'র্‌তে পেরেছিলেন; তা'র সাক্ষ্য আমরা কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে দেখ্‌তে পাই। আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রাদেয়র ব্যক্তিগণও যখন তাঁ'দের ঔপাধিক-ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণের ভজন ক'র্‌বেন, তখন আমরা তাঁ'দিগকে 'গৌরভক্ত' ব'লে স্বীকার ক'র্‌ব।

পঃ—স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণু-পূজা করেন ?

প্রভুপাদ—স্মার্ত্তের বিষ্ণু-পূজা গণেশ-সূর্য্য-শাক্ত-পূজারই একটা রূপান্তর। তা'তে বিষ্ণুর পরম পদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চ-দেবতার অন্যতম ক'রে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর-দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' ক'রে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

কবিরাজ গোস্বামী "পাষণ্ডী-হিন্দু"র কথা ব'লেছেন (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২০৩)। তাঁ'রা কৃষ্ণনামকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' ব'লে বিচার করেন না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান-ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন,—

"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে 'পাষণ্ডী', দণ্ডে তা'রে যম॥

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হ'তে যে অমূল্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থটি উদ্ধার ক'রে জগতে প্রদান ক'রেছেন, সেই 'ব্রহ্মসংহিতা'গ্রন্থে এ সকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণু-পূজা, তা'তে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সে'টা দেবতা-পূজা মাত্র; সুতরাং অবৈধ।

পঃ—'অবৈধ' ব'ল্ছেন কেন?

প্রভুপাদ—গীতায় স্বয়ং ভগবান্ই এ'কে অবৈধ ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

পঃ—অবৈধ হ'লে ত' তাতে কৃষ্ণেরই পূজা হয়।

প্রভুপাদ—কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্; সুতরাং তাঁ'র ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র পূজা সকলেই ক'র্‌ছে, কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁ'রা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা ক'রছেন, তাঁ'রাও কৃষ্ণেরই ছায়া-শক্তির পূজা ক'রছেন; কারণ কৃষ্ণ হ'তে কা'রো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁ'দের স্বরূপ-জ্ঞান হ'চ্ছে না—সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকশিত হ'চ্ছে না। যেদিন সম্বন্ধ-জ্ঞান হ'বে, সে দিন জান্‌তে পারবেন—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম।

পঃ—ব্রহ্মসংহিতায় কি বিচার আছে ব'ল্‌ছিলেন?

প্রভুপাদ—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাস ক'রেছেন। সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ-বহনই তাঁ'দের কার্য্য। যাঁ'রা দেবতাগণকে 'বিষ্ণুর কিঙ্কর' না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর ব'লে কল্পনা করেন, তাঁ'রা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতায় এই পাঁচটি শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণিত হ'য়েছে—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল-গ্রহাণাং রাজা সমস্ত-সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

[গ্রহ সকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তিসবিতা অর্থাৎ

সূর্য্য জগতের চক্ষু স্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

[গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপদুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃত-হেতু-সমানধর্ম্মা।

যত্তাদৃগেব হি চরিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

[একটি প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃতহেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।]

পঃ—কৃষ্ণে ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি ?

প্রভুপাদ—কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ ; উভয়েরই শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু বিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁ'র বিলাসমূর্ত্তি-নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে র'য়েছে। নারায়ণ হ'তেও চারিটি গুণ অধিকরূপে ও অত্যদ্ভুতরূপে চৌষট্টিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপ-স্বরূপ ; তাঁহা হ'তেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জলিত হ'য়েছে। মহাদীপ-শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হ'তে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি-স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপ-স্বরূপ।

পঃ—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি ?

প্রভুপাদ—সবিশেষ-বিষ্ণুপাসকই বৈষ্ণব, আর নির্গুণ বিষ্ণুপাসকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব—ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজন ক'রে বৈষ্ণব হ'তে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচ প্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা ক'রে

থাকেন, সে'টা অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের নির্দ্দেশক নয়। বিবর্ত্তবাদী 'ব্রাহ্মণ'-অভিমান ক'র্‌তে গিয়ে সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ স্থির করেন; কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হ'তে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা বৈষ্ণব হ'তে পারেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে ব্যাসের বাক্য উদ্ধার ক'রে ব'লেছেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক-সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ-কোটি-ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

পঃ—বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ; উপরের শ্লোকেই ত' শুন্‌লেন—**ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্ব নিম্ন সোপান।** 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—একলক্ষ টাকা যাঁ'র আছে, তাঁ'র সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিও 'ব্রাহ্মণ'—**বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।**

পঃ—বর্ত্তমানে ত' সেরূপ বিচার কেউ করে না, বৈষ্ণব ব'ল্‌লেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভেবে থাকে।

প্রভুপাদ—এ' সকল বিচার লোকে ভুলে গিয়েছে ব'লেই এরূ

আলোচনা ও আচার-প্রচারের অভাবে বৈষ্ণবতার সর্ব্বোচ্চাসন জগতে 'হেয়' ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে ব'লেই ভগবদিচ্ছায় গৌড়ীয় মঠের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছে যে সকল মনুষ্য, 'বৈষ্ণবের দাস্যই জীবের ধর্ম্ম'—ইহা ভুলে যা'রা ক্ষাত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজবৃত্তিতে ধাবিত হ'চ্ছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন কর্‌বার জন্য—দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন কর্‌বার জন্যই গৌড়ীয় মঠ প্রস্তুত হ'য়েছেন। গৌড়ীয় মঠ true face of (প্রকৃত বা দৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম re establish (পুনঃসংস্থাপন) ক'র্‌ছেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই —'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি ইতর-চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' ব'লে, 'সন্ন্যাসী' ব'লে, তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিক ভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে; তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এ' সব কথার বিচার আছে;—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীধরস্বামী টীকায় ব'লেছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" শমাদি গুণ দর্শন ক'রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান

ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন কর্‌বার জন্যই ভাগবত "যস্য যল্লক্ষণম্" শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যা'র 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা নাই—এ'রূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দেখা যায়, তা'হ'লে তাঁকে জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না ক'রে লক্ষণ-দ্বারা অবশ্য তাঁর 'বর্ণ' নিরূপণ ক'র্‌তে হ'বে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হ'বে।

অদ্বৈতাচার্য্য যে সময় নদীয়ায় বাস ক'র্‌তেন, সে সময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, তা'র সাক্ষ্য আমরা চৈতন্যভাগবতের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু আচার্য্যের অগ্রণী অদ্বৈতপ্রভু তাঁর পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান ক'র্‌বার মত একটিও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পেলেন না। শেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'রে পিতৃপুরুষের সম্মান ক'র্‌লেন, আর হরিদাসকে ব'ল্‌লেন,—'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন'।

পঃ—কিন্তু বর্ত্তমানকালে আপনাদের বৈষ্ণব-সমাজে এরূপ আচার নাই কেন ?

প্রভুপাদ—সবই কাল-প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহাপ্রভু যে-সকল শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজকাল তা' কিরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। আজকাল ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোক-ঠকানটাই "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" ব'লে বাজারে চ'ল্‌ছে। এ সকল সত্য কথা ব'ল্‌তে গিয়ে এককালে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর বৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্য্যাতিত হ'বার লীলা

প্রকাশ ক'রেছিলেন, তা'র আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতেই দেখ্‌তে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভিতরে কতকগুলির কিছু-কিছু আভাসমাত্র থাকে। নিত্যানন্দপ্রভু এ'সব কথা প্রচার ক'রেছিলেন ব'লে, নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত নিন্দা কর্‌বার লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রতি কথায় কথায় ঠাকুর বৃন্দাবনকে ব'ল্‌তে হ'য়েছিল,—

"তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥"

কতদূর নির্য্যাতিত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখ্‌তে গিয়ে গ্রন্থমধ্যে লিখ্‌তে হ'য়েছিল,—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য", "শ্বপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদি। এমন কি ঐ সকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প রচনা ক'রেছিল। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হ'লেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁকে ব্রাহ্মণের গুরু-বিচারে সম্মান ক'র্‌তেন; তাই যদুনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্তকুলে উদ্ভূত পুরুষগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই; অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'র্‌তে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌তে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণকালে হরিদাসকে কোলে ক'রে নৃত্য ক'রেছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। যাঁ'দের এ সব আচরণ দেখ্‌বার চোখ নাই, তা'রাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রে স্ব স্ব নরকের পথ পরিষ্কার ক'রছে।

পঃ—আপনি যে সকল কথা প্রচার ক'রছেন, এতে অনেক লোকের কুসংস্কার দূর হ'বে—বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণ হ'বে।

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর কথায় সমস্ত জগতের কল্যাণ হ'তে পারে, কারণ ইহা দোলো কথা নহে—এতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সকল জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা যা'তে হ'তে পারে—সব চেয়ে বড় স্বার্থ যা'তে লাভ হ'তে পারে, সেরূপ কথা।

পঃ—আপনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হ'লাম।

প্রভুপাদ -এ আমাদের কিছু নয়। আমাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা নাই—ইহা সব গুরুদেবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ হ'তে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুকদেব দিয়ে আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত যে সনাতন সত্যের কথা নেমে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্ত্তনকারী মাত্র।

এইরূপ নানাবিধ হরিকথা হইবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় সেবক প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হার্ম্মনিষ্ট্‌ বা সজ্জন-তোষণী পত্রিকা,' 'গৌড়ীয়' এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য-বিষয়ক কএকখানি পুস্তিকা প্রদান করিলেন। প্রভুপাদের সম্মুখেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ গ্রন্থখানি ছিল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই গ্রন্থখানি লইয়া কিছুকাল দেখিতে থাকিলেন এবং তিনি সেই গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সেই গ্রন্থখানি দেওয়া হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া কিছু প্রসাদ সেবন ও ভগবদ্দর্শন করিবার পর মোটরযানে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৬০

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক ডাঃ পি, জোহান্স্

[বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ভিত্তি—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—living source—শ্রীচৈতন্যের রচিত গ্রন্থ—রেভারেণ্ড বাট্‌লার—শব্দ ও শব্দী—নামাপরাধ—শ্রীমূর্ত্তি ও পুত্তলিকা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—'ব্রহ্মসূত্র' ও 'তত্ত্বসূত্র'—শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের ভাষ্য—শ্রীচৈতন্যভাগবত—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্ত—রস কি?—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব—আইডিয়া (idea) ও বাস্তবসত্য—কৃষ্ণের উপাসনা কি?—শ্রীচৈতন্যানুগতগণের দার্শনিক বিচার-প্রণালী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "To love God" প্রবন্ধ—খৃষ্টধর্ম্ম ও সনাতনধর্ম্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য—অচিদ্বাদ, অচিন্মাত্রবাদ, চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত—পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল শুক্রবার বেলা প্রায় তিন ঘটিকা। কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স্ কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক রোমান্‌ক্যাথলিক জেসুইট্ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মাচার্য্য ডক্টর পি,, জোহান্স্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণার্থ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন-রোড্‌স্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাচার্য্য জোহান্স্ হারমনিষ্ট্ পত্রের একজন নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক। তিনি ভারতবর্ষীয়গণের দর্শনশাস্ত্র আলোচনার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পরিপ্রশ্নমুখে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন *।

---

* ইংরাজী ভাষায় যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, উহারই যথাসাধ্য বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইল।

অধ্যাপক—আমি আপনার সম্পাদিত 'হারমণিষ্ট্' পত্র পড়িয়া থাকি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য-দর্শন প্রতীচ্যদার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও বলদেব অধ্যয়ন করিয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি বলদেব কি মূল পড়িয়াছেন ?

অধ্যাপক—না, তাঁহার ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—মূল না পড়িলে অনেক সময় অনুবাদে ঠিক বিষয়টি পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ বৈষ্ণবাধ্যাপকের নিকট এই সব গ্রন্থ না পড়িলে, আমরা আসল জিনিষটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

অধ্যাপক—আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নের বিশেষ ইচ্ছা আছে; তাঁহার দর্শন খুব উচ্চ দরের। আমি কিছু-কিছু পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। 'হারমণিষ্টের' বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, আপনারা শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ' প্রকাশ করিতেছেন; আমার সেই গ্রন্থটি লইবার একান্ত ইচ্ছা।

প্রভুপাদ—বলদেব ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বলদেব শ্রীজীবেরই অনুগত; উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধ্যাপক—শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ বড়ই দুরূহ; তাঁহার দার্শনিক-সিদ্ধান্ত বুঝা যায়—এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত কোনও গ্রন্থ হইলে ভাল হইত।

প্রভুপাদ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার গ্রন্থরাজি শ্রীজীবগোস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ-সমূহ পড়িলে

আপনি শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থগুলির আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে living source হইতে কথা শুনা চাই।

অধ্যাপক—এ'কথা ঠিক। living source ছাড়া কেবল পুস্তক পড়িয়া সব বুঝা যায় না।

প্রভুপাদ—সব বুঝা দূরের কথা, living source হইতে না শুনিলে গ্রন্থের তাৎপর্য্য উল্টা বুঝা হইয়া যায়।

এই বলিয়া প্রভুপাদ ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপক জোহান্স্‌কে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-রচিত 'Life and Precepts of Chaitanya Mahaprabhu', 'Nambhajan' প্রভৃতি কএকখানা ইংরাজী গ্রন্থ উপহার দিলেন।

অধ্যাপক—আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার এ সকল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি সময়-সময় এজন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার অনুমতি হয়।

প্রভুপাদ—হরিকথা-কীর্ত্তনই আমাদের কৃত্য। যাঁহারা এ সব বিষয়ে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা আমাদের বিশেষ বান্ধব।

অধ্যাপক—চৈতন্যদেবের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি?

প্রভুপাদ—না, তিনি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই ; তবে তিনি কতকগুলি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ৮টি শ্লোক 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত।

অধ্যাপক—হাঁ, আমি হারমণিষ্টে 'শিক্ষাষ্টক' ও তাহার ব্যাখ্যা পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—এই শিক্ষাষ্টকে অপ্রাকৃত-শব্দের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত

হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইতর-ব্যোম-জাত শব্দ নহে, উহা পরব্যোম হইতে প্রকাশিত, কাজেই তাহা আমাদিগকে পরব্যোমের সন্ধান দিতে পারে। উহা সাক্ষাৎ চিদ্‌বিলাসময় পরব্রহ্ম। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ও 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত আমি ট্রেণে রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরে যাইতেছিলাম। সেই সময় আমাদের প্রকোষ্ঠে খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড্ বাট্‌লার সাহেবও আসিয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাইবেন। আমাদের হাতে তখন শ্রীহরিনামের মালিকা ছিল। রেভারেণ্ড্ বাট্‌লার সাহেব আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কে? আমি বলিলাম—'আপনারা যেমন ধর্ম্ম-প্রচারক, আমরাও তাহাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার করি।' রেভারেণ্ড্ বাট্‌লার বলিলেন, —"শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে বৃথা ভগবানের নাম লইবার প্রথা আছে কেন? আমাদের প্রতি আদেশ আছে,—বৃথা ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না; আর চৈতন্যদেবের মতে পৌত্তলিকতারই বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় কেন?" আমি রেভারেণ্ড্ বাট্‌লারকে বলিলাম,—"এই প্রাকৃত জগতে "ভগবানের representation কেবল মাত্র দুইটি আছে; তাহা (১) অপ্রাকৃত-শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস সবিশেষরূপের অর্চ্চাবতার। আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে পৌছিতে পারি না, সে বস্তুকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন, নাসিকেন্দ্রিয়-দ্বারা ঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয়-দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন London townকে এখানে বসিয়া দেখিতে পারি না—ঘ্রাণ করিতে পারি না—আস্বাদন করিতে

পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না—এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাজই দূরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেবলমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়-দ্বারা দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। Londonএর বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা জানিতে পারি। 'টরে টক্কা' টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব পাইতে পারি। পুস্তকে লণ্ডনের যে সকল কথা পড়ি, তাহা visualised sounds মাত্র। Scriptures are but the visualised revealed transcendental sounds. (শাস্ত্রসমূহ অপ্রাকৃত শব্দের অর্চ্চা।) সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সাধুগণ যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই; সুতরাং গ্রন্থ বা লেখনীসমূহ—শব্দের অর্চ্চা। তবে ইতরব্যোম-জাত শব্দ যেমন —'London' শব্দটি 'London' হইতে পৃথক্। 'London' শব্দে ও তাহার উদ্দিষ্ট-বিষয়ে ব্যবধান আছে। 'London' শব্দটি উচ্চারণ-মাত্রেই কিছু আমাদের London প্রাপ্তি ঘটে না। কারণ, এটি মায়িক-জগতের শব্দ, এখানে মায়ার ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম মায়িক-জগতের উৎপন্ন-শব্দ নহে; উহা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত-শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই—সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিতই Communion (সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ এবং

তদ্দ্বারা সম্যগ্ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফল-লাভ-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয়কালেই অপ্রাকৃতশব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মের উচ্চারণ বা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব 'সাধন' ও 'সাধ্য' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে আরও বলিলাম,: 'in vain'—(ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ করা) কাহাকে বলে? যাহাতে ভগবানের কোন interest (প্রয়োজন বা স্বার্থ) নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক অপূর্ণ স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই 'in vain' বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্য আপনার ভৃত্য যদি আপনাকে ডাকে, আপনার সুখের জন্য আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকেন, তাহা কি 'in vain'? এরূপ না ডাকাই বরং 'in vain'! ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্‌কে নাম-সংকীর্ত্তন-সহযোগে ডাকেন — ভগবানের সুখের জন্য — ভগবানের সেবার জন্য; তাঁহাদের নিজের কোন কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাহাদের thought idolised (চিন্তা ব্যুৎপরস্ত-বং জড়ে আসক্ত) হইয়া গিয়াছে, তাহারাই শ্রীমূর্ত্তিকে 'idol' (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তা'তে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ,—বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস-ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। তবে যাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক

নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে 'জড়পিণ্ড' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনের দ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তি-দ্বারা ভগবানের সঙ্গে communication হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোত ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন-ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না, তাহারাই অর্চ্চাবতারকে 'idol' মনে করে। শ্রীনাম-দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।" রেভারেণ্ড্ বাট্‌লার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনাদের নবদ্বীপের অনেক বড় লোকের সহিত—বাংলার অনেক পণ্ডিতের সহিত—অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই এরূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) উত্তর দিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড্ বাট্‌লার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক—আমিও আপনার কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

প্রভুপাদ অধ্যাপক জোহান্স্ সাহেবকে দেব-নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "শিক্ষাদশকমূলম্" নামক গ্রন্থটি প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ শ্রীল জীব ও শ্রীবলদেবের পরিশিষ্ট-স্বরূপ। আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও শ্রীল জীবেরই পদাঙ্কানুসরণ।

অধ্যাপক—আপনাদের দর্শন-শাস্ত্রে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও শরণাগতির কথা অতি দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ শরণাগতির

কথা অন্যত্র কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি 'হারমণিতে' শরণাগতির ইংরাজী-তর্জ্জমা পড়িয়া খুব আনন্দিত হই।

প্রভুপাদ—শ্রীল রূপ গোস্বামী যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম পার্ষদ—যাঁহাতে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ষড়্‌বিধা শরণাগতির কথা লিখিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানা ভক্তির বিজ্ঞান, সুতরাং তাহাতে যেরূপ ভক্তির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আছে, তাহা অদ্বিতীয়।

প্রভুপাদ অধ্যাপক জোহান্স্ মহোদয়কে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'তত্ত্বসূত্র' গ্রন্থখানি উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন,—এই গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণব-দর্শনের যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বসূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য-ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুরূপে গ্রথিত হইয়াছে। আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য। শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয়-গ্রন্থ ভাগবত-অবলম্বনেই রচিত। গোস্বামিগণের যাবতীয় গ্রন্থও তাহাই। ভাগবতই বেদান্তসূত্রের মূল ভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্রকর্ত্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়। যদিও ভাগবতে নানাপ্রকার ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রহিয়াছে, তথাপি ইহাই একমাত্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-শাস্ত্র।

অধ্যাপক—চৈতন্যভাগবতের কথা বলিতেছেন কি?

প্রভুপাদ—চৈতন্যভাগবত ভিন্ন পুস্তক, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলিতেছি। উহা ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অসম্পূর্ণ অনুবাদ আছে মাত্র।

অধ্যাপক—শ্রীমদ্ভাগবত ফরাসী-ভাষার অনুবাদের আমি কিয়দংশ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা বলিলেন, তাহা ইংরাজী-ভাষায় অনূদিত হইতেছে এবং হার্ম্মনিষ্ট্ সাময়িক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক—হাঁ আমি দেখিয়াছি, অতি সুন্দর অনুবাদ হইতেছে। আমি তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। আমার একখানা চৈতন্যভাগবত আবশ্যক।

প্রভুপাদ—আমাদের চৈতন্যভাগবতের মূল সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে নূতন সংস্করণ বিস্তৃত-ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা প্রকাশিত হইলে আপনি পাইতে পারিবেন।

অধ্যাপক—আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের মত সংক্ষেপে বলুন।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা একটি প্রাচীন শ্লোকে সংক্ষেপে এইরূপ শুনিতে পাই :—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন,

সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই—নির্ম্মল শব্দ-প্রমাণ এবং প্রেমই—পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ-বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তত্তদ্ অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ত্রিবিধ প্রতীতি সকলেই পূর্ণ প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম বা ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি নহে। ঐ ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ড অধঃসপ্তলোক ও উর্দ্ধ-সপ্তলোক লইয়া গণিত হয়। উর্দ্ধ-সপ্তলোক-মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুবঃ ও স্বর্—এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের ভোগ-স্থান; আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোক-চতুষ্টয় অগৃহস্থ-ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। এতন্মধ্যে উপকুর্ব্বাণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য স্থান—মহর্লোক। নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরু-গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য-স্থান—জনলোক, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের প্রাপ্য স্থান—তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্য স্থান—সত্যলোক। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, অর্থাৎ যাঁহাদের ইহ-জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার দুষ্টাশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠ-লোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে—দ্বারকা, তদুপরি—মথুরা, তদুপরি—গোলোক-বৃন্দাবন। এই

সকল ধাম ভগবানেরই অন্তর-অঙ্গে যে সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। বৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশই —গোলোক। জল-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চসম্পর্ক-শূন্য হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশ-বিশেষ। বৈকুণ্ঠ-সুখ হইতে অযোধ্যা-সুখ মহৎ, অযোধ্যা-সুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর; গোলোকবাসিগণের যে সুখ, তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রস-বিশেষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকলও সমস্ত সুখের মস্তকোপরি নৃত্য করে। আর তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে; সেখানকার দুঃখ-শোক প্রভৃতি-পরমানন্দেরই পুষ্টিকারক। শ্রীচৈতন্যদেব এই বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমগ্র বিষ্ণুর অবতারের মূল অবতারী—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশরূপে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যদেব গোকুলেশ-কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্যরস বর্ত্তমান ;। তিনি স্বয়ং রসসাগর।

অধ্যাপক—'রস' কাহাকে বলে ?

প্রভুপাদ—শ্রীরূপগোস্বামী **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'** গ্রন্থে রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য-রস জড়রস নহে। জড়রস সেই

অপ্রাকৃত-রসেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। রসের সংজ্ঞা এই—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রসের দ্বিবিধ আলম্বন—আশ্রয়-আলম্বন ও বিষয়-আলম্বন। যাঁহার উদ্দেশ্যে রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনি—'বিষয়-আলম্বন' এবং যিনি ঐ রতির আধার, তিনি—'আশ্রয়-আলম্বন'। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব, কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অদ্বয়তত্ত্ব, তিনিই কৃষ্ণ; তাঁহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ। কৃষ্ণ আশ্রিতবর্গের কাহারও নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রভু, কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও কান্ত। বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময় বস্তু শান্ত রসের আশ্রয়। কৃষ্ণ তাঁহার অনুগতবর্গের প্রভু। রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার অনুগামী ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সখা। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে ভগবত্তার প্রকাশ দ্বিবিধ। নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নর-লীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে 'মাধুর্য্য' বলে। যেমন, পূতনার প্রাণ-হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ স্তন-চূষণরূপ নর-বালকচেষ্টা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। বাল্য-লীলায় কোমল-চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও উহা নর-লীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথায়ও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন; যেমন দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য প্রভৃতি। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও যশোমতী তাঁহাকে তাঁহার সামান্য পুত্র-মাত্রই বিচার করিয়াছেন। যিনি নিখিল বিশ্বের পালকগণের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাঁহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করিয়াও তাঁহাকে কান্ত জ্ঞান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। ইহাই মূল আদর্শ। এই পরম উপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের অনিত্য, হেয়, খণ্ডরস-সমূহ। শ্রীকৃষ্ণে কোনপ্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজ-গোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা এই প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাকৃত-রাজ্যে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না।

অধ্যাপক—অতীব কঠিন বিষয়। বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

প্রভুপাদ—কোন-কোন পাশ্চাত্ত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'অশ্লীল' মনে করেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যাদি করিয়া সেই অশ্লীলতাকে শ্লীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন; কিন্তু উভয় চেষ্টারই কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-চরিত্র is death blow to অক্ষজজ্ঞান (অক্ষজ জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ লগুড়াঘাত সদৃশ)। So-called morality is rather stumbling block to কৃষ্ণপাদপদ্ম। (বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধি-ভ্রংশের হেতু।) কৃষ্ণ স্বরাট্-পুরুষ, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, পরম-স্বতন্ত্র; সুতরাং তাঁহাতে 'অশ্লীলতা' বলিয়া কোনপ্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার সমস্তই 'শ্লীল' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বদ্ধ-জীবের পক্ষেই 'শ্লীল' 'অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু কৃষ্ণ All-powerful, Absolute (সর্ব্বশক্তিমান্, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়) অধোক্ষজ।

অধ্যাপক—কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন-সম্বন্ধে আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করিলেন, সেই ধারণা অতি সুন্দর।

প্রভুপাদ—ইহা কেবল 'আইডিয়া' বা ধারণা-মাত্র নহে, ইহা বাস্তব-সত্য। এই জগতের কাব্য বা সাহিত্যের কথার মত ইহা কেবল কথামাত্র নহে; যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রসূত। বৃন্দাবন সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের পীঠ। জগতের সাহিত্য ও কাব্যসমূহ—যাহার এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা আলোচনা করিতে করিতেই প্রাকৃত লোক মুগ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত হইয়া পড়েন, তাহা সেই অপ্রাকৃত, অখণ্ড, অনন্ত সাহিত্য-বৈচিত্র্যের হেয়, সান্ত ও খণ্ড বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

অধ্যাপক—কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলুন।

প্রভুপাদ—ব্রজবনিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাসনা। পূর্ব্বে শুনিয়াছেন, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্, নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়। পূর্ণশক্তিমানের একটি পূর্ণশক্তি আছে, সেই একই শক্তির তিন রূপ

কার্য্য,—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদন-দান, (২) কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান। প্রথমোক্ত শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিৎ, তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি। কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণের অবয়ব, কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীয় চিদ্‌বৈভবকে এই সন্ধিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; সম্বিৎ-শক্তি ভগবানের অনুভব-কর্ত্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি এবং অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ্‌জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; হ্লাদিনীশক্তি রসের বিবর্দ্ধন ও নব-নবায়মান রস-চমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারাই ব্রজবনিতা; ব্রজবধূগণ মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠা, কৃষ্ণাকর্ষিণী শ্রীরাধারই কায়-বিস্তার। শ্রীরাধা—কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল আশ্রয়-স্বরূপা। এই চিল্লীলা-মিথুন (Divine couple) একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক এবং আস্বাদিতরূপে দুই-দেহ। Mahaprabhu comes to establish service through subordination to Srimati Radhica.

অধ্যাপক—ইহা অতীব উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব।

প্রভুপাদ—ইহা জগতের অন্যান্য দশটা দর্শনের অন্যতম বা উহাদের তুলনায় উচ্চদর্শন নহে—ইহা অধোক্ষজ অসমোর্দ্ধ দার্শনিকতত্ত্ব। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন,—Godhead or Krishna is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to modern human senses. যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই—অধোক্ষজ। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই

তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়. নতুবা, কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। অথচ অনেকে তাঁহাকে প্রাকৃত-সাহিত্য বা দর্শনের মত মনে করিয়া ভোগ্য বুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়! তাহাদের কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। আমরা বর্ত্তমানে সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয়সরঞ্জামে ভূষিত হইয়াছি, তাহা দ্বারা কখনও চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাপিয়া লইতে পারি না—না পারিয়া অনেক সময়েই "to the infinity" বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু 'তুরীয়' (চতুর্থ), কাজেই তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই; কিন্তু অধোক্ষজ তুরীয় পূর্ণ বস্তু কখনও নির্ব্বিশেষ নহেন।

অধ্যাপক—হাঁ, হাঁ (অত্যন্ত আনন্দসহকারে), অতীব সুন্দর বিচার।

প্রভুপাদ—অধোক্ষজ অদ্বয়তত্ত্ব যতই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণসমূহকে অপসারিত করিয়া প্রকাশিত হন, ততই তিনি 'নির্ব্বিশেষ', নিরাকার' প্রভৃতি বলিয়া বিবেচিত হন, ইহাও একপ্রকার পৌত্তলিকতা। অধোক্ষজ-তত্ত্ব পরম স্বতন্ত্র, তাহা জীবের বিচার-বুদ্ধি-দ্বারা উদ্ভাবিত কোন বস্তু নহে। উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তুই পুত্তলিকা। জীব তাহার উদ্ভাবনী শক্তি-দ্বারা যে বস্তুকে 'সবিশেষ' বা 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করে, কিংবা গড়িয়া তোলে, যাঁহাকে 'সাকার' বা 'নিরাকার' বলিয়া থাকে, সে সকলই পুত্তলিকা। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সেইরূপ 'সবিশেষ' 'নির্ব্বিশেষ' 'সাকার' বা 'নিরাকার' পুত্তলিকা নহেন। আমরা অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট challenging attitude (স্পর্দ্ধার প্রবৃত্তি) লইয়া কখনও উপস্থিত হইতে পারিব না, উহার নাম তর্কপন্থা।

আমাদিগকে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। Godhead can Himself take initiative. Thousands of our exertions can never lead to Him. আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা মাপিয়া লইতে পারি—বিচার করিতে পারি—'হয়' 'নয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি—যাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহা খণ্ড বস্তু। কেহ বলেন, ভগবান্,—সাকার; কেহ বলেন, ভগবান্—নিরাকার; কেহ কেহ বলেন,—ভগবান্ প্রথমে সাকার, চরমে নিরাকার,—এইরূপ তথাকথিত সাকার ও নিরাকারবাদী সকলেই বৈকুণ্ঠবস্তুকে জাগতিক স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলেন। অধোক্ষজ ভগবান্ কখনই আমাদের কোন প্রকার আধিপত্য বা কবলের অন্তর্গত হন না। পরিদৃশ্যমান দেশ, কাল, পাত্র কখনও বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না। এই অক্ষজ জ্ঞানই আমাদের ভগবদ্ দর্শনের পক্ষে পরম অন্তরায়; এই জন্যই শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, যাঁহা হইতে অক্ষজ জ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবদ্বস্তু। চৈতন্যের প্রকৃত অনুগত ভক্তগণ কখনও কোন প্রকার ব্যক্ত বা অব্যক্ত, স্থূল বা সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না; তাঁহারা কখনও মানুষের কল্পনার ছাঁচে গড়া দর্শন-প্রবৃত্তি লইয়া বৈকুণ্ঠবস্তু দর্শনের প্রয়াস করেন না।

অধ্যাপক—চৈতন্যের অনুগতগণ কিরূপ দার্শনিক প্রণালী স্বীকার করেন?

প্রভুপাদ—দার্শনিক চিন্তা-প্রণালী জগতে অসংখ্য প্রকার হইলেও উহাদিগকে দুইটি বিশেষভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটি শ্রৌত-প্রণালী, আর একটি অভিজ্ঞতার প্রণালী। অনেকে আবার

মুখে শ্রৌত-প্রণালীর বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য্যতঃ অভিজ্ঞতার প্রণালীকেই বরণ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে শ্রৌতব্রুব অশ্রৌত-পন্থী বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যখন বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল, তখন তিনি মায়াবাদিগণকে শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥"

বাস্তব জ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতার প্রণালী হইতে লাভ করা যায় না। গোমুখী দিয়া যেরূপ হিমালয় হইতে গঙ্গা নির্গত হয়, আচার্য্যের মুখ হইতেও সেইরূপ বৈকুণ্ঠ-বিষয়ক বাস্তব-জ্ঞান-ধারা বিগলিত হইয়া থাকে। আচার্য্য, ভগবানের সংবাদবাহক ; তিনি অতীন্দ্রিয় দেশের সংবাদ আমাদের কাছে আনিয়া দেন। তাঁহার কথাগুলি জাগতিক অন্যান্য শব্দ-সমষ্টির অন্যতম মনে হইতে পারে ; কিন্তু তাহা এই জাগতিক শব্দ-সমষ্টির ন্যায় অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই চারি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমর্থিত হয় না। কেবলমাত্র গুরুমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠের সংবাদ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় দ্বারা তাহা বর্ত্তমান যোগ্যতায় সমর্থিত হইতে পারে না। যিনি কলিকাতা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনিতে হইবে, তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাযুদ্ধে আহ্বান না করিয়া বিনীত হইয়া তাঁহার কথা কর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করিবার সংপ্রবৃত্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুষ্ট-প্রবৃত্তি বলা যায় না, তাহাও শ্রবণ করিবারই পিপাসা। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুকে অন্ততঃ এক বৎসরকাল সময় দিতে হইবে।

শিষ্য কোনপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবার বাসনা করিতেছেন, তাহার পরিচয় ঐ সম্বৎসরকালের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারিবে। গুরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে—শুনিতে হইবে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে না। আমরা এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইব। এই প্রণালীর নামই—অবরোহবাদ। আর অভিজ্ঞতা-বাদীর যে প্রণালী, তাহাকে 'আরোহবাদ' বলা যায়। আরোহবাদিগণ সঞ্চিত অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধেও আহ্বান করেন। অভিজ্ঞতাবাদীর ভূমিকা সর্ব্বদা বিপদ্‌গ্রস্ত। ত্রিংশদ্ বৎসরের অভিজ্ঞতা-বাদী পঞ্চাশদ্ বৎসরের অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট পরাভূত কিম্বা গবেষণা দ্বারা নব্য আবিষ্কৃত অন্য কোন অভিজ্ঞতার নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়েন। দশ হাজার বৎসরের সভ্যতা বিশ হাজার বৎসরের সভ্যতার নিকট অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং অভিজ্ঞতার প্রণালীতে কখনও প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় না, পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হওয়া ত' দূরের কথা। চৈতন্যদেবের ভক্তগণ এইরূপ অভিজ্ঞতার প্রণালী স্বীকার করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলেই অভিজ্ঞতার প্রণালীকে কম বেশী স্বীকার ও আদর করেন বা করিতে বাধ্য হন। আমরা বাস্তব-সত্যের কথা জানিতে চাহিলে কখনও রসায়নবেত্তা বা পদার্থ-বেত্তা প্রভৃতির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হইব না; কিন্তু আচার্য্য আমাদের শ্রবণোন্মুখ কর্ণের সম্মুখে যে সকল বৈকুণ্ঠের সংবাদ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা আমরা বিনীত ভাবে গ্রহণ করিব, সহিষ্ণুতার সহিত তাহা শ্রবণ করিব। আমরা ঘোড়া, গাধার দার্শনিক তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে

প্রবর্ত্তিত করিবার বা তথাকথিত বিচারের দ্বারা সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিব না। ঐরূপ আরোহ-প্রণালী গ্রহণ করিলে কখনই অবিমিশ্র চৈতন্যের দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে না। চৈতন্য-দেব তাঁহার প্রচারকালে তথাকথিত বিভিন্ন দার্শনিকগণের সহিত বিচার করিয়া অভিজ্ঞতা-প্রণালীর ভিত্তিতে অবস্থিত যাবতীয় কুদর্শনকে নিজ সুদর্শন-দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। যদি আমরা মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত চৈতন্যানুরাগী ভক্তগণের নিকট চৈতন্যের চরিত্র বিচার-পূর্ব্বক শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রে পরিপূর্ণ মহা-চিৎ-সমন্বয় ও নিখিল সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরম লাভবান্ হইতে পারিব।

অধ্যাপক—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার শুনিবার প্রবল আগ্রহ আছে; আপনার অবসর মত আপনি আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

প্রভুপাদ—আমাদের ইহা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। আমরা আপনাদের সেবার জন্যই সর্ব্বদা উপস্থিত আছি। আপনি দর্শনের অধ্যাপক; সুতরাং আপনার সুদর্শনের কথাও শোনা আবশ্যক। জগতের দর্শনসমূহ কুদর্শন, তাহা ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়স্বরূপ। সুদর্শনের দ্বারা কুদর্শন খণ্ডিত না হইলে কেহ ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না।

অধ্যাপক—হাঁ, আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা খুবই ঠিক।

প্রভুপাদ—আমি আপনার নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি; আপনি দয়া করিয়া শ্রবণ করুন। ইহাতে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা অতি সংক্ষেপে সুন্দররূপে গ্রথিত আছে। [এই বলিয়া "প্রভুপাদ To love God" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধটি

পরবর্ত্তিকালে "হারমণিষ্ট্" পত্রিকার এপ্রিল (১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

অধ্যাপক—অতীব সুন্দর। কৃপা করিয়া এই প্রবন্ধটি "হারমণিষ্ট্" পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।

প্রভুপাদ—রেঃ রিড্‌লে ডে সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা হইয়াছিল, তিনি নীরবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিলেন,—আপনি যখন আমাদের খৃষ্টধর্ম্মের অনুরূপ কথাই বলিতেছেন, তখন কেনই বা আপনি আপনাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করেন না? তাহাতে আমি বলিলাম যে, খৃষ্টধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি সোপানের আংশিক পরিচয়; তদ্ব্যতীত we have more supplements, অধিকার বিচারে খৃষ্টধর্ম্মে যাহা কথিত হয় নাই—বৈষ্ণবধর্ম্মে এরূপ অনেক অধিক কথা আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই একমাত্র চরমধর্ম্ম বা সর্ব্ব জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মগুলি কেহ-বা উহার সোপান, কেহ-বা বিকৃতি। সোপানস্থলে কোন-কোন অধিকারীর জন্য আদরণীয়, বিকৃতি স্থলে পরিত্যাজ্য। খৃষ্ট—কৃষ্ণচন্দ্রের অংশ-কলাস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্ত্যাবেশ অবতার। কোন দেশ বা সমাজ-বিশেষের বিশেষ উপযোগিতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের ততটুকু মঙ্গল-বিধানের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু কোন মহত্তমজীবে তাঁহার কিঞ্চিৎ শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র যীশুরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি পরিপূর্ণতত্ত্ব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের চিদ্‌বিলাসের পূর্ণ মাধুর্য্য—যাহা একমাত্র অখিলরসামৃতসিন্ধু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে প্রকাশিত করিতে পারেন, সেই উন্নতোজ্জ্বলরস প্রকাশ করিবার অধিকারসম্পন্ন ছিলেন না। বিমল-বৈকুণ্ঠের প্রথম ভাগের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যধাম-বৈকুণ্ঠরাজ্যের অধিকারিগণও

কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে সার্দ্ধ-দ্বিতয়-রস বিরাজিত অর্থাৎ সেখানে শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যমাত্র বিরাজিত। "কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ"—এইরূপ বিশ্রম্ভ-সখ্য বৈকুণ্ঠেও নাই। সেখানে সঙ্কোচ, গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের কাছে দাঁড়াইতে হয়। রামানুজ বিশ্রম্ভ সখ্য, বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য বা মধুর রসের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরস, সখ্যরস ও বাৎসল্যরস কিঞ্চিৎ পরিমাণে খৃষ্টের প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয়ে স্পর্শ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৌরবসম্ভ্রমহীন বিশ্রম্ভ-প্রধান রস বা মধুর-রস একমাত্র ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান। নবদ্বীপচন্দ্র শচীনন্দন ঐ নিগূঢ়রস বিতরণ করেন। রামানুজাচার্য্য বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসকে সুষ্ঠু ভগবৎসেবার পক্ষে হানিকর মনে করিলেও আমরা বলি,—প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরব ও সম্ভ্রমাদি কণ্টক বিদূরিত না হইলে সুষ্ঠুভাবে সেবাই হইতে পারে না। কারণ, এই জগৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-ধামেরই বিকৃত হেয় প্রতিফলন। বৈকুণ্ঠে যাহা অনন্ত বিচিত্রতায় নির্দ্দোষ, স্ব-স্বরূপে নিত্য বিরাজিত, এখানে তাহাই সান্ত বিচিত্রতায় দোষযুক্ত, অনিত্য ও বিকৃতরূপে প্রতিফলিত। আমরা এই প্রতিফলিত জগতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন-সমূহ দেখিতে পাই। যদি দ্বিদল বৈকুণ্ঠে এই পঞ্চবিধ রসের বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন না থাকিবেন, তাহা হইলে ইহ জগতে উক্ত পঞ্চরসের আলম্বনগণ থাকিত না; তবে বিভেদ এই যে, সেখানে সমস্ত বস্তুই নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ, নিত্য ও স্বরূপে অবস্থিত। প্রতিফলিত জগতে তাহার বিপরীত অর্থাৎ এখানে সকল বস্তুই দোষযুক্ত, খণ্ডিত, অনিত্য ও বিকৃত

আর এখানে বিষয়ালম্বনের দৃশ্য অনেক ; কিন্তু অবিকৃতধামে বাস্তব বিষয়ালম্বন অদ্বিতীয় হইয়াও অচিন্ত্য-অপ্রাকৃত শক্তি-বলে সেবকের সেবাবৃত্তি অনুসারে অনন্ত সেব্যপ্রকাশে প্রকাশিত। এই জগতে যাহা অতীব হেয়, তাহা সেখানে পরমোপাদেয়। শ্রীচৈতন্যদেব সেই পরমোপাদেয় উন্নতোজ্জ্বলরস সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বল রসের কথা শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আরকেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা পারেন না। কারণ, ইহা কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি ; অপরের বিতরণের অধিকার নাই।

প্রভুপাদ—খৃষ্টধর্ম্ম ও সনাতন-ধর্ম্মের মধ্যে আমরা আরও একটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করি। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যধর্ম্মে একজন্মবাদ স্বীকৃত হয় ; তাঁহারা বলেন,—'এক-জন্মবাদ' স্বীকার না করিলে মানব ইহজন্মেই ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবেন না। কিন্তু আমাদের প্রাচ্যভূমিতে এক নাস্তিক চার্ব্বাক্ ব্যতীত আর সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন ; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়েও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের সদৃশ একটি 'নির্ব্বাণবাদ'-ধর্ম্ম বা 'পেসিমিস্ম্—যাহা পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কেবল একটিমাত্র মূল বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা—এই জন্মান্তরবাদ। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পেসিমিস্ম্ এবং ভারতীয় বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্ম—উভয়েই জড়নির্ব্বাণবাদ হইলেও পেসিমিস্মকে একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, আর বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে বহু জন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ বলা যাইতে পারে। শোপেনহয়ার, হার্টম্যান প্রভৃতি একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদী ; কিন্তু বৌদ্ধগণ বলেন, বহুজন্মে দয়া, বৈরাগ্যাদি-গুণ অভ্যাস করিয়া শাক্যসিংহ

প্রথমে বোধি-সত্ত্ব প্রাপ্ত ও অবশেষে 'বুধ' হইয়াছিলেন। জৈনগণ বলেন,—সদ্‌গুণ, দয়া ও বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিতে করিতে বহুজন্মে জীবের ক্রম-গতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে পূর্ণনির্ব্বাণ লাভ হয়।

যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে "গোঁজামিল" দিতে হয়। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

[জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নববসন পরিধান করেন, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর পরিত্যাগে অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।]

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

[শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্বহেতু আমি সে সমুদয় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন যখন জগতে অবতীর্ণ হই, সিদ্ধভক্ত তোমরা আমার লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্তু আমি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি।]

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

[যদিও আমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি

সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই; কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি থাকে না। জীব তাহার কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্য্যগাদি-রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর-দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ অবস্থায় আমার যে নিত্য শরীর, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল, প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর,—আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজজ্ঞান দ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়া দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে, কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়া-শক্তি—এবম্প্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত।]

অধ্যাপক—আপনারা কাহাকে বৈকুণ্ঠ বলেন?

প্রভুপাদ—যে স্থানে কোন প্রকার কুণ্ঠা বা মাপিয়া লইবার ধর্ম্ম নাই। এই বৈকুণ্ঠ—দ্বিদল, প্রথম দলে ভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যশালিরূপে বিরাজিত, আর তদূর্দ্ধভাগস্থ দ্বিতীয় দলে তিনি পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে মাধুর্য্য-প্রভাব-দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া অখিল-রসামৃতসিন্ধু পরম-মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বর্গ, বেহেস্ত্ বা Heaven প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বৈকুণ্ঠ কোনপ্রকার সীমাবদ্ধ স্থান নহে বা তাহা কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত দেবতাগণের ভোগ-ভূমিকা নহে, ইহ-জগতে পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দৈহিক-সম্বন্ধযুক্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তথায় এখানকার মতই "ধান ভাঙ্গিব" অর্থাৎ ভোগে প্রমত্ত থাকিব,—বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠের ধারণা সেরূপ নহে। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, আর সকলে নিত্যকাল তাঁহারই বিবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বর্গ, বেহেস্ত্ প্রভৃতি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক—"ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে"। আমরা সকলেই ভগবানের সেবক, ভগবান্ই একমাত্র সেব্য ; আমরা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া আমাদের চেতনের অস্তিত্ব লোপ করিব—চেতনের স্বাভাবিকী নিত্যাবৃত্তিতে বাধা প্রদান করিব অর্থাৎ আত্মঘাতী হইব, কিম্বা জড়ভোগে প্রমত্ত হইবার জন্য ইহ-জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য; বা স্বর্গাদিতে পরিবার-পরিজন-সম্মিলিত হইয়া ভোগাদির কামনা,—যাহা চেতনের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, সেইরূপ কোন অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা ভগবানের associated counterpart। বর্ত্তমানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রৌত-বাক্য শ্রবণে বিমুখ, তাঁহারা তর্কপন্থাকেই; অধিক মূল্যবান্ মনে করেন। তাঁহারা ঐ তর্কপন্থা দ্বারাই তাঁহাদের উপযুক্ত দণ্ডরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা

অবতারবাদ স্বীকার করি। ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠের সংবাদ প্রদান করেন; বৈষ্ণবগণ কর্ম্মকাণ্ডী অর্থাৎ অভ্যুদয়বাদী (elevationist) বা জ্ঞানকাণ্ডী অর্থাৎ মুক্তিবাদী (Salvationist) নহেন। বৈষ্ণবগণ অচিদ্বাদী, অচিন্মাত্রবাদী বা চিন্মাত্রবাদী নহেন, তাঁহারা—চিদ্বিলাসবাদী।

অধ্যাপক—'অচিদ্বাদ', 'অচিন্মাত্রবাদ', 'চিন্মাত্রবাদ' ও 'চিদ্বিলাসবাদ' কাহাকে বলে?

প্রভুপাদ—'অচিদ্বাদ', বা 'জড়বাদ',—স্বর্গের ইন্দ্র হইব, জগতে সুখভোগ করিব, চার্ব্বাকের ন্যায় ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিব, পরে আর ঋণ শোধ করিবার আবশ্যকতা নাই; ইহজগতে থাকিবার সুযোগ-সুবিধা করিয়া লইব, অধিকমাত্রায় ভোগী হইবার জন্য স্বাস্থ্য-সম্পত্তি অর্জ্জন ও সংরক্ষণ করিব, মৎস্য-মাংস ভোজন করিয়া কুক্কুর-দন্তের সদ্ব্যবহার করিব, যুবা-ধর্ম্মে প্রমত্ত হইব ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই 'অচিদ্বাদ' বা 'জড়বাদে'র ক্ষণভঙ্গুরতা এবং চেতনতা বা অস্তিত্বের জন্যই নানাবিধ ক্লেশের অবশ্যম্ভাবিত্ব দর্শন করিয়া চেতনতার চির-বিলুপ্তি-সাধনের চেষ্টার নাম 'অচিন্মাত্রবাদ'। জগতে যখন অস্তিত্বই ক্লেশের নিদান, তখন অস্তিত্ব বা চেতনতার চির-বিলুপ্তিই শ্লাঘ্য। শাক্যসিংহ ও কপিলাদি এই মতের প্রবর্ত্তক, আর ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অণুচেতনত্ব বা জীবত্বকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা 'চিন্মাত্রবাদ' নামে প্রচারিত। শঙ্করাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তিকালে দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই মতবাদের প্রচারক। আর পরিপূর্ণ চেতনের বিভিন্ন অণুচেতনাংশ বিভু-চেতনে নিত্যকাল আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের চেতনবৃত্তির বিচিত্রতা-দ্বারা পূর্ণ-চেতনকে যেভাবে আকৃষ্টি বা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাই চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য।

এস্থানে আত্মা পূর্ণভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, ইহাতে অচিদ্‌বাদের ন্যায় আত্মার আবৃতাবস্থা, অচিন্মাত্র-বাদের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার লোপচেষ্টা, চিন্মাত্র-বাদের ন্যায় আত্মহত্যা প্রভৃতি পাপ ও অপরাধ নাই। এখানে পরমাত্মা ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ—পূর্ণ সৌন্দর্য্য—পূর্ণ মিলন।

অধ্যাপক—আপনি অতীব উচ্চ-দার্শনিক-তত্ত্বসমূহ বলিলেন, আমাকে এ সকল বিষয় ধারণা করিতে অনেক সময় লইতে হইবে।

প্রভুপাদ—শুধু সময় লইতে হইবে না, এ সকল কথা খাঁটি লোকের মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে Mr. Chapman (কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান্) গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন, তিনি দুই তিন ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত দার্শনিকসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, এই দার্শনিকতত্ত্ব এতদূর দুরূহ যে, তাঁহার মত বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রবীণ লোকও তাহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাজেই একান্ত সেবোন্মুখ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ না করিলে এ সকল কথা ধারণা করা অসম্ভব; কারণ, ইহা সাধারণ প্রচলিত কথার অন্যতম নহে। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব "তৃণাদপি সুনীচ" ও "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া ভগবৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কিছু কথা পাশ্চাত্যদেশে প্রচারে ইচ্ছুক হইয়াছি, জানিনা, সেখানে ইহা কতদূর সমাদৃত হইবে।

অধ্যাপক—আপনাদের কথা চিন্তাশীল পাশ্চাত্য-জগতের ভাললোক সকলেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন, আশা করি। আমি আপনার নিকট চৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

প্রভুপাদ—আপনি কখনও রোমে গিয়াছেন কি ? আমরা সে স্থানেও একবার যাইব।

অধ্যাপক—না, আমি স্বয়ং কখনও রোমে যাই নাই, তবে সেটি আমাদের গুরুস্থান ; আপনারা সেখানে গেলে নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে অভ্যর্থিত হইবেন, আমার পরিচিত লোক সেখানে আছেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করিয়া আমাদের রোমেন ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অধিক মিশেন নাই মনে হয়।

প্রভুপাদ—রবিবাবুর সহিত আমার সেদিন আলাপ হইয়াছিল ; আমি রবিবাবুকে বলিলাম,—'শ্রীচৈতন্যদেব এমন দর্শন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন, যাহার কিয়দংশ পাশ্চাত্ত্যদেশে বিতরণ করিলে তাঁহাদের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সকল কথা পরম আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে থাকিবেন। এত বড় অবিমিশ্র কথা এখনও পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারিত হয় নাই।' রবিবাবু প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, 'বৌদ্ধ-প্রাকৃতসহজিয়াগণের সাহিত্য—যাহা বর্ত্তমানকালে অনেক স্থানে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির নাম দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-নামে প্রচারিত, সেই সকল বিকৃত ভাবকেলির কথাগুলিই বুঝি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চূড়ান্ত কথা।' আমি বলিলাম যে, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমময় উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্বের কথা সেখানে প্রচার করিব।

অধ্যাপক—আপনারা বিলাতে এই সকল আস্তিক্যপূর্ণ উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্ব প্রচার করুন।

প্রভুপাদ—ভগবদিচ্ছা হইলে ইহা অবশ্যই সাধিত হইবে। চৈতন্যদেব ও তাঁহার চেতন ভক্ত-সম্প্রদায় সমগ্র জগৎকে চেতন করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মুখে জড়ভোগরূপ কোন অচৈতন্যের

ক্রিয়া নাই। তাঁহার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সকল অচৈতন্যের ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন সম্পর্ক নাই। সমগ্র বিশ্ব তাঁহাদের চেতন-বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যদেবের আরাধনা করুন, তাহাতেই তাঁহাদের পরম মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের কথা-শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়া বিদায় লইবার সময় পথে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বহু হিন্দু, সাধু, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই ন্যূনাধিক অন্যাভিলাষ প্রশ্রয় দেন, আর তাঁহাদের সাধুত্ব ও পাণ্ডিত্য অনেকটা ধার করা—পুঁথিগত বিদ্যা বা লোককে দেখাইবার জন্য, কিন্তু আজ তিনি একজন সত্য সত্য Practical Pandit ও সাধুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার কথাগুলি সম্পূর্ণ অন্তরের কথা, আর তিনি তাঁহার কথাগুলিকে নিজে এতদূর বিশ্বাস করেন যে, সম্পূর্ণ আত্মদর্শনব্যতীত ঐরূপ আত্ম-প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। তাঁহার উপলব্ধ সত্যে অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাতে অতুলনীয় দেখিতে পাইলাম। ইহা কেবল ঐশ্বরিক-শক্তি-সম্পন্ন-মহাপুরুষেই সম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ ও মিঃ এন্ বরদলৈ

[ধর্ম্মপ্রচার ও দেশের ঐহিক দুরবস্থা মোচন—'ধর্ম্ম'-শব্দের সাধারণ ধারণা—ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা—বিষ্ণুর সেবা ও জগতের সেবা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও শঙ্করদেবের মত।]

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২২শে আশ্বিন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর সোমবার। শ্রীল প্রভুপাদ আসামের গৌহাটী নগরীতে স্থানীয় সজ্জন-মণ্ডলিকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া স্বনামধন্য জন-নেতা মিঃ এন, বরদলৈ (Vakil High Court) মহাশয়ের 'শান্তি-ভবনে' আগমন করিয়াছেন। মিঃ বরদলৈ শ্রীল প্রভুপাদকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত তথায় উপস্থিত।

বরদলৈ—বর্ত্তমানে ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা দেশের দুরবস্থা মোচন করা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

প্রভুপাদ—'ধর্ম্ম' বলিতে আপনি কি বুঝেন?

বরদলৈ—ধ্যান-ধারণা করিয়া ভগবানে লীন হইয়া যাইবার চেষ্টা।

প্রভুপাদ—আপনি যাহাকে 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্মের প্রচার না হওয়াই পরম মঙ্গল। (অপর ভাষায় তাহা জীবহিংসা।) নির্ব্বিশেষ ধারণা হইতেই জগতের কর্ম্মী ভোগী ও ফল্গুত্যাগী সম্প্রদায়-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে পরম ধর্ম্মের কথা প্রচার

করিয়াছেন, তাহা হইতেই জগতের সকলের সর্ব্বতোভাবে উপকার ও পরম মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব দেশের-দশের উপকারের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার 'দেশ' ও 'দশ' তথাকথিত সমাজ-কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, পরস্পর বিবদমান, মৎসরতাপূর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল বা আকাশকুসুম সদৃশ কাল্পনিক মাত্র নহে; তাঁহার কথিত উপকার 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 'অপর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি তাহাদের ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধিতে পরোপকারের—দেশের ও দশের উন্নতির যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, করিতেছে ও ভাবিকালে অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, উহা কেবল প্রস্তাবিত অনিত্য উপকারের প্রয়াস মাত্র। মহাপ্রভু বাস্তব পরোপকারের প্রণালী বলিয়াছেন,—

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের পরোপকারের প্রণালীই শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাই 'শিবদ' ও তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী। জগতের মনীষিগণের দ্বারা যে সকল পরোপকারের প্রণালী কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষণিক তোষণ বা প্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিবদ বা শ্রেয়োদানকারী নহে; আর তাহাতে তাপত্রয়ের উন্মূলনও হয় না। তাপ কোন কারণের কার্য্যবিশেষ; কারণ নাশ না হইলে কার্য্য নাশ হইতে পারে না। বটবৃক্ষের মূল উন্মুলিত না হইলে সহস্র-সহস্রবার যতই উহার শাখা-পল্লব কাটিয়া দিউন না কেন, উহা আবার

গজাইয়া উঠিবে। মানুষের কল্পিত যে সহস্র-সহস্র পরোপকারের প্রণালী, তাহা হস্তদ্বারা মহাসমুদ্রের জল-সেচনের চেষ্টার ন্যায়। সহস্র-সহস্র লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া ঐরূপ সমুদ্র-সেচন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও মহা-সমুদ্র কখনই শুষ্ক হইবে না, তবে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে যে, ঐরূপ সেচন-ক্রিয়া-দ্বারা এক স্থানে বহু পরিমাণে জল সঞ্চিত হইয়াছে। জগতে ত্রিতাপ সমুদ্র মানুষের কল্পিত উপায়রূপ অঞ্জলি-দ্বারা কখনই শুষ্ক হইতে পারে না, লোককে 'ভোগা দেওয়া' এবং নিজেও 'ভোগায়' পড়িয়া যাওয়া মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত প্রণালী ব্যতীত কখনই ত্রিতাপের উন্মূলন হয় না। এই ত্রিতাপের অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে; আমরা কোনকালে এইরূপ কল্পিত উপায়ের দ্বারা অনন্ত তাপের একটিকেও সমূলে নষ্ট করিতে পারি না। ভগবদ্বিস্মৃতিরূপা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা অবিদ্যাই আমাদের যাবতীয় ত্রিতাপরূপ কার্য্যের কারণ। সেই কারণের নাশ না হইলে তাপ-বৈচিত্র্যরূপ কার্য্যের নাশ হইবে না। ভগবৎসেবার প্রচার ব্যতীত কখনও দেশের দুঃখ মোচন হইতে পারে না। ভগবৎসেবা-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে সমস্ত দেশ, সমস্ত পাত্রের সার্ব্বকালিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্ পূর্ণ-বিলাসময় বস্তু; তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকার বা জড়ীয় আকার-বিশিষ্ট জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীন কোন ভোগ্য ব্যাপার নহেন। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা 'তুরীয়' নহে; সে সমস্তই তৃতীয় মানের বস্তু। আবার তৃতীয় মানের বস্তুর অতিরিক্ত কোন বস্তু আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়া নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষের কল্পনা বা অনুমান দ্বারা পরমব্রহ্মকে জড়ীয় অবকাশের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টাও অধোক্ষজ বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের অধীন ক্ষুদ্রবস্তুরূপে মাপিবার চেষ্টা। যাঁহাকে

মাপা যায় তাহা মায়া—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—"মা যা মায়া" অর্থাৎ যাহা স্বরূপশক্তি নহে, তাহা মায়া। স্বরূপশক্তি—ভগবানের অন্তরঙ্গের বিক্রম বিশেষ। ভগবানের বহিরঙ্গের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া যে কিছু ধারণা, তাহা যতই বিরাট্, ভূমা, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ বলিয়া কল্পিত হউক না কেন, সকলই মায়িক পুতুলসেবা বা ব্যুৎপরস্ত।

বরদলৈ—'ভগবান্' বলিয়া যে কোন বস্তু আছে, তারই যখন কোন নিশ্চয়তা নাই, তখন ভগবৎসেবা-প্রচারে কি মঙ্গল হইতে পারে?

প্রভুপাদ—যাঁহারা জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর বা তাঁহাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরে লুক্কায়িতভাবে অথবা স্পষ্টভাবে ঐরূপ চিন্তার back ground আছে। কর্ম্মবীরত্ব ও জ্ঞানবীরত্ব জগৎ ভোগ ও ত্যাগ করিবার চেষ্টা হইতে জাত। কর্ম্মবীরগণ পূর্ণ চিদ্বিলাসময় স্বরাট্ ভগবানের অনুকরণে তাঁহার এক একটি ক্ষুদ্র দ্বিতীয় সংস্করণ হইবার চেষ্টা করেন, কাজেই তাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হন। হিরণ্য অর্থাৎ কনক এবং কশিপু অর্থাৎ উত্তম শয্যা বা কামিনী তাঁহাদের কাম্যবস্তু হইয়া পড়ায় তাঁহারা সমস্ত সত্তার মূল আকর সত্ত্বনিধি বিষ্ণুকে অস্বীকার, কখনও বা জ্ঞানবীর অভিমানে নিখিল আকরের মূল আকরস্বরূপ বিষ্ণুকে হস্তপদাদিরহিত ভোগ্য বস্তু মনে করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। সচ্চিদানন্দ, স্বরাট্, অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব যখন অধোক্ষজ বিষ্ণুর কথা প্রচার করেন, তখন সেই সকল কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর হিরণ্যকশিপুর আদর্শে প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষ্ণুকে মাপিয়া লইতে চাহেন এবং বলেন,—"হে বিষ্ণুধর্ম্ম-প্রচারক! তুমি আমার অধীন, আমা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে হীন, তোমার অভিজ্ঞানের সম্বল মোটেই নাই; অতএব তোমাকে আমরা

সর্ব্বপ্রকারে নির্য্যাতন করিব ; তোমার নৈসর্গিকী রতির (intuition) মূল অস্বীকার করিয়া অভিজ্ঞানবাদী গুরুগণের দ্বারা তোমাদিগকে শাসন করাইব। তুমি ষণ্ড ও অমর্কের শাসন ছাড়িয়া কেন আত্মার নৈসর্গিকী রতির দ্বারা চালিত হইবে? তুমি যদি আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য—আমার স্পর্শানুভবের অধীন বস্তু—আমার রাজদরবারের স্তম্ভের মধ্যে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ না করাইতে পার, তাহা হইলে 'বিষ্ণু' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই আমি স্বীকার করিব না।" মানব এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে নিখিল সত্তার মূল আকর বিষ্ণু নিজ সেবকের প্রকৃষ্ট আনন্দ বিবর্দ্ধন করিবার জন্য তাঁহার নিকট পরম প্রেমময়-বিগ্রহ এবং বিষ্ণু-বিরোধীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানকে উৎপাটিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভীষণাদপি ভীষণ উগ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। মূল আকর-সত্তা বিষ্ণুর অস্তিত্ব ও তাঁহার অবিচিন্ত্য-নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা-অস্বীকারকারী কর্ম্ম ও জ্ঞানবীর জগতের অসুবিধা ও বিপদ্-আপদ নিরাকরণার্থ উগ্র তপস্যায় রত হন। কর্ম্মবীর শৌক্রপন্থায় আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করায় ব্রহ্মাকে বরদাতৃ-জ্ঞানে তপস্যা-দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে ভোগ দোহন করেন। কর্ম্মবীরগণের আদর্শ-মূলপুরুষ-সূত্রে হিরণ্যকশিপু এই জগৎ ভোগ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বরাজ, ব্রহ্মাধিপত্য প্রভৃতি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান ও মনীষায় মৃত্যুর যত কিছু হেতু ভাবিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমস্ত নিরাকরণার্থ ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো।
নান্তর্ব্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ।
ন ভূমৌ-নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি॥

ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যঞ্চ দেহিনাম্॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ॥

(ভাঃ ৭।৩।৩৫—৩৮)

আপনার সৃষ্ট প্রাণিগণের নিকট হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, রুদ্রব্রহ্মাদি অন্য সৃষ্টবস্তু হইতে এবং অস্ত্র-দ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা মৃগাদি পশু-দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি দ্বারা আমার যেন মৃত্যু না হয়। আপনি যে প্রকার প্রতিপক্ষহীন এবং সকল দেহীর ও সকল লোকপালের একমাত্র অধিপতি ও মহিমসম্পন্ন, আমাকেও সেইরূপ করুন্। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও আমাকে দিতে হইবে।

কিন্তু বিষ্ণু তাঁহার অবিচিন্ত্য-শক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বাধিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রেচ্ছা প্রচার করিবার জন্য কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরের আদর্শ-স্থত্রে হিরণ্যকশিপু যাহা ভাবিতে পারেন নাই, সেইরূপ অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, সবিশেষ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিলেন, ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রাণিগণ হইতেই প্রাণীর মৃত্যু সম্ভব, পৃথিবীর কোন না কোন অবকাশ, স্থান, কাল প্রভৃতিতেই মৃত্যু সম্ভব। কিন্তু বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর ন্যায় আদর্শ কর্ম্মবীর ও রাজনৈতিকের যাবতীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মনীষার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—তৃতীয় মানের যাবতীয় বিচার পরাভূত করিয়া—জীব-কল্পিত যাবতীয় সম্ভব অসম্ভবকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ

করিয়া নাস্তিকগণের চিত্তবৃত্তি উৎপাটিত ও উন্মূলিত করিলেন। নৃসিংহদেব জানাইলেন, নরত্ব বা পশুত্ব বিষ্ণুত্ব নহে; বিষ্ণুত্ব এক অচিন্ত্য ব্যাপার, তাহা ব্রহ্মা হইতে তৎসৃষ্ট জীব পর্য্যন্ত কেহই আধ্যক্ষিক জ্ঞানে পরিমাণ করিতে পারেন না; তিনি অধোক্ষজ তত্ত্ব। যাহা হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানসমূহ সম্পূর্ণরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে; তাহাই অধোক্ষজ তত্ত্ব। স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া জানাইলেন,—বিষ্ণু পূর্ণবস্তু, তিনি পরমাণুর ভিতরে তাঁহার অপ্রাকৃত ও অপরিমেয় রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-পরিকরবৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়া বিরাজিত থাকিতে পারেন—যাহা আধ্যক্ষিক মানব-জ্ঞানে ধারণা করাও অসম্ভব। আবার তিনি প্রত্যেক পরমাণুর বাহিরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে পারেন। আধ্যক্ষিক চিত্তবৃত্তি নৃসিংহ-নখ-বিদারণে উৎপাটিত না হইলে সত্ত্বনিধি বিষ্ণুকেও ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব-বিশেষ বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীবিশেষ জ্ঞান হয়।

বরদলৈ—বিষ্ণুর সেবা করিলে আমাদের কিপ্রকারেই বা জগতের সেবা হইবে ?

প্রভুপাদ—বিষ্ণু—ব্যাপক বস্তু; তিনি—পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহার সেবায়ই তদভ্যন্তরস্থ নিখিল বস্তু বা সমগ্রের সেবা হইবে। কোন বিশেষ অশ্বের সেবক সকল অশ্বের সেবক নহে বা অপর প্রাণীর সেবক নহে; কোন বিশেষ দেশের সেবক সকল দেশের সেবক নহে, কোন বিশেষ কালের সেবক সকল কালের সেবক নহে। যদি কেহ ছাগল বা মৎস্য হনন করিয়া জিহ্বার সেবা করে, তাহা হইলে একতরফা সেবা বা প্রীতি হয়—ছাগলের বা মৎস্যের তাহাতে প্রীতি হয় না, কোন মনুষ্য বা দেশবিশেষের সেবা করিতে হইলে অপর মনুষ্য বা দেশ পীড়িত

হয় ; কিন্তু বিষ্ণুর সেবায় সমগ্র বস্তুর সেবা হইয়া থাকে, তাহাতে সকলের প্রীতি হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া—অমন্দোদয়া দয়া—সার্ব্ব-জনীন দয়া—তাহা সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বপাত্রের পক্ষে পরম মঙ্গল-দায়ক।

বরদলৈ—আমাদের শঙ্করদেবের দাস্যরস, আপনাদের ত' সখীভাব।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেব সহস্র মতবাদ-প্রচারকগণের অন্যতম নহেন, তিনি মনোধর্ম্মিগণের স্ব-কপোল-কল্পিত মতের প্রচারক ছিলেন না। জগতের যাবতীয় প্রচারক তাঁহার কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই ; কেহ বা স্ব-কপোল-কল্পনার পথে প্রধাবিত হইয়া তাঁহার কথারই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব-সত্যবিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রাকৃত সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কালে-কালে যে সকল ব্যক্তির নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কাল-প্রভাবে নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মার কথিত বাস্তবসত্য শ্রুতিপরম্পরায় পরবর্ত্তী সাত্বত-সমাজে প্রকাশিত হইলেও গুণত্রয়ের আক্রমণে ঐ শ্রৌতবাণী নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণু, বিষ্ণু-সেবক ও বিষ্ণু-সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের নৈমিত্তিক অনিত্য দাস্যের অভিনয় 'দাস্য' বলা যাইতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ অবৈদিক পন্থা ; বৈদিকী পন্থায়—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" বিষ্ণুর পদ—পরম পদ, তাঁহারই নিত্যত্ব এবং স্বতঃপ্রকাশত্ব ; বিষ্ণুর সেবকগণ দিব্যসূরি—তাঁহারা বহু। তাঁহাদের বিষ্ণু-সেবাবৃত্তি সনাতনী অর্থাৎ তাহা নিত্যা। শুদ্ধ দাস্যরসই সমস্ত সম্ভ্রম ও সঙ্কোচশূন্য হইয়া দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের স্নেহাধিক্য

ও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা প্রীতির সহিত সেব্যসুখতাৎপর্য্যময়তা-পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলে কান্ত বা মধুররসরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত আমরা একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখিতে পা ;—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তই আমাদের পরম আদরের, অন্য মতে আদর নাই।

বরদলৈ—আপনারা রাধার সহিত কৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করেন, কিন্তু শঙ্করদেবের মতে কেবল কৃষ্ণের উপাসনাই স্বীকৃত।

প্রভুপাদ—রাধাহীন কৃষ্ণের উপাসনা, 'উপাসনা' পদবাচ্য নহে ; তাহা দাম্ভিকতা বা নিঃশক্তিক ডাঙ্গের বিচারপুষ্ট অবৈদিক মতবাদ বিশেষ। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণের মূল আকরস্বরূপই শ্রীরাধিকা। আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়ের সেবাই বৈষ্ণব-মত। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যহীন অন্যান্য মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য বিদ্ধমতবাদ মাত্র। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি আরাধনা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'রাধিকা'—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" (ভাঃ ১০।৩০।২৮)।

যিনি কৃষ্ণের কামনার পরিপূর্ত্তি করিতে পারেন, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতি বা সেবা হয় না। জড় ভোগ ছাড়িয়া খুব উন্নত স্তরে না উঠিলে এ সকল কথা বুঝা যায় না।

বরদলৈ—আপনারা তাহা হইলে উপাসনার মধ্যপথে সবিশেষত্ব (Personality) স্বীকার করেন।

প্রভুপাদ—আমরা এতাবৎকাল আলোচনা করিলাম যে, সবিশেষত্ব নিত্য, বিচিত্রতা নিত্য; সেই বিচিত্রতার হেয়, অসম্পূর্ণ, খণ্ড, বিকৃত প্রতিফলনই জগতের বিচিত্রতা। যাঁহারা কেবল মধ্যপথে বিচিত্রতা কল্পনা করেন এবং যাঁহারা এই জগতের বৈচিত্র্যকে মিথ্যা কল্পনা করেন, তাঁহারা উভয়েই মায়াবাদী ও অবৈদিক। ভগবান্ নিত্য চিদ্‌বিলাসময়, তাঁহার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য আছে; তিনি পঞ্চ রসের আশ্রয়গণের একমাত্র বিষয়।

বরদলৈ—শঙ্করদেব একমাত্র কৃষ্ণোপাসনা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা, এমন কি তাঁহাদিগের দর্শন, বন্দন, তাঁহাদের প্রসাদগ্রহণ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। মহাপুরুষীয়াগণ কৃষ্ণোপাসনা ছাড়া অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন না, কিন্তু দামোদরীয়াগণ দেবতাগণকে ভগবানেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি মনে করিয়া উপাসনা করেন।

প্রভুপাদ—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" মতানুযায়ী ব্রহ্মের অনিত্য সাকাররূপ যথা—সূর্য্য, গণপতি, শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা পঞ্চোপাসনা নামে খ্যাত। মোক্ষমূলারের ভাষায় দেবোপাসনামূলে তাহাই ন্যূনাধিক Henotheism, ইহা মায়াবাদ। ঐরূপ উপাসনা পৌত্তলিকতা বা বুৎপরস্ত। যে রূপের নিত্যত্বই নাই, যাহার কল্পনা-দ্বারা সৃষ্টি, কল্পনা-দ্বারা স্থিতি এবং কল্পনা-বলে ধ্বংসপ্রাপ্তি

ঘটে, সেইরূপ জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গরূপ প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মের কবলে কবলিত, প্রকৃতির অধীন, জীবের ভোগ্যবস্তু কখনই পরম স্বতন্ত্র, পরম শক্তিশালী তুরীয় বস্তু নহেন, তাহা পুতুল মাত্র। আধ্যক্ষিকগণ বিষ্ণুকে ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে যে তাঁহার নানা রূপ ও নাম কল্পনা করেন, অথবা চিৎ ও জড়ে সমন্বয় প্রয়াস করেন, তাহা কখনই ভগবানের সেবা নহে। আমরা শঙ্করদেবের ঐকান্তিক বিষ্ণূপাসনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, তবে ঐরূপ বিষ্ণূপাসনার নিত্যত্ব, বিষ্ণূপাসকের নিত্যত্ব ও বিষ্ণুর নিত্যত্ব স্বীকৃত না হইলে তাহা বিষ্ণুসেবা বলা যাইবে না—মায়াবাদেরই রূপান্তর হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা হইবার পর শ্রীযুক্ত বরদলৈ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে (ট্রেণ হইতে নামিয়াই অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া) একটুকু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—হরিকথা-কীর্ত্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ বিগত হয়, কীর্ত্তন ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য অপর চেষ্টা ভগবদ্-বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগ সকলেই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যদেবও আদেশ করিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। কায়মনোবাক্য-দ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্ত্তনই জীবিতাবস্থায় মুক্তের লক্ষণ।

রাত্রে বরদলৈ মহাশয়ের সঙ্গে আরও অনেক হরিকথা হইল। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ বরদলৈ মহাশয়ের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন আত্ম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ ও কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ

[শ্রীচৈতন্যানুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 'মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' নামে অভিহিত কেন?—মহাপ্রভু মধ্বমতের নিন্দা করিলেন কেন?—পঞ্চমপুরুষার্থের কথাই কি শ্রীচৈতন্যের মতের বিশেষত্ব?—কেনেডি সাহেবের মতবাদ—লৌকিক গোস্বামিগণের মতের সহিত স্মার্তমতের মিল দেখা যায় কেন?—আচার্য্য-সন্তান—দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—কলিতে কোন্ সন্ন্যাস নিষেধ?—মহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কি?—বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র—দেবতান্তরের স্বতন্ত্রপূজায় ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুতি—শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ' প্রভৃতি বাক্যের সমাধান কি?—শব্দের নিত্যত্ব আছে কি?—দেবতান্তরের নাম কি 'বৈকুণ্ঠ শব্দ' নহে?—'যত মত তত পথ'—বৈষ্ণবধর্ম্ম পৌরাণিক, তাহা বৈদিক নহে,—ইহা কি ঠিক?—গৌরনাগরীবাদ-সংস্কার ও পুনঃসংস্থাপন কার্য্য—ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস—'শান্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে' বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম।]

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সনের ৩১শে আশ্বিন, খৃষ্টাব্দ ১৯২৮ ১৭ই অক্টোবর বুধবার। শ্রীল প্রভুপাদ শিলংএ অবস্থানকালে দিনাজপুরের ভূম্যধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের 'এজ্‌হিল'স্থ ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল; শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে কুমার বাহাদুরের ভবনে আগমন করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিয়া কতিপয় পরিপ্রশ্ন করিলেন।

কুমার—মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে 'মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়' বলা হয় কেন? মধ্বাচার্য্য কি শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন?

প্রভুপাদ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম-ব্যাস-মাধ্ব-আম্নায়ের আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা "মাধ্ব-গৌড়ীয়" বা "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়" নামে অভিহিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও আচার্য্যের লীলাভিনয়কালে শ্রৌত-পথ বা আম্নায়গত প্রণালী অনুসরণ করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আনুগত্য-লীলা প্রদর্শন করাইয়া **শ্রৌতপারম্পর্য্যের বা আম্নায়-স্বীকারের সনাতনী রীতি সংস্থাপন করিয়াছেন।** সাত্বতশাস্ত্রে কলিতে চারিটি সংসম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ গৌরসুন্দর সেই সংসম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতে শাস্ত্রমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও আচার্য্যের আচরণ—পরস্পর প্রতিকূল নহে। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদপ্রমুখ গুরুবর্গ—ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয় তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া গৌড়ীয়গণকে ব্রহ্ম-মধ্বাশ্রিতরূপে পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

সুখময়ধামস্বরূপ শ্রীলআনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "সংসারসাগরোত্তরণের নৌকা-স্বরূপ" বলিয়া থাকেন।

কুমার—তাহা হইলে উড়ুপীতে মহাপ্রভু মধ্ব-মতের নিন্দা করিলেন কেন?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মতের নিন্দা করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ "মাধ্ব" হইলেও "তত্ত্ববাদী" মাত্র নহেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণকে শাঙ্কর-মায়াবাদিগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যেই "তত্ত্ববাদী" বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ নিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়াও তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য 'প্রেমভক্তি' প্রচার করেন। এই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকেই গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার কবিকর্ণপুর এবং শ্রীচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী "প্রেমামরতরুর মধ্যমূল" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যমূলকে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিলে শ্রৌতপথ-বিরোধী পাষণ্ডোচিত চেষ্টাই হয়। মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্যকে কখনই উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের কর্ম্মাগ্রহকেই নিন্দা করিয়াছেন।

কুমার—পঞ্চমপুরুষার্থের কথাই কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষত্ব ?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুই পঞ্চমপুরুষার্থের কথা পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার পর যে-সকল চরম ভগবৎপ্রীতির কথা আছে, তাহা বলেন নাই। মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ নাস্তিক্যবাদ নিরাস করিয়া আস্তিক্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু আচার্য্যগণের সে-সকল কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পরিপূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। খৃষ্টের উপদেশে অনেক ভাল কথা আছে, কিন্তু তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। **নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপনমাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু সহজ ভগবৎপ্রীতির চরম**

কথা মহাপ্রভু জানাইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেনেডি সাহেব নিরপেক্ষ-বিচারের অভাবে ও প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার সুযোগলাভের অভাবেই ভ্রমপথে চালিত হইয়াছেন।

কুমার—কেনেডি সাহেব যদি আপনার নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রমপথে ধাবিত হইতেন না।

প্রভুপাদ—শ্রীযুক্ত কেনেডি তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গ করিলে নির্ম্মল-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোনপ্রকার flaw (খুঁৎ) পাইবেন না,—এই বিচার করিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। তথা-কথিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ' বলিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাদের defects (দোষগুলি) expose (জাহির) করাই তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাহা বিচার্য্য বিষয়। যেমন * * তর্করত্ন মহাশয় স্মার্ত্তের মতবাদগুলি মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ কল্পনা করিতে বসিয়াছেন এবং অন্তরালে থাকিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের দোষ প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন!

কুমার—* * গোস্বামীদেরও এইরূপ স্মার্ত্তমতের সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তানগণও Foreign Campএ প্রবিষ্ট হইয়া ন্যূনাধিক স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারাও তর্করত্নীয় মতবাদের দ্বারা ন্যূনাধিক গ্রস্ত।

কুমার—আজ্ঞে হাঁ। তাঁহাদিগকে 'আচার্য' না বলিয়া 'আচার্য্যব্রুব'

বলিতে হইবে। তাঁহারাও স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকগণের ন্যায় নানা দেব-দেবীর পূজা করিতেছেন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমি আমার কৌলিক আচার্য্যদেবকে বলিয়াছিলাম,—'আপনারা স্মার্ত্তের ন্যায় একাদশীতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করেন কেন?' তিনি বলিলেন—'সমাজে থাকিতে হয়, কাজেই সেই সকল না করিয়া উপায় নাই। আমি দেখিয়াছি, শান্তিপুরের গোস্বামিগণের বিধবা মা-ঠাকুরুণগণ (গোস্বামি-মতে) একাদশীর উপবাসের পূর্ব্বদিন (অর্থাৎ স্মার্ত্তমতে) একাদশী-ব্রত পালন করেন, আর তার পরদিন গোঁসাইজীরা একাদশী করেন। আমার সহিত এই জন্য তাঁহাদের তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। এজন্যই বোধ হয়, তাঁহারা আপনাদিগের সহিত আমাদিগকে মিশিতে দেন না। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি—'আপনাদের মত—Pope (পোপ)এর মত। কেন আপনারা সত্যানুসন্ধানের জন্য সাধুর সঙ্গ করিতে দিবেন না? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের ভিতরে গলদ্ আছে। পাছে সেই সকল উদঘাটিত হইয়া পড়ে, এই জন্যই আপনারা সৎসঙ্গ করিতে বাধা দেন।' (প্রভুপাদের প্রতি)—কলিকাতার মত স্থানে বসিয়া আপনারা প্রকাশ্যভাবে যে সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা সমগ্র জগতের নিকট Challenge করিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাতে যে কোনও সত্যানুসন্ধিৎসু আপনাদের সত্যকথাগুলি বাজাইয়া লইতে পারেন। * * গোস্বামীদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার স্মার্ত্তমতেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়।

প্রভুপাদ—আমরা বলি,—আমাদের (শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যেরূপ সুষ্ঠু বিচার আছে, তাহা অন্যত্র নাই। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি মহা-গ্রন্থ প্রকৃত বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। আচার্য্যসন্তানগণ সিংহশিশু হইয়া মেষের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায়, তাঁহারা স্ব-স্ব বিক্রম ভুলিয়া গিয়াছেন।

কুমার—আজ্ঞে হাঁ। আজ তাঁহারা Foreign Campএর (অপর বিধর্ম্মের) আশ্রয় নিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি,—'আপনারা যদি স্মার্ত্তের বিচারের অনুগত হন, তাহা হইলে আপনাদের 'বীরভদ্রী থাক্' Foreign Campএর নীচে পড়িয়া যায়। আপনারা যে আভিজাত্যটুকু লইয়া বড়াই করেন, তাহার কোন মূল্যই থাকে না। অনেক স্মার্ত্ত অন্তরে গোস্বামিগণকে আদরের সহিত দেখেন না।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের বিচারের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য বিচার—আসুর বিচার, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥"

যে সকল আচার্য্য সন্তান ন্যূনাধিক স্মার্ত্তবিচারের অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অবৈষ্ণবের বিচারকেই বৈষ্ণবের বিচার বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের চতুর্থাশ্রমীর বেষে পর্য্যন্ত আপত্তি হইয়াছে! তাঁহারা তর্করত্নীয় মতবাদের আনুগত্য করিয়া বলিতেছেন—কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ!

কুমার—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

—শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কি?

প্রভুপাদ—মলমাস-তত্ত্বের ঐ বচন কর্ম্ম-সন্ন্যাস-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। শাস্ত্র ও মহাজনের আচার পরস্পর ভিন্ন হইতে পারে না। মহাজনগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য স্ব-স্ব আচরণের দ্বারা সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া থাকেন। সাত্বত-সম্প্রদায়ের চারি জন আচার্য্য প্রত্যেকেই স্বয়ং কলি-কালে সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহা-দিগকে গুরুবর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই কলি-কালে সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। অধিক কি, কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং মহাপ্রভুও কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার—তাহা হইলে মহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই কেন ?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর ভক্তগণ অধিকাংশই পারমহংস্যবেষ-গ্রহণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা রাগমার্গীয় ভজনপদ্ধতিতে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদিগের বাহ্য অপেক্ষা নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে কাম্যবনবাসী শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা শ্রীল প্রবোধানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই তুরীয়াশ্রমগ্রহণেরও লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার—শ্রীচরিতামৃতের 'রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়'—বাক্যের সার্থকতা কি ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের পক্ষে রক্তবস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা নাই। কারণ, 'বৈষ্ণব' কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। বর্ণ ও আশ্রমের অতীত

পুরুষই বৈষ্ণব বা পরমহংস। রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়বস্ত্র-পরিধান-বিষয়ে বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, তাঁহার বিচার—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

যাহারা আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত জ্ঞান করেন, তাঁহারা দৈন্যক্রমেই গুরুবর্গের বেষের অনুকরণ করেন না। তাঁহারা বিচার করেন,—আমরা কি 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ 'গুরু' হইয়াছি? আমরা ত' 'বৈষ্ণব' হইতে পারি নাই! আমরা বৈষ্ণবের দাসাভাস। পরমহংসের দাসই বর্ণাশ্রমী; মহাভাগবতের দাসই 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'—ইহাই তাঁহাদের 'তৃণাদপি সুনীচতা'। কোন মহাজন বলিয়াছেন,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

কুমার—এই পদটি কাঁহার?

প্রভুপাদ—এই পদটি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্যাণ-কল্পতরু' গ্রন্থের।

কুমার—অতীব সুন্দর পদ। আমি এখনও 'কল্যাণ-কল্পতরু'গ্রন্থ পাই নাই।

প্রভুপাদ—আপনি শীঘ্রই এই গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। বৈষ্ণবেরা কখনও বলেন না—'আমি বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ'। এই জন্য যাঁহারা

অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন,—'ইঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নহেন'। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 'ব্রাহ্মণ' নহেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিবার জন্য ব্যস্ত! শাস্ত্র ইঁহাদিগকেই 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলেন, স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেব-দেবীর উপাসনায় ব্রাহ্মণতা থাকে না। শোকে মুহ্যমান হইলে হৃদয়ে কামনা প্রবেশ করে এবং সেই কামনা-পূরক কল্পিত দেবতার পূজায় চিত্ত প্রধাবিত হয়—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

ব্রাহ্মণগণ হৃতজ্ঞান বা অল্পমেধা নহেন। তাঁহারা সূরি। সূরিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন। তাহাই বৈদিক পন্থা। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

কুমার—বিষ্ণুপূজা ব্যতীত দেবতান্তরের পূজায় ব্রাহ্মণতা থাকে না,—এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কোথায়?

প্রভুপাদ,—প্রমাণচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

কুমার—তাঁহারা বলিবেন,—'আমরাও বিষ্ণুকে অবমাননা করি না, বিষ্ণুকে পূজা করি এবং বিষ্ণুর অন্যরূপকেও পূজা করিয়া থাকি।'

প্রভুপাদ—ইহার মত আর প্রচ্ছন্ন বিষ্ণুবিরোধ নাই। বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। বিষ্ণুর সহিত তদধীন দেবতাবৃন্দের সাম্যবুদ্ধি বিষ্ণুবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

কুমার—তাহা হইলে—

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"

—এই বাক্যের সমাধান কি?

প্রভুপাদ—এই বাক্যে Polytheism (বহুদেব-বাদ) নিরস্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে—অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুবিগ্রহ বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে—অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুনাম গ্রহণের ছলনা—নামাপরাধ মাত্র,—ইহা নিশ্চিত অহিতকর। যাঁহারা বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কাল্পনিক ও অনিত্য বিচার করিয়া নির্ব্বিশেষ-

ব্রহ্মের কল্পনা করেন, তাঁহারাই পঞ্চদেবতা বা কল্পিত বহু দেবতার আশ্রয়ে বিষ্ণুকেও তদন্তর্গত করিতে চান। ইহা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বা নাস্তিকতা। ইহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কখনও বিষ্ণুপূজা নহে। এইরূপ বিষ্ণুবিরোধ-চেষ্টায় ব্রাহ্মণতা অবস্থিত থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহার নিত্য উপাসনা স্বীকার করেন,—ইহাই ঋঙ্‌মন্ত্রের তাৎপর্য্য। অন্যান্য বহু দেবতার নামগুলি কল্পিত। ঐ সকল নামের সহিত নামীর ভেদ আছে। তাঁহাদের রূপ, গুণ ও লীলার পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও রূপী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও গুণী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও লীলাময় কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই।

কুমার—শব্দের ত' নিত্যত্ব নাই ?

প্রভুপাদ—অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের নিশ্চয়ই নিত্যত্ব আছে।

কুমার—পূর্ব্বমীমাংসক কিন্তু শব্দের অনিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—উত্তরমীমাংসা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন,—"তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি" (ছান্দোগ্য ৮।৩।৪)।

কুমার—Rationalistic point of view হইতে এই তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দি'ন।

প্রভুপাদ—নিরপেক্ষ বিচার-শ্রবণে ঐকান্তিকতা ও সহিষ্ণুতা থাকিলে Symbol ও শব্দের নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারিবেন। দ্বৈতজগতে নাম ও নামী পৃথক্ বলিয়া দ্বৈতরাজ্য হইতে অদ্বয়জ্ঞানেও সেইরূপ পার্থক্য অনুমিত হয়। বৈকুণ্ঠ ও মায়া—এই দুইটির স্বরূপ বিচার করিলে জানা যায় যে, একটি কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিত; উহাতে কোন প্রকার অভাব

নাই। আর একটি কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত, তাহা অভাবময়। কুণ্ঠরাজ্যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, সুতরাং ইতরব্যোমে শব্দ অনিত্য। ভেদপর দ্বৈতজগতে শব্দের অনিত্যত্ব সম্ভব হইলেও বৈকুণ্ঠ অদ্বয়জগতে নাম বা নামী এক,—শব্দ বা শব্দীতে কোন ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠকে four wallsএর অন্তর্গত করিতে চাহিলে 'যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালই কাটা'-ন্যায় অবলম্বিত হইবে। বৈকুণ্ঠজগতের শব্দ ও শব্দতাৎপর্য্য কুণ্ঠজগতের সহিত diametrically opposite.

কুমার—তাহা হইলে যে কোন শব্দ, 'কালী' 'দুর্গা' 'গণেশ' 'সূর্য্যাদি' যে কোন নাম কি বৈকুণ্ঠ-শব্দ নহে ?

প্রভুপাদ—কালী, দুর্গা, গণেশাদি শব্দের সহিত যেস্থলে শব্দীর ভেদ অর্থাৎ যেস্থলে সেই সকল শব্দ ও শব্দীর অনিত্যত্ব কল্পিত হয়, সেই স্থলে তাহা কিরূপে "বৈকুণ্ঠ"-পদবাচ্য হইবে ? বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দী ত' অনিত্য হইতে পারেন না। যাঁহারা 'কালী', 'দুর্গা', 'গণেশ', 'সূর্য্য', 'শিব' এবং বিষ্ণুর নাম ও নামীকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা আর সেই সকল নাম-নামীর বৈকুণ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন কোথায় ? এই সকল কাল্পনিক মতবাদ Pantheism ও blasphemyর (মায়াবাদ ও অপরাধের) নামান্তরমাত্র।

কুমার—আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম "যত মত, তত পথ।"

প্রভুপাদ—'মত'-জিনিষটা মনোধর্ম্ম। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—অসংখ্য লোকের অসংখ্য মনের খেয়াল বা রুচি। রোগি-সম্প্রদায়ের রুচি—কুপথ্যের প্রতি, অনর্থযুক্ত-মানবসঙ্ঘের রুচিগুলি—প্রেয়োধর্ম্মের অনুকূল ; সেই সকল মতের পরিপূরণের জন্য যে-সকল পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা কখনও আত্মধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম-মত নহে।

জগতে মনোধর্ম্মপর অসংখ্য মত সৃষ্ট হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১।২।৬) বলেন,

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

জগতের 'যত মত, তত পথ" অর্থাৎ সমস্তই অক্ষজজ্ঞান-প্রসূত মত ও তদনুকূল পথ ; কিন্তু অধোক্ষজে যে অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি, তাহাই সকল জীবের পরমধর্ম্ম, তাহাই 'আত্মধর্ম্ম'। আত্মা একমাত্র তদ্দ্বারাই সুপ্রসন্ন হন। অন্যান্য ধর্ম্ম-মত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহ ও মনোধর্ম্মী মানবগণ ঐসকল প্রেয়োমত ও পথকেই "মত" ও "পথ" বলিয়া বরণ করেন। গৌড়ীয়ে এই সকল কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সত্য সত্য Living Source হইতে পরম সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়। তবেই জীবের নিত্য বাস্তব চরম মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে বিপথগামী হইতে পারে।

কুমার—Living Sourceএ একটা Personal Magnetism আছে।

প্রভুপাদ—কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না ; তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ-ব্যতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরম-মঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।

কুমার—আমাদের গুরুবর্গ বলেন যে,—শ্রীমূর্ত্তি-পূজা একটা means to an end (কোনও উপেয়-লাভের উপায়মাত্র)।

প্রভুপাদ—ইহাও একটা প্রকাণ্ড Blasphemy; মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৫ ; ম ৬।১৬৬-১৬৭),—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"
"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ—'সত্ত্বগুণের বিকার'!
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে; সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

বিষ্ণুমূর্ত্তি—চিন্ময়ী। বিষ্ণুদেবতা ইতরদেবতার ন্যায় মানব-কল্পিত নহেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" প্রভৃতি বাক্যে যে-সকল কল্পিত মূর্ত্তি বা পুতুল সৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তি এক নহেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ Henotheist নহেন। Henotheistগণ—পৌত্তলিক। পৌত্তলিকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নির্ব্বিশেষবাদিমাত্রেই জগন্মিথ্যাত্ববাদ কল্পনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তে জগৎ পারমার্থিক সত্য। যে জিনিষ—আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা 'বিষ্ণু' বা 'কৃষ্ণ' হইতে পারে না। বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোনও বাস্তব ভেদ নাই।

কুমার—শাস্ত্রে ত' কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন? নারায়ণ, রামচন্দ্র, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা কি সব এক তত্ত্ব?

প্রভুপাদ—ইহাদের মধ্যে বস্তুগত বা তত্ত্বগত ভেদ নাই; কিন্তু লীলাগত বিচিত্রতা-মাত্র আছে। বিষ্ণুতত্ত্বে জীববৎ ভেদ কখনও পরিকল্পিত হইতে পারে না—

"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

* * * *

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥
মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥"

পরাত্মা শ্রীহরির সর্ব্ববিধ দেহ বা শ্রীমূর্ত্তিই নিত্য। তাহা হানোপাদান-রহিত, প্রকৃতিজাত নহে। তাঁহার সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বগুণপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ-পরিবর্জ্জিত। এক বৈদুর্য্যমণি যেরূপ স্থানভেদে নীলপীতাদি ছবি প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও নির্ম্মল জীবাত্মার সেবা-প্রবৃত্তির প্রকার-ভেদে তাঁহার নিত্য বিচিত্রস্বরূপকে বিচিত্ররূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ—স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোনও ভেদ নাই; তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন,—ইহাই রসতত্ত্বের সংস্থান। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণে ও নারায়ণে বাস্তব ভেদ-বিচাররূপ পাষণ্ডতা নিরাস করিয়া কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য জানাইয়াছেন—

"তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া।
অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ॥

অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা॥
শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা তেজোমুখা গুণাঃ।
শক্তিব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্॥

বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রই—পরমেশ্বর ; অতএব পরিপূর্ণ, কেহই অপূর্ণ নহেন। তবে যাঁহাতে সর্ব্বদা শক্তির অল্প-পরিমাণ প্রকাশ, তাঁহাকে 'অংশ' ; আর যাঁহাতে তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই নানাবিধ শক্তির প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণতম বা 'অংশী' বলে। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও প্রভাব প্রভৃতি গুণকে 'শক্তি' কহে। শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই পূর্ণবিগ্রহের তারতম্যের কারণ।

আমরা **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে দুইটি বড় জিনিষ পাইয়াছি**—যাহা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ধারণা করিতে পারে না। (১) তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন,—**রাম-নৃসিংহাদি** অবতারকে যে "**অংশ**" বলা হয়, তাহাতে তাঁহারা দ্বৈত জগতের জড়ীয় বস্তু-বিশেষের অংশের ন্যায় **খণ্ড বা অপূর্ণ বস্তু নহেন** ; পরিপূর্ণ কৃষ্ণের সহিত সেই স্বাংশগণের বস্তুগত কোন ভেদ নাই। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহ কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন। শ্রীরাম বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই। লীলাগত বা রসগত বৈচিত্র্য—'ভেদ' নহে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা ; পুরীতে যখন আমি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতাম, তখন এই সকল কথা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ; আর (২) **ঋক্‌সংহিতা, মহাভারত, গীতা প্রভৃতিকে কখনও অসম্মান করিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহাদের বস্তুতঃ ভেদ নাই।** অসুর-মোহনের জন্য এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও বিদ্ধ ভক্তের

অধিকারের উপযোগী মহাভারতাদি শাস্ত্রে যে-সকল কথা আছে, তাহাতে বৈষ্ণবের মতি বিমোহিত হয় না। ঋক্‌সংহিতাদির মন্ত্রসমূহের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

কুমার—বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে অনেকে 'পৌরাণিক' বলেন ; কেন না, শ্রুতিতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা নাই।

প্রভুপাদ—শ্রুতিতে—বেদে একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া যাহা একবাক্যে স্বীকৃত, সেই ঋক্‌-সংহিতা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই আদি, মধ্য ও অন্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে ;— ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নাদি দশোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তিত রহিয়াছেন ; ইহা যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
(শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।২৩)

বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণব-গুরুতে পর-ভক্তির অভাব হইলে উপনিষদ্‌ বা বেদের অর্থ কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না ;—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, নারদাদি ঋষিগণ সর্ব্বভুবনপূজিতা পার্ব্বতীদেবী সকলেই বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিয়াছেন—(ভাঃ ১।২।২৫-২৮)

"ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্‌॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

'পুরাণ' অর্থে প্রাচীনতম। প্রাগ্‌বন্ধযুগে যাহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ'। বেদবিভাগের পূর্ব্বেও যাহা বর্ত্তমান ছিল—যুগপ্রারম্ভের পূর্ব্বেও যাহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ'; তাহা বেদেতর নহে। এই জন্য পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে; অথবা বেদের পূরণকারী বলিয়াও 'পুরাণ'।

কুমার—পুরাণগুলির ভাষা আধুনিকই বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রভুপাদ—প্রাচীনতম বাণী লুপ্ত হইলে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান ভাষায় 'পুরাণ' শাস্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। ভাষা—পোষাকমাত্র, ভাব বা তাৎপর্য্যই শরীর। সেই শরীরের অর্থাৎ প্রাচীনতম তাৎপর্য্য বা সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার পোষাক পরিধান করিয়া যদি কেহ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন বা বিংশ-শতাব্দীর কলম, কালি, কাগজে যদি বেদের মন্ত্র লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বৈদিক মন্ত্র বলিবে না,—এরূপ গোঁড়ামী নিতান্ত ঘৃণ্য অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। পোষাকের আধুনিকত্ব বা পুরাতনত্ব-দ্বারা দেহের নবীনত্ব বা পুরাণত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। "ত্রেধা নিদধে পদম্" প্রভৃতি ঋঙ্-মন্ত্রের আকর আখ্যায়িকা প্রাচীনতম ঐতিহ্য বা পুরাণে প্রাগ্‌বন্ধ-যুগেও বর্ত্তমান ছিল। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহ অপ্রচলিত

ও ক্রমে বিলুপ্ত হইলে আধুনিক বোধগম্য ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছে মাত্র। আজ অরুণোদয়-কালে আমরা যে সূর্য্য দেখিয়াছি, আমাদের প্রপিতামহ যে সূর্য্য দেখিতেন, সেই সূর্য্য তাহা নহে; পরন্তু সূর্য্যের আজই জন্ম হইয়াছে এবং উহা নিতান্ত নবীন,—এরূপ মনে করা, বাল-সুলভ বিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরাণ-শাস্ত্র—প্রাচীনতম শাস্ত্র; তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। 'আবির্ভাব'কে যাঁহারা 'জন্ম'-জ্ঞানে বিচার করিয়া শাস্ত্রের আধুনিকত্ব কল্পনা করেন, তাঁহারা বঞ্চিত। (কুমারের প্রতি) আপনার আরামাবাসের নীচে ঘোড়দৌড়ের ময়দান রহিয়াছে; আপনি আপনার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র জানালাটির মধ্য হইতে দেখিলেন,—একটা Jockey (সওয়ার) ও ঘোড়া হঠাৎ আপনার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। আপনি কি বিচার করিবেন যে, যে-মুহূর্ত্তে আপনি ঐ সওয়ার ও ঘোড়াটিকে দেখিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের জন্ম হইয়াছে, আর যে মুহূর্ত্তে আপনার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের মৃত্যু হইল? বুদ্ধিমান্ লোক যেমন তাহা মনে করেন না, তিনি যেমন জানেন যে, ঐ সওয়ার ও ঘোড়া বহু পূর্ব্ব হইতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াও অবিরাম গতিতে দৌড়াইতেছে, ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়া সমগ্রভাবে উহাদের দর্শন হয় না, তদ্রূপ করণাপাটব-দোষদুষ্ট মনুষ্যও অধোক্ষজ পুরাণ-সূর্য্যের আবির্ভাবকে আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিতে গেলে ভ্রমপথে চালিত হন—'পুরাণ' বস্তুকে 'আধুনিক' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

কুমার—এখন বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিভিন্ন মতভেদ ও নানা দেব-দেবীর আরাধনার কথা দেখা যায় কেন?

প্রভুপাদ—পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। তামসিকপুরাণে তমঃপ্রধান সঙ্কীর্ণ দেবতার পূজা-বিধি তত্তদধিকারিগণের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে; রাজসিক-পুরাণে রজোগুণ-প্রধান দেববৃন্দের কথা তত্তদধিকারিগণের জন্য এবং সাত্ত্বিক-পুরাণে বিষ্ণুর আরাধনার কথা কথিত ও বর্ণিত হইয়াছে (ভাঃ ১।২।২৩-২৪)—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।"

কুমার—সাত্ত্বিকপুরাণেও ত' দেবতান্তরের পূজার কথা দৃষ্ট হয়?

প্রভুপাদ—সাত্ত্বিকপুরাণে স্বতন্ত্র দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম-স্বতন্ত্রত্ব এবং দেবতান্তরের তদধীনবৃত্তিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। দেবতাগণ সকলেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর কর্ম্মসচিব, বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। বিষ্ণুর অধীন বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূজাই বৈধী পূজা (যথা গীতা৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

কুমার—সাত্ত্বতপুরাণ-মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় কেন?

প্রভুপাদ—আপাত-বিরোধ অক্ষজ-দৃষ্টিতে বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বৎপ্রতীতিতে সেই সকল বিরোধের সুন্দর সামঞ্জস্য ও সুমীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বিমুখমোহনার্থ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট

হইতে সুগোপ্য নিধিকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে ঐরূপ আপাত-বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; ইহা গ্রন্থকর্ত্তারই নিগূঢ় উদ্দেশ্য (চৈঃ চঃ আ ৪।২৩৬),—

"যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"

অন্যান্য পুরাণে কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ মিশ্র-সত্ত্বের কথা আছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ; তাহা—গুণাতীত। কেন না, তাহাতে সত্ত্ব-নিধি নির্গুণ বিষ্ণুর কথা এবং বিষ্ণুর পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা বর্ণিত আছে বলিয়া তাহা শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ—স্বয়ং ভগবদবতার।

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোক-চরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্॥
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥
*   *   *   *
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥
*   *   *   *
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতম্।
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

কুমার—এখন দেখিতেছি—সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি, সব উল্টাইয়া দিতে হইবে—সব Unlearn করিতে হইবে।

প্রভুপাদ—গ্রন্থভাগবত ও মহান্ত-ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে জীবনে একটা মহা Revolution (বিপ্লব) উপস্থিত হয়—পূর্ব্ব ইতিহাস, পূর্ব্ব অভিজ্ঞান, পূর্ব্বসিদ্ধান্ত সব dismantled হইয়া যায়। তখন সে-স্থলে বাস্তব জগতের অনুশীলনের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত হয় ইহারই নাম—'দিব্য জ্ঞান'।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

কুমার—অ—বাবু কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন?

প্রভুপাদ—অ—বাবুকে একটা কার্য্যের ভার দেওয়া গিয়াছে। অপর ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরের যত কিছু কথা সব জানা আবশ্যক। তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী বলিয়া একটা সাজ লইতে হইয়াছে। Peter the Great না হইলে রাসিয়াতে জাহাজের কার্য্য-শিক্ষার উন্নতি হইত না। তাই পাশ্চাত্ত্যদেশের রাজপুত্রগণও জাহাজের খালাসি সাজিয়া নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। Europeএ কি রকম করিয়া মহপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে * * গোস্বামী প্রভৃতির মনে ধোঁকা লাগিয়াছে। গত রথযাত্রার সময় পুরীতে কাশিম-বাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় আমার সহিত দয়া করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—একাকী, তাঁহার শরীর-রক্ষক

মাত্র সঙ্গে। তাঁহাকেও আমি এই উত্তর দিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া তিনিও বলিলেন,—আপনি শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য নানাপ্রকারে সর্ব্বতোভাবেই যত্ন করিতেছেন।

কুমার—কাশিমবাজারের মহারাজের গুরুবংশ গৌরনাগরী মত পোষণ করেন। গৌরনাগরী-মতটা আধুনিক, তাহা গোস্বামীদের মত নহে।

প্রভুপাদ—গৌরনাগরীবাদ—অনভিজ্ঞতা ও গৌরে ভোগবুদ্ধি হইতে প্রসূত। 'গৌড়ীয়'-পত্রে স্বধামগত সার্ব্বভৌম মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ-মুখে গৌরনাগরী-মতবাদ কিরূপ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়াছে দেখিবেন; আমি সেদিন কাশিমবাজারের মহারাজকে বলিয়াছিলাম যে, বুদ্ধিমান্ লোকসকল খুব ভাল করিয়া Bible পড়ুন। চৈতন্যদেবের কথা এত বড় যে, তাঁহার নিকট জগতের যত বড়লোকের যত কথা, সমস্তই ম্লান হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িবে, সন্দেহ নাই। জগতের যত শাস্ত্র, যত বড়লোক, যত আচার্য্য, যত প্রচারক, সকলেই শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। কোন-কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি যদি এই পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—মাধ্যাহ্নিক ভাস্করের পূর্ণতম প্রভার ঔজ্জ্বল্য দেখিতে না পাইবার ন্যায় চৈতন্যদেবের কথাকে 'ছোট' মনে করে, তাহা হইলে তাহারাই ঠকিবে। তাহাদিগকে নির্ব্বুদ্ধিতার মাশুলরূপ অধোগতি লাভ করিতে দেওয়াই ভাল।

কুমার—খুব ভাল কথা। আপনার কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক হইতে বৈষ্ণবসমাজকে উদ্ধার করিয়া আপনিই সত্য-সত্য মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্ম শিক্ষিত-সমাজের

নিকট প্রচার করিতেছেন। আপনিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে reform করিতেছেন।

প্রভুপাদ—**আমাদের কার্য্য** reformation (সংস্কার) নহে, re-establishment (**পুনঃ সংস্থাপন**)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধসনাতনধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহেন—লুপ্তধর্ম্মকে **পুনঃস্থাপন** করাই মহাপ্রভুর দাসগণের 'জুতাবরদার'সূত্রে আমাদের সেবা-কার্য্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে মূর্খগণের আরোপিত অবৈধ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। আমি ছোট, অপণ্ডিত, নির্ঘৃণা, জগাই-মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, ঘৃণিত, অধম-চণ্ডাল বটে, কিন্তু আমার গুরুবর্গ—বৈষ্ণবগণ ছোট, অপণ্ডিত, অধম, চণ্ডাল বা পাপিষ্ঠ নহেন; তাঁহারা—সর্ব্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। **বাহিরে কপট তৃণাদপি সুনীচতার ভাণ; কিন্তু অন্তরে পরমদাম্ভিকতা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে গিয়া উঁহারা গুরুবর্গকে 'অধম', 'চণ্ডাল', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' করাইতে চাহিতেছেন।** সুতরাং বিদ্বেষিগণের বিদ্বেষের প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। আমার গুরুদেব আশ্চর্য্য বস্তু ছিলেন। তাঁহার বিচার আমাদের মস্তিষ্কে তাঁহার কৃপায় কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সহর নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার Public Latrineএ (সাধারণের পায়খানায়)—যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন—"ভোগী মনুষ্যজাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক"—এই বিচারে। **তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগ দিয়া আপনি হরিভজন করুন।** আমাদের এ রকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কুমার—তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি?

প্রভুপাদ—শ্রীসজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়-পত্রে আংশিকভাবে তাঁহার চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানের কৌপীন-আঁটা ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের মত বাবাজীর চেহারা করেন নাই। ** গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পাত্তা পান নাই। একবার উক্ত ভৃতক পাঠক গোস্বামী অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার কুটীরে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলে আমাদের গুরুদেব সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া পরে গোময়-দ্বারা ঐ স্থান শোধন করাইয়াছিলেন।

কুমার—আমরা এতদিন শৌক্রধারায় "গোস্বামী" বুঝিয়া আসিতেছিলাম, আপনি শাস্ত্র-বিচার-দ্বারা জানাইয়াছেন,—"গোস্বামী" শব্দের অর্থ—বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগবত।

প্রভুপাদ—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাহাই বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই অর্থাৎ তাদৃশ প্রকৃত ত্রিদণ্ডিগণই 'জগদ্গুরু' বা 'গোস্বামী'।

কুমার—ত্রিদণ্ডের কথা কোথায় আছে?

প্রভুপাদ—জাবালোপনিষৎ, হারীতসংহিতা, মনুসংহিতা, সাত্বত-সংহিতা, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, চরিতামৃত, উপদেশামৃত, একাদশীতত্ত্ব, ভাবার্থদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বত্র ত্রিদণ্ডবিধানের কথা

আছে। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসই ভক্তিমার্গে বিধেয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী শ্রীসম্প্রদায়ের রামানুজাদি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের অন্তর্গতই দশনামী-সন্ন্যাস।

কুমার—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের উল্লেখ আছে?

প্রভুপাদ—হাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি রহিয়াছে। আমরা অবন্তীতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেস্থানে আমাদের 'ত্রিদণ্ডী মঠ' স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

কুমার—শ্রীচরিতামৃতের কোথায় ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণাভিনয়ের অব্যবহিত পরে আপনাকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান করিবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিন দিবস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি গান করিতে-করিতে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৯)—

"প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

যাঁহারা কায়মনোবাক্য ভগবৎসেবার্থ দণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী ও গোস্বামী।

"বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥"
(মনু ১২।১০)

ত্রিদণ্ডভৃদ্‌য়ো হি পৃথক্ সমাচরেৎ
শনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্মুখাক্ষঃ।
সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ
স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্॥
(হারীতসংহিতা ৬।২৩)

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখি-যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥
(পদ্ম পুঃ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ॥
সপবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
(স্কন্দপুরাণ, সূতসংহিতা)

[যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে-ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন। এক বস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।]

একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি॥"

দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

কুমার—জাবালোপনিষৎ প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের আদৃত গ্রন্থ।

প্রভুপাদ—শঙ্করাচার্য্য বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া কি বেদও শাঙ্করিক হইয়া গেল? আজকাল বেদের ব্যাখ্যা মোক্ষমূলার, পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি করিয়াছেন বলিয়া কি বেদ ম্লেচ্ছ ও শূদ্রের বলিতে হইবে? নর্দ্দমার জল ও গঙ্গার জল পরস্পর পৃথক্ বটে; একটি অপবিত্র, অস্পৃশ্য, আর একটি পরম পবিত্র ও পরম পাবন। নর্দ্দমার জল গঙ্গায় পড়িলে তখন ত আর কেহ ভেদ দর্শন করেন না। যদি হৃদয়ে নিকপট ভগবৎসেবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বারাই হরি-সেবা করা যায়, আর কপটতা থাকিলে শালগ্রামের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া শালগ্রামের সেবার পরিবর্ত্তে তাহার পৈতা চুরি বা শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হয়! কামস্কাট্কা, ল্যাপ্ল্যাণ্ডের লোক হউক না কেন, যদি তাহার নাস্তিকতা-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া তাহাকে ভগবৎসেবাপরায়ণ করা যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে আমরা মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিব। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এখন মনে করুন, যদি মহামহোপাধ্যায় * * মহাশয় বা তাঁহার অনুগত

সম্প্রদায় সমুদ্র পার হইবার ব্যবস্থা না দেন বা সমুদ্র পার হইলে জাতি যাইবে বলেন, তাহা হইলে কি আর ভগবদ্ভক্তির প্রচারকগণ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবেন না ?—মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-পালন-সেবা করিবেন না ? বৈষ্ণবগণ ত' ওরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-গণের বিচারের অধীন নহেন, তাঁহারা কাজীর কাছে হিন্দুর পর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিতে কখনই প্রস্তুত নহেন। বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। মহাপ্রভু সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছেন—অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, স্মার্ত্ত, সকলকেই তাহাদের বিরূপের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া নিত্য ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের পারমার্থিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। God-head per Exellence শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম—ইহা জগতের লোক জানে না। ক্রমে-ক্রমে শ্রীচৈতন্যের কথা যাহাতে জগতের সমস্ত লোক জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিব। **অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন ;—যাঁহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন।** শ্রীচৈতন্যদেব অসংখ্য মতবাদীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, আবার শ্রীচৈতন্যবিরোধকল্পে বর্ত্তমানে যে সকল নূতন নূতন অচৈতন্য-মতবাদ সৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল প্রশ্নের সমাধানও আমাদিগকে করিতে হইতেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথার অনুকূলে ও অনুগমনে। একদিন কতকগুলি স্মার্ত্তকুলের লোক যামুনাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, যামুনাচার্য্য আগম-প্রামাণ্যে সেই সকল স্মার্ত্তবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। যেদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পীযুষ বাবু ও মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জীব ন্যায়তীর্থ (এম্-এ) আসিয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহাদিগকে আগম-প্রামাণ্যের বিচার শুনাইয়াছিলাম।

কুমার—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন এক দিন বলিয়াছিলেন,—"শাক্ত এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে",—একমাত্র শাক্তগণই ব্রাহ্মণ। আর একদিন কাশীতে আমি একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা ক্ষত্রিয়, সুতরাং ইঁহারা কখনও ব্রাহ্মণের উপাস্য হইতে পারেন না।

প্রভুপাদ—"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে"—এ কথাই ত' ঠিক, তবে সে শাক্ত কলা, মূলা, থোড়ের বিচারওয়ালা শাক্ত বা দেবীপ্রসাদ বোধে ছাগভোজী বিদ্ধ শাক্ত নয়; গোপীর অনুগত শাক্ত, চিচ্ছক্তির সেবক শুদ্ধ শাক্তগণই ব্রাহ্মণ। সে ত' আমাদের পক্ষের কথা। কামগায়ত্রীর উপাসক শুদ্ধ শাক্তগণ ব্রাহ্মণব্রুব নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণতা। শুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা তাঁহাদেরই—আর স্মৃতির বিচারে অপরে ত'—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি র্ন শ্রৌতবর্ত্মণা॥
এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ॥
ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যো একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত যে ইতর দেব ও মনুষ্যের সাম্যবুদ্ধি, তাহাই নরক-গমনের বুদ্ধি। পূর্ব্বদিক্ যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন কুল বা জাতি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উৎপত্তির কারণ নহে।

রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয়, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ বা পশু মনে করিলে কিংবা শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল সনাতন শ্রীভট্ট-রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে অপরাপর মুসলমান, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ বা লৌকিক ব্রাহ্মণাখোর অন্যতম মনে করিলে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকের পুত্র বলিবার ন্যায় মূর্খতা এবং তৎসঙ্গে পাষণ্ডতা হয়। নগ্নমাতৃক ন্যায় জানা থাকিলে বৈষ্ণবকে ম্লেচ্ছ, শূদ্র বা কর্ম্মমার্গীয় জন্মমরণশীল লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিবার ধৃষ্টতা হয় না। কাহারও মাতা তাহার শৈশবাবস্থায় পিতৃগৃহে উলঙ্গ থাকিত, যখন সে কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং তাহার বিবাহ ও পুত্র হইয়াছে, তখন যদি পুত্ররত্ন মাতৃদেবীর অতি শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলে, তাহার বিচার যেরূপ সভ্য-সমাজে বিগর্হিত হয়, তদ্রূপ কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাগবতী দীক্ষা লাভের পরেও যদি কেহ সেই ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার ভাগবতী দীক্ষা লাভের পূর্ব্ব অবস্থার সহিত সমান মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলিবার চেষ্টাশীল বালকের ন্যায় শিষ্ট সমাজে নিন্দিত হয়।

কুমার—আপনিই বর্ত্তমান যুগে সত্য-সত্য কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি ভাগবত-ধর্ম্মবিরোধী মতবাদ নিরাস করিয়া শিক্ষিত সমাজে মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; আজ আমরা ধন্য। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পদধূলি আমাদের ন্যায় দীনচেতা, বিষয়-কর্ম্মলিপ্ত গৃহীর ক্ষুদ্র কুটীরে পতিত। আজ গৃহ পবিত্র হইল—মহাতীর্থ হইল—আমরা ধন্য হইলাম। "I came to scoff, but remained to pray."

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও প্রাজ্ঞ, মিঃ সিংহ, মিঃ সেন প্রভৃতি

[শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাসনা-প্রণালী—বেদান্তসূত্রে শাক্তেয় মতবাদ—'finite'—ভগবানের জন্মাদি—সর্ব্বকারণত্ব মাতৃত্বে পর্য্যবসিত কি না?—অচিন্ত্য-জগৎ চিন্ত্য-জগতের অনুরূপ হইবে কেন?—'নেতি নেতি' বিচার ও Prime Cause—শাক্তমতের জগতে প্রচার—মন্ত্রগ্রহণ—সাধারণজ্ঞান ও সত্যের সন্ধান—'শারীরক'—শ্রীরাধা ও দুর্গা-তত্ত্বে ভেদ কি?—খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের পিতৃত্বের বিচার—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ—বৃক্ষলতাদির ধর্ম্ম—free will—কর্ত্তা, জ্ঞান ও ভক্তি]

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ৭ই কার্ত্তিক, খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৮, ২৪শে অক্টোবর বুধবার, বিজয়া-দশমী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীল প্রভুপাদ শিলংশৈলে রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের এজ্‌হিলস্থিত ভবনে কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করিয়াছেন। মিঃ বি, কে, সেন; মিঃ জে, এন্, সিংহ বি-এল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রভৃতি কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ-বি-এল, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি আসিয়াছেন।

কুমার—শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাসনা-প্রণালীতে ভেদ কি?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবগণ ভগবানের Sonhood (পাল্যভাব) বিচার করেন। তাঁ'রা বলেন, ভগবত্তা কখনও মাতৃত্ব হ'তে পারে না। মাতৃত্বভাব ঈশ্বরে আছে বটে, কিন্তু মাতৃত্বের সেবাপরা ক্রিয়াকে সেব্যপর পরমেশ্বরত্ব বলা যায় না। যেখানে জন্য-জনক-ভাব,

সেখানে প্রাকৃতত্ত্বের কোন না কোনপ্রকার লেশ বর্ত্তমান আছে। Christ যে ঈশ্বরের Fatherhood (পিতৃত্ব) স্বীকার ক'রেছেন, তা'তে গৌরব জ্ঞান ও কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে। তাহা দাস্যরসের সহিতই সমান। ভাগবতের বিচার আরও অনেক উন্নত, তা'তে পরতত্ত্বের পাল্যভাব স্বীকৃত হ'য়েছে।

কুমার—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বেদান্তসূত্র হ'তে শাক্তেয় মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা ক'রেছেন।

প্রভুপাদ—ব্রহ্মসূত্র আদি হ'তে অন্ত্য পর্য্যন্ত শাক্তেয় মতবাদই খণ্ডন ক'রেছেন। 'অথ'-শব্দে অনন্তর, 'অতঃ' অতএব, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-শব্দে বৃহৎএর জিজ্ঞাসা। যাবতীয় কুণ্ঠ পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জিজ্ঞাসা শেষ হ'য়ে যাবার পর অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসক জৈমিনি ঋষির কর্ম্মফলবাদ, (যা জৈমিনির দ্বারা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামে অভিহিত হ'য়েছে), তা'র পর 'ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা' আরম্ভ হয়। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বৃহৎ, সব জিনিষের আকর, যাঁকে ব্রহ্মসংহিতা 'সর্ব্বকারণকারণ' ব'লেছেন, শক্তিরও আকর যিনি, শক্তি যাঁ' হ'তে নিঃসৃত হ'য়েছে; সেই পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব বা শক্তিধর পুরুষের নামই —পরব্রহ্ম। এ' কথা সাঙ্কর্ষণ-সূত্রে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। সাঙ্কর্ষণসূত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' ক'রেছেন। আমাদের অভিজ্ঞান কালধারায় পাত্রবিচারে তিনটি জিনিষ দেখ্‌ছে;—জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। আমার কাছে যার Origin আরম্ভ হলো, তা'কে আমরা সেই বস্তুর সম্বন্ধে 'জন্ম' বলি। কিছুদিন সেই বস্তুর ভাবরূপে অস্তিত্বের নাম—স্থিতি, আর সেই ভাবের অভাবের নাম—ভঙ্গ।

মিঃ বি, কে, সেন—তা'হ'লে যা যা দেখছি; সবই ত' Finite?

প্রভুপাদ—হাঁ। Space ও timeএর অন্তর্গত জিনিষ মাত্রেই finite,

তবে যে সকল কাল ও অবকাশের অতীত বস্তু কোন অচিন্ত্যশক্তি-বলে বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য জগতে উদিত হ'য়ে space ও timeএর অন্তর্গত ব'লে সাধারণ লোকলোচনের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ নিত্য বিশেষ বস্তুকেও অনিত্য finite বস্তুর জাতিমাত্র বিচার ক'র্‌লে আমাদের বিচারে ভ্রান্তি প্রবেশ ক'র্‌বে। কৃষ্ণবস্তু অন্যান্য দেশ ও কালান্তর্গত বস্তুর ন্যায় বাহ্য প্রতীতিতে জন্মস্থিতিভঙ্গধর্ম্মশীল বস্তু মনে হ'লেও তিনি কাল সৃষ্ট হ'বার পূর্ব্ব হ'তেই আছেন। কাল তাঁহা হ'তেই সৃষ্ট হ'য়েছে। অনন্তকালের পরও তিনি থাক্‌বেন। যেমন আমরা কুমার বাহাদুরের বাংলোর নীচে ঘোড়দৌড়ের বড় ময়দান দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই ময়দানে যদি ঘোড়দৌড়ের Jocky দৌড়াতে থাকে, আর আমরা এই ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে দেখতে থাকি,—তখন কি দেখবো? Jocky যেই এই জানালার কাছে—আমার চোখের সামনে উপস্থিত হলো, তখন থেকে যদি এ'র দৌড়াবার অস্তিত্ব বা জন্ম স্বীকার করি, আর যে সময়টুকু আমার দৃষ্টির অবকাশের মধ্যে থাক্‌লো, সেই সময়টুকু এর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তারপর যেই আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হলো, অমনি তা'র ভঙ্গ বিচার করি, তা'হলে আমার বিচারে ভুল হ'লো।

মিঃ বি, কে, সেন—তা' হ'লে কি ভগবানের জন্মাদি নাই ব'ল্‌তে হ'বে?

প্রভুপাদ—ভগবান্ স্বপ্রকাশ। সূর্য্যের আবির্ভাবকে যদি কেহ সূর্য্যের জন্ম বলেন, সেইরূপ। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হয়, কিন্তু পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নয়।

কুমার—সর্ব্বকারণকারণত্বকে কেন 'মাতৃত্ব' বলা যাবে না? শক্তি হ'তেই ত' সমস্ত প্রসূত হয়।

প্রভুপাদ—বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে এই শাক্তেয় মতবাদ নিরাকৃত হ'য়েছে। কেবল মাতৃজাতি সৃষ্টি ক'র্‌তে পারেন না। পুরুষের সংযোগ ব্যতীত মাতৃজাতির সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা নাই।

কুমার—ইহা চিন্ত্যজগতের চিন্ত্য ব্যাপার সম্বন্ধে হ'তে পারে। কিন্তু অচিন্ত্যজগতে অচিন্ত্য ব্যাপারে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কেনই বা ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'বে না ?

প্রভুপাদ—অচিন্ত্য জগতে যা' পরিপূর্ণরূপে, পরম উপাদেয়রূপে, অবিকৃতরূপে বর্ত্তমান, তাই অপূর্ণরূপে হেয়ত্ব ও বিকৃত ধর্ম্মের সহিত প্রতিফলিত চিন্ত্য জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর একদিক্ দিয়ে বিচার ক'র্‌লে দেখা যায় যে, যাতে যে জিনিষের ingredient নাই, তা' হ'তে সে জিনিষের সৃষ্টি হ'তে পারে না। হাজার চেষ্টা ক'রলেও জল জ'মে দই হয় না, জল জ'মে বরফই হয়। আর দুধ হ'তেই দই হ'য়ে থাকে। শক্তির সর্ব্বকারণকারণত্ব নাই। নিখিল শক্তি যাঁ'র অধীন, সেই শক্তিমান্ পুরুষেরই সর্ব্বকারণকারণত্ব। আমরা 'আকাশকুসুম', 'শশশৃঙ্গ', 'কূর্ম্মলোম' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু আকাশে কুসুম হয় না, শশকেরও শৃঙ্গ হয় না, আর কূর্ম্মেরও কোনকালেই রোম হয় না। শক্তিকে বিশ্বের কারণ ব'ল্‌লে, আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় কেবল শব্দমাত্রের কাল্পনিক প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। Cause এবং effectএর theoryকে cross ক'রে rational world এ কেউ চ'ল্‌তে পারে না। Prime Cause এর অনুসন্ধান দু'টো systemএর দ্বারা হ'য়ে থাকে। একটা chaotic principle এর দ্বারা, আর একটা Absolute knowledge এর দ্বারা। প্রথমটা leaping into the dark or

empericism, আর একটা searching after Absolute truth বা deductive method.

যোগেনবাবু—Empericism নিয়ে কেন prime cause এর খবর পাওয়া যা'বে না? আমরা বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে 'নেতি নেতি' ক'রে Prime Causeকে ধ'র্‌তে পার্‌বো।

প্রভুপাদ—যাকে বেদান্ত 'অগ্র' ব'লেছেন, সেটা perspective world বা conceivable matter, এখানকার VIBGYOR colour বা A. B. C. D. বা Alfa, Bita, Gama, Delta, ক, খ, গ, ঘ, প্রভৃতি sound গুলির আমাদের চক্ষু বা কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর predominate কর্‌বার একটা capacity আছে। এরা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে delude ক'র্‌তে পারে, এরূপ শক্তি এ'দের আছে; একে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হ'য়েছে 'আবরণাত্মিকা বৃত্তি' অর্থাৎ আমাদের senseকে ঢেকে দিতে পারে। এদের আর একটা শক্তি আছে, যাকে repelling energy বলা যায়। দার্শনিক পরিভাষায় 'বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি' বলে অর্থাৎ আমাদের sense গুলিকে ঢেকে দিয়ে proper বা Absolute knowledge হ'তে আমাদিগকে সরিয়ে দিতে পারে। এখানকার প্রত্যেক objectএর এইরূপ শক্তি আছে। এখানে একজন দেখ্‌ছে, আর একজন দেখাচ্ছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতি বা জননীর কার্য্য ক'র্‌ছে, আর খণ্ডিত জিনিষগুলি পিতৃত্ব ক'রে ধারণা করাচ্ছে। এই মাতাপিতার সংযোগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ডিত বিষয়ের মিলনে আধ্যক্ষিক জ্ঞানরূপ পুত্র উদিত হ'চ্ছে। এই পুত্রগুলি সকলই কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত। ইহাই empericism. এইরূপ খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে অখণ্ড বস্তু যে Prime Cause বা সর্ব্বকারণকারণ, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। যে-সকল জিনিষ

আমাদিগকে দেখাচ্ছে, তা'রা আমাদের উপর প্রাধান্য ক'র্‌ছে, আমরা তা'দের বশ্য হ'য়ে প'ড়্‌ছি অর্থাৎ জিনিষগুলি হ'য়ে যাচ্ছে পুরুষ, আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হ'য়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। কিন্তু যাঁরা Prime Cause থেকে, Absolute knoweldge থেকে অবতীর্ণ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হ'চ্ছেন, তাঁদের sense বিষয়রূপ পুরুষের প্রকৃতি হ'তে পারছে না। তাঁরা বিষয়বোধ-লাভে প্রতারিত হ'চ্ছেন না। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'র্‌তে পারছে না। তাই তাঁরা প্রত্যেক জিনিষকে 'কৃষ্ণ' দেখ্‌ছেন। চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, হাতী, ঘোড়া, বাড়ী সবই কৃষ্ণময় দেখছেন, অথবা সব জিনিষই কৃষ্ণের সেবোপকরণ—তদ্রূপবৈভব। প্রত্যেক অণু কৃষ্ণের বিলাসাধারে আছে।

কুমার—তা'হ'লে শাক্তমত কিরূপে জগতে এত প্রচারিত হ'লো?

প্রভুপাদ—শক্তিমান্ পরম পুরুষ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি মায়া হ'তেই এই মায়িক জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর নাম—দেবীধাম। তাই ভাগবত ব'লেছেন—"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।" এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহামায়া দুর্গা। এই সংসার-দুর্গের সকলকে মহামায়া নানাপ্রকার 'চুষি' দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, কাজেই এখানকার গণ-সমষ্টি—মহামায়ারই উপাসক। শৈবমতের অন্তর্ভুক্ত শাক্তমত। রুদ্র—সংহারের দেবতা। শৈবমতের শেষ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ, যা' বৌদ্ধগণের পরিভাষায় ও চিন্তাস্রোতে 'শূন্য'। শাক্তমত, বৌদ্ধমতবাদের ধারণা হ'তে কিছু 'develope' ক'রেছে। ভোগবাদ হ'তেই শাক্তেয়মতবাদ প্রসূত হ'য়েছে। আমরা মনে ক'র্‌ছি, ওকে ভোগ ক'র্‌বো, আর সে মনে ক'রছে, আমাকে ভোগ ক'র্‌বে। নেশাকে ভোগ

ক'র্তে গিয়ে নেশা আমার উপর চ'ড়ে ব'স্ছে। নেশা তখন প্রভু পুরুষ হ'য়ে গেল, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি বশ্য হ'য়ে হলো প্রকৃতি। পুরুষ তখন আমার উপর চড়ে প্রচণ্ড নৃত্য ক'র্তে থাক্লো, শাক্তেয়-মতবাদ সৃষ্টি হলো। সব জিনিষ কোথা হ'তে emanated হ'য়েছে, proper method এ তা'র অনুসন্ধান হ'লে সত্যের মূল কারণের অনুসন্ধান হয়। বহির্জগৎ আমাকে কিছুকালের জন্য পুরুষ সাজিয়ে misguide ক'র্ছে যোষারূপে। আমি এই যোষা হ'তে আমার পরিদৃশ্যমান দেহ ও মনের উপাদান লাভ ক'রেছি ব'লে জন্য-জনকসূত্রে তাতে মাতৃত্ব আরোপ কর্ছি। আবার যোষার প্রতি 'মা' 'মা' ব'লে আবদার দেখাতে গিয়ে —তার কাছ থেকে অনেক জিনিষ চাইতে গিয়ে মাতৃত্বকে বামাত্ব ক'রে ফেল্ছি। সেখানে তখন আপাত লোকদেখান' পূজ্যভাবটিও থাক্ছে না—ভোগ্যভাব এসে প'ড়ছে। আমি তখন পুরুষ সেজে প'ড়ছি। পুরুষ সাজতে গিয়ে প্রকৃতির প্রকৃতি হ'য়ে প'ড়ছি। প্রকৃতি তখন পুরুষ, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি তখন প্রকৃতি হ'য়ে যাচ্ছে। এইরূপ পুরুষপ্রকৃতি-ভাব কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের ভোগচেষ্টা হ'তে উদ্ভূত।

কুমার—আমাদের এই সকল মতবাদ হ'তে রক্ষা পাবার উপায় কি ?

প্রভুপাদ—এই সকলই মনোধর্ম্ম। এই মননধর্ম্ম হ'তে নিস্তার লাভ হ'তে পারে; যদি আমরা 'মন্ত্র' লাভ করি, তা'হ'লেই সুবিধা হয়।

কুমার—আমরা ত অনেকেই মন্ত্র গ্রহণ ক'রেছি ও ক'রে থাকি। কই, আমাদের মননধর্ম্ম ত' বিদূরিত হয় না ?

প্রভুপাদ—আমরা মন্ত্রলাভ করি না। 'মন্ত্র'-মানে কাণে 'ফু'

দেওয়া নয়। দিব্যজ্ঞানের নাম 'মন্ত্র-দীক্ষা', যে দিব্যজ্ঞান আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় অদিব্য-জ্ঞান-সংগ্রহের আপাতসুরম্য সৌধগুলিকে উহাদের ভিত্তির সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেয় এবং সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে সেখানে অধোক্ষজ-জ্ঞানের নিত্য বাস্তবভিত্তিময় সৌধ নির্ম্মাণ করে। ভগবান্ যখন ব্রহ্মা'কে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন ব'লেছিলেন—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রহ্মাকে ব'ল্লেন—আমিই Absolute truth, এই Absolute truth শক্তি দ্বারা সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিই—গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Agents বা Messengers জগতে এসে থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তিশালী Messenger, sent by God to suit the adaptability of all the recepients, সেই Sole Agencyর নাম—গুরু। সেই Expertএর মধ্য দিয়ে Revealation হয়। তিনি আমার মননধর্ম্ম দূর ক'রে আমার চেতনতার বৃত্তিতে যুগান্তর আন্‌তে পারেন।

যোগেন বাবু—কেন আমাদের নিজের জ্ঞান নিয়ে ত আমরা সত্যের সন্ধান পেতে পারি। অপর লোকের নিকট হ'তে জ্ঞান-সংগ্রহের আবশ্যকতা কি?

প্রভুপাদ—এতক্ষণ যে সকল কথা বলা হলো, বোধ হয়, সেগুলি অনেকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে শোনা হ'য়েছে। যাঁরা নিজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'র্‌তে চান, তাঁদের চেষ্টা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে,—কোন ব্যক্তি একটি পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা ক'র্‌বেন বিচার ক'রে

পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হ'তে একটি বড় পাথর সংগ্রহ ক'রে আনলেন। আর যাতে ক'রে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু তাঁ'কে আক্রমণ ক'র্‌তে না পারে, এই জন্য গহ্বরের মুখে পাথরখানা দিয়ে রাখলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝতে পারেন নাই যে, কএকদিন উপবাস ও তপস্যার পর যখন দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বেন, তখন তাঁর পক্ষে ঐরূপ একটি ভারী পাথর সরিয়ে গুহা হ'তে বের হওয়া অসম্ভব হ'বে। আমাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের বিচার ঐরূপ একদেশী। আমরা হিংস্রজন্তুর হাত হ'তে রক্ষা পেতে গিয়ে, আধ্যক্ষিক জ্ঞান অবলম্বন ক'রে শেষে আপনার মৃত্যু আপনিই ডেকে আনি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বিগণ—আত্মঘাতী। **গুরুদেবের নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান।** সেটি অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষিবিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। **সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ।**

কুমার—ব্রহ্মসূত্রকে 'শারীরক' বলা হয় কেন?

প্রভুপাদ—ভগবানের দুইটি শরীর বা অঙ্গ। একটি বাহিরের দিকের অঙ্গ, আর একটি ভিতরের দিকের অঙ্গ। ব্রহ্মের দুইটি অঙ্গ বা শরীর আছে ব'লে ব্রহ্মাভিন্ন বেদান্তসূত্রকে 'শারীরক' বলা হয়। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ এই শারীরকের বাহিরের দিকের অঙ্গের বিক্রমে মুহ্যমান হ'য়ে যাচ্ছে, আর "সত্যং পরং"এর ধ্যানকারিগণ ব্রহ্মের অন্তর অঙ্গে তাঁহাকে বিলাসময় দর্শন ক'রছেন।

কুমার—রাধিকাকেও ত' প্রকৃতি বলা হয়। তাঁ'র সহিত দুর্গাদি শক্তিতত্ত্বের ভেদ কি?

প্রভুপাদ—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা মুখ্যা প্রকৃতি, আর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী দুর্গা—গৌণী প্রকৃতি। তিনি ভগবানের বাহিরের অঙ্গের পরিচালনী শক্তি। যাঁ'রা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সব বস্তু মেপে নিতে ব্যস্ত, যাঁরা তুরীয় তত্ত্বের আলোচনায় উদাসীন, তাঁদের জন্য মহামায়া আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—দুইটি বৃত্তি পরিচালনা ক'রছেন, পরব্যোমকে অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু হ'তে অনেক দূরে রেখে দিচ্ছেন। মহাদেব যাতে মহামায়ার কার্য্য maintain ক'র্‌তে পারেন, জীব সেই কার্য্যে ব্যস্ত। মহাদেব—বিকারী বিনাশ-শক্তি, আর ব্রহ্মা—জননশক্তি। Mother-hood should never be ascribed to Godhead. Mother-hood is dependent on the fatherhood. All mothers are to store up properties from the father. মাতার কোন সম্পত্তি নাই, তাঁর কার্য্য শুধু লালনপালন করা।

কুমার—Christianরা যে ভগবানে Parent-hood বা পিতৃত্বের আরোপ করে, তা' কি প্রকার?

প্রভুপাদ—ভগবানে পিতৃত্বের আরোপ হেতুমূলক—কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য ক'রে। 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি', 'কৃতজ্ঞতা' প্রভৃতি হেতু হ'তেই ভগবানে ঐরূপ ভাব আরোপিত হয়। নিমিত্ত-উপাদান Phenomenaর অন্তর্গত হ'য়ে যাচ্ছে। Creator ব'লে Godheadকে দেখা, Godheadএর বাস্তব স্বরূপ দর্শন হ'তে অনেক দূরে থাকা। ঐরূপ দর্শন হ'তে gratitude (কৃতজ্ঞতা) বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় এবং সেইরূপ হেতু বা নিমিত্ত হ'তে ভগবানে পিতৃত্বাদির আরোপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভগবান্‌কে সৃষ্টিকর্ত্তামাত্র দেখ্‌তে গিয়ে আমরা প্রকৃত ভগবত্তার সন্ধান পাই না। 'কারণ' অনুসন্ধান ক'র্‌তে গিয়ে কারণ, কারণের কারণ, সর্ব্ব কারণের

কারণ যিনি, তাঁ'র অনুসন্ধানের মাঝপথে বিরত হ'য়ে পড়ি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, হেতুমূলে জাতা। যাঁরা ভগবানে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব আরোপ করেন, তাঁদের ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি নয়—উহা অন্যাভিলাষিতাযুক্ত। ভগবানের নিজত্ব বা বাস্তব স্বরূপ হ'তে তাঁ'দিগকে বহু দূরে রাখে। তাঁ'রা জাগতিক নীতিতে অভ্যস্ত থেকে ভোগপথ অবলম্বন ক'রে out of love ভগবান্‌কে চান না। Out of awe and reverence তাঁর কাছে যেতে চান ব'লে তাঁ'রা ভগবানের বাস্তব-স্বরূপ হ'তে বহু দূরে থাকেন। Son-hood of God-head হ'চ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত। তিনি Parent-hoodএর idea reject ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুন্‌লে Christianity fully developed এবং বাস্তবিক ethical হ'তে পারবে।

কুমার—শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া বহুকাল হ'তে চ'লে আস্‌ছে।

প্রভুপাদ—প্রকৃত বৈষ্ণবগণ কা'রও সহিত ঝগড়া করেন না। তাঁ'দের বিচার এই—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" তাঁরা—নির্ম্মৎসর। নির্ম্মৎসর ব'লেই তাঁ'রা জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন—জীবের যা'তে প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই বিচার জানিয়ে দেন। বিষ্ণু-সেবা ছাড়া আত্মার মঙ্গল আর কিছুতেই হ'তে পারে না। বিষ্ণুমায়ার সেবা-দ্বারা দেহ-মনের আপাত মঙ্গল বা প্রীতি হ'তে পারে; তা'তে ক'রে আত্মা আর ও অধিক ঢাকা প'ড়ে যায়। তা'র যেটা নিত্য ধর্ম্ম, তা' হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। **বৈষ্ণবগণের এই উপকারকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত জগতের লোক 'হিংসা', 'বিবাদ' মনে করেন।** তাঁরা বৈদ্যের সহিত বিবাদ বা বৈদ্য-বিনাশ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে পড়েন। শাক্তপ্রকৃতির লোক জননী বা মাতা পর্য্যন্ত দেখেন, কেননা তাঁহা হ'তে

ভোগের উপাদান ও ভোগ-প্রবৃত্তির লালন-পালন হয়। মাতার স্বামীকে তাঁরা জানেন না। যতক্ষণ বৈষ্ণব-বিরোধভাব, ততক্ষণ মাতা-পর্য্যন্ত দর্শন। তখন শক্তিকেই জড়ভোগময় বিচারে আকর মনে হয়। তখন বিচার হয়—"She is the fountain-head of everything; but she is the custodian of my physical frame only and not of Soul. আত্মা—অজ; তাঁ'র জননী কেহ নাই। আত্মার বৃত্তি ভোগ বা ত্যাগ চাওয়া নয়—'দেহি' 'দেহি' কথা আত্মায় নাই। আত্মা বিষ্ণুপরতত্ত্বের associated counterpart. পরতত্ত্বের সুখকামনাই আত্মার একমাত্র স্বার্থ। শুদ্ধ শাক্তগণ সর্ব্বাত্মায় পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান করেন।

অক্ষয় বাবু—Physical frame এর Custodian ব'লেই ত' মা'র কাছে আমরা "ধনং দেহি, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি" প্রভৃতি ব'লে থাকি।

প্রভুপাদ—হাঁ, তা' বই কি।

যোগেনবাবু—বৃক্ষলতাদির কি ধর্ম্ম নাই?

প্রভুপাদ—নিশ্চয়ই আছে। তা'রা সঙ্কোচিতচেতন। তা'দের নিত্যধর্ম্ম চেতনের সঙ্গে সুপ্ত—সঙ্কোচিতচেতনের যে ধর্ম্ম, তা'ই বর্ত্তমানে তাদের মধ্যে প্রকাশিত।

যোগেনবাবু—তা'দের ত' free will (স্বতন্ত্রতা) নেই?

প্রভুপাদ—আছে বই কি? পশুকে মারতে যান, পালাবে; আর বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে ত' অনেকেই দেখ্‌তে পেয়েছেন যে, তৃণ-গুল্ম-লতাকে কাট্‌তে গেলে তা'রাও বাধা দিতে অগ্রসর হয়।

যোগেনবাবু—Duty (কর্ত্তব্য) বুদ্ধি হ'তে কার্য্য করাকে 'ভক্তি' বলা যাবে না কেন?

প্রভুপাদ—Duty is but a regulation. যাহা out of pure love নয়, সেটা ভক্তি নয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধির ক্রিয়া মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর; আর প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। অন্তরাত্মা হ'তে অনুরাগ বা ভক্তি প্রসূত হয়। **আত্মার বৃত্তি—ভক্তি, আর মনের বৃত্তি—কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি।** আত্মধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। জগতের সর্ব্বত্র মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের প্রাচুর্য্য। শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র আত্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্তরের কথা জগতে বিতরণ ক'রেছেন। পশুপক্ষী, তৃণ-গুল্ম-লতা, মনুষ্য—সর্ব্বশ্রেণীর জীব শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মধর্ম্মের কথায় উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন। আপনারা সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের সেই পরমদয়ার কথা বিচার করুন্।

শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী

[অধোক্ষজ-তত্ত্ব—জীব পরমেশ্বরের part and parcel কিরূপে?—আবরণ ও বিক্ষেপ—নিরপেক্ষতা কি?—ভজন কি?—দাস্য—যোগমার্গ, কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ—ভক্তি সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—অধিরোহবাদ—ভগবান্ ও মায়া—পারমার্থিক 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ']

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্ত্তিক, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার, পূর্ব্বাহ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্লির স্বাধীন রাজা অভয় নারায়ণ দেব বাহাদুরের আসামের ধুবড়ী নগরীর আরাম নিবাসে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল; 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বি-এল্ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর হরিকথা-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

প্রভুপাদ—আপনি ত' শ্রীমদ্ভাগবত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি কি ভাগবত আলোচনা ক'র্ব? উপরি উপরি শ্লোক দেখেছি মাত্র।

প্রভুপাদ—আপনি গয়াতে যখন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর অনেক কথা আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি আলোচনা করি।

প্রভুপাদ—আপনাদের ন্যায় পণ্ডিতের কাছে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

শাস্ত্রী—বিলক্ষণ, আপনি পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত; আমাকে উপদেশ দিন, আমার তা'তে যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে, আমি এসকল বিষয় কিছুই জানি না। তাই আপনার কাছে জান্তে এসেছি।

প্রভুপাদ—আমরা গুরুপাদপদ্মের কথা আপনাদের নিকট নৈবেদ্য-রূপে পরিবেশন ক'র্তে পারি মাত্র। এ ছাড়া আমাদের আর কোন যোগ্যতা নেই। ভগবদ্বস্তু—অধোক্ষজ; শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যায় ব'লেছেন—'অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন।' অধোক্ষজ বস্তু কর্ম্মকাণ্ডরত কর্ম্মীর ভূমিকার বস্তু ন'ন,—ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য বস্তু ন'ন। যদি তাই হন, তা'হ'লে তিনি ভোগ্যবস্তুর অন্যতম হ'য়ে যান। তিনি Centre of All love, আমি part and parcel of Indefinite All Loved.

শাস্ত্রী – আমি part & parcel কি ভাবে ?

প্রভুপাদ – যেমন সূর্য্য ও particular ray (কোন বিশেষ কিরণকণ)। Particular ray (বিশেষ কিরণকণটি) sun (সূর্য্য) নহে—পূর্ণ সূর্য্য নহে, আবার সূর্য্য ছাড়া ইতর বস্তুও নহে, inseparable counterpart of the sun (সূর্য্যের অবিচ্ছেদ্য দ্বিতীয় তনু)। সূর্য্য eclipsed (রাহুগ্রস্ত) হ'য়েছে। রাহু সূর্য্যকে গ্রাস ক'র্‌তে পারে না, তবে আমাদের চক্ষুকে আবরণ ক'র্‌তে পারে। পরমেশ্বর-সূর্য্য আমাদের নিকট আবৃত হ'য়েছেন। জড়ের molecules (যুক্ত অণু) আমাদের দর্শনে বাধা দিচ্ছে; তাই আমরা সেই জিনিষের সঙ্গে detached (বিচ্যুত) হ'য়ে গিয়েছি। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আমাদিগকে আবৃত ও পরমেশ্বর হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রেছে।

শাস্ত্রী— তা'হ'লে আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ ?

প্রভুপাদ – আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ—এরূপ কোন কথা নয়। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'য়েছে।

শাস্ত্রী—বিক্ষিপ্ত অবস্থার একটা কারণ ত' আগে থাকবে ?

প্রভুপাদ— জগতের দিক্ হ'তে সাধারণ ক্রম বিচারে দেখ্‌তে গেলে আগে বিক্ষেপ, তা'রপর আবরণ। যেমন দুটো বস্তু যদি in close touchএ (অর্থাৎ খুব ঘন সন্নিবিষ্ট) থাকে, যা'তে ক'রে তা'দের উভয়ের মধ্যে এক চুলও space (অবকাশ) থাকতে পারে না, সেখানে আর আবরণ কি ক'রে প'ড়বে ? একটা যবনিকা-পতিত হ'বার

একটুকু space ত' থাকা চাই? যেখানে space আদৌ নেই, সেবায় পরস্পর-গাঢ়-আলিঙ্গিত, সেখানে আবরণ কি ক'রে আস্‌তে পারে? একটুকু সেবা-বিক্ষেপরূপ space of deviation (বিচ্ছিন্নতার অবকাশ) পেলেই সেখানে আবরণটি আস্‌তে পারে। 'কমল-পত্রশতবেধ'-ন্যায়ে সূচিকা দ্বারা একশতটি পাতা যুগপৎ বিদ্ধ হ'য়েছে মনে হ'লেও এক একটি পাতা একটি অননুভাব্য অল্প সময়ে পৃথক্ পৃথক্ই বিদ্ধ হ'য়েছে। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'লেও আগে বিক্ষেপের অবকাশ, পরে সেই অবকাশে আবরণের সংস্থান বলে ম'নে হয়। আবার আর এক বিচারে আবরণ স্বয়ংই বিক্ষেপাবকাশ-রূপ তা'র একটা স্থান ক'রে নিতে পারে। যেমন দু'টি বস্তু একত্র সংযুক্ত থাক্‌লেও কোন কীলক সেস্থানে প্রবিষ্ট হ'য়ে উভয়কে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্ন ক'রে দিয়ে উভয়ের মধ্যে আবরণ এনে দিতে পারে, সেইরূপ মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তিরূপ কীলক জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযুক্ত অবস্থার মধ্যে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হ'য়ে জীবকে ঈশ্বর-সেবাসংযুক্তাবস্থা হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পারে।

শাস্ত্রী—তা হ'লে বিক্ষেপ বা আবরণের একটা পূর্ব্ব কারণ আছে।

প্রভুপাদ—হাঁ, কোন 'অছিলা' না হ'লে পরস্পর সম্মিলিত বস্তুর সঙ্গে ভেদ ঘটান যায় না। যেমন ছুতো এ'নে যুদ্ধ বাধান' কিম্বা রাস্তা দিয়ে একটা ভাল মানুষ চ'ল্‌ছে, আর একজন নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে তা'র গায় প'ড়ল, অমনি পরস্পরে একটা বিবাদ বেধে গেল।

শাস্ত্রী—এরূপ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণটা কি?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বভাবেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত হ'বার কারণ অনুস্যূত আছে।

শাস্ত্রী—আমাদের এরূপ স্বভাবের কারণ কি ?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বতন্ত্রতাই কারণ।

শাস্ত্রী—পরতন্ত্র জীবের এরূপ স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আসল ?

প্রভুপাদ—যেহেতু আমরা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অণুচিদংশ, সেই হেতু পূর্ণ বস্তুর গুণ অণু-অংশে আছে। কৃষ্ণে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবে পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে।

শাস্ত্রী—কোন্ সময় জীবের আবরণ ও বিক্ষেপ আসে ?

প্রভুপাদ—জীব-সেবায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন ক'রলেই আবরণ ও বিক্ষেপ-সম্ভব-কাল উপস্থিত হয়।

শাস্ত্রী—নিরপেক্ষতাটা কি ?

প্রভুপাদ—শান্তভাবকে 'নিরপেক্ষতা' বলা যায়। শান্ত ভাবটা মানুষকে দুই দিকেই টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেবার দিকেও নিতে পারে, বিমুখতার দিকেও নিতে পারে। ওটা তটস্থ ভাব। জড় বিষয় eliminate কর্‌বার পর শান্ত ভাব আসে, সেটা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—এই অবস্থা। তখন যদি পর-ভক্তির দিকে গতি না হয়, তা'হ'লে বিমুখতা এসে যায়। বিমুখতাটা দু' রকম হ'তে পারে—একটা ভোগোন্মুখী, আর একটা ত্যাগোন্মুখী। একটা জড় বিলাসরাজ্যের পথ, আর একটা চিদ্বিলাস রাজ্যের পথ। সুতরাং নিরপেক্ষ বা শান্ত অবস্থাটা বড় বিপদের কাল। তটস্থ অবস্থায় জীব দাঁড়াতে পারে না ; হয় মায়ার দিকে, না হয় সেবার দিকে চ'লে যায়।

শাস্ত্রী—তা' হ'লে কি ক'রে আবরণ ও বিক্ষেপ না আস্‌তে পারে ?

প্রভুপাদ—সততযুক্ত হ'য়ে প্রীতি পূর্ব্বক ভজন ক'র্‌তে থাকলে আর আবরণ ও বিক্ষেপ আস্‌তে পারে না। ভজনটি সতত হওয়া চাই। নৈরন্তর্য্যের একটুকু অভাব হ'লেই সেই ছিদ্র বা অবকাশ পেয়ে মায়ার আবরণাত্মিকাবৃত্তি আমাদিগকে আবরণ ক'রে ফেলে।

শাস্ত্রী—'ভজন' ব'ল্‌তে কি উদ্দেশ ক'রছেন?

প্রভুপাদ—'ভজন' জিনিষটি Tie of love between All Lover and All loved.

শাস্ত্রী—সেইটাই' ত দাস্য?

প্রভুপাদ—হাঁ। লোকবোধের জন্য দাস্য 'বলা' হ'চ্ছে। 'দাস্য' উত্তরোত্তর উন্নত হ'য়ে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস নামে পরিচিত। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণরহিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই—ভজন। হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রত-তপস্যা-যোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ—ইহারা 'ভজন'-পদবাচ্য নহে।

শাস্ত্রী—যোগাদিমার্গে মন নিয়মিত হয়, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞান-সাধনায়ও চিত্তের প্রশান্ত ভাব আসে।

প্রভুপাদ—যোগপন্থায় কৃত্রিমরূপে কখনই মন স্থায়িভাবে নিয়মিত হ'তে পারে না,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১৷৬৷৩৬)

মুকুন্দসেবা দ্বারা অনুক্ষণ কামাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন

যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন ক'রে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি ক'রে চিত্তকে নিরোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু তা' দ্বারা তাঁ'দের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না ব'লে চিত্ত আবার বিষয়াভিমুখী হ'য়ে পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥
(ভাঃ ১১।২৯।২)

প্রায়ই দেখা যায়, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর্‌বার চেষ্টা করেন, তাঁরা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারণ তা' দ্বারা তাঁ'দের মনোনিগ্রহ হয় না।

কর্ম্মের দ্বারা কখনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না। আপনি ত' ভাগবতে এসমস্ত কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্।*
(ভাঃ ৬।১।১১)

---

* হে রাজন, পাপাচরণসমূহ কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও—কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না; কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে, (হে রাজন্ আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি?' তবে বলিতেছি শ্রবণ করুন,—অবিদ্যানিবর্ত্তকত্ব-হেতু) ভগবজ্‌জ্ঞানই—একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্ ।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥*

(ভাঃ ৬।১।১৮)

উপনিষদেও প'ড়েছেন,—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণ-লোকাশ্চ্যবন্তে ॥†

(মুণ্ডক ১।২।৯)

চরিতামৃতে মহাপ্রভুর কথা আপনি ত' শুনেছেন; মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥"

হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কখনও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রতাদি দ্বারা আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না ।

---

* হে রাজেন্দ্র, মদ্যকুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ-পরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না (অর্থাৎ নামমাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনামচরণে অপরাধই কৃত হয় ।)

† অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই, "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ মনে করে। যেহেতু তাঁহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয় ।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ *
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ †
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ‡

জ্ঞানসাধনায় চিত্তপ্রশান্তি বা আত্মারামতা লাভ হ'লেও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন-ব্যতীত ঐরূপ আত্মারামতা অধঃপতনেরই কারণ হ'য়ে থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

---

* যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের প্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট (উদিত) হন।

† শ্রীহরি স্বীয়কৃত দাস্য-সখ্যাদি ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের কামক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন; যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদীতড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

‡ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন না।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ (১)
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ (২)
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥ (৩)
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ (৪)

---

(১) "হে পদ্মলোচন আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(২) অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

(৩) জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।

(৪) ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-লাভের চেষ্টার নাম—আরোহ-বাদ বা অশ্রৌত পন্থা; জ্ঞান-লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি।*

শাস্ত্রী—হাঁ, ভক্তিই কলিযুগের সহজ ধর্ম্ম।

প্রভুপাদ—ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই 'ভক্তি'। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নৈমিত্তিক প্রস্তাবিত ধর্ম্ম মাত্র। তাহা জীবের সহজ বৃত্তি নয়। ভক্তি মুক্তপুরুষগণের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। আর বদ্ধজীব তা'দের বদ্ধধারণায় অনর্থগ্রস্ত হ'য়ে যে সকল ধর্ম্মের প্রস্তাব করে, তাহাই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত। আপনি ত' ভাগবতে জেনেছেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঽপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ †
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

---

* শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া অন্যভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থ-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতপ্রকাশক অখিল-পাপনাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় আসক্তি, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

† ব্রহ্মানন্দ সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন, কেন না ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥ *

'মা যা'='যাহা নহে'='মায়া'। আর 'যাহা হয়', তাহা ভগবান্, Positive Something. ভগবদ্রাহিত্য বা Negative Idea='মায়া'। Positive Personal Godএর সঙ্গে মায়ার ধারণা-সংযোগেই অহং-গ্রহোপাসনা। আমি যে সময় আমাকে ভগবানের সেবক ব'লে বুঝ্‌তে পারি, তখনই মায়ার সেবায় আচ্ছন্ন হই না। আর যতক্ষণ ভগবৎসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ যোষারূপে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। পরহিংসারত হ'য়ে ছাগল, মুরগী, মাছ মার্‌তে যাই অথবা নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে ধাবিত হই। যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হ'বে,

* ভক্তিযোগপ্রভাবে অমল মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে বাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব নস্ব-রজস্তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক-জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে, তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসীসংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় করায়।

তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বো ইন্দ্রিয়গুলি delegated power (প্রতিনিধি অধিকারে ন্যস্তশক্তি) মাত্র। আমার ভোগের প্রবৃত্তি—দুর্ব্বুদ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দিব্যজ্ঞানের দ্বারা। কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যে গর্ব্বিত Professor class এর (প্রচারক-শ্রেণীর) নিকট যা'ব না; তা' হ'লে কখনই দিব্যজ্ঞান লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমার যে nature (স্বভাব), তাহা এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে এসে ভুলে গিয়েছি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্থ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌॥ *

শাস্ত্রী—হাঁ, আমাদের ভগবৎস্মৃতিই সর্ব্বদা দরকার।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"

প্রভুপাদ—ভগবান্‌কে যে মুহূর্ত্তে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্ত্তেই I am an acquisitionist. I plunge myself to acquire land, knowledge, money aud so on (অর্থাৎ আমি একজন অভ্যুদয়বাদী বা সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়ি। আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি অপস্বার্থপূরক প্রাকৃত দ্রব্য-সংগ্রহের জন্য আমার মনঃ প্রাণ ঢেলে দিই।) তা'হ'লে improper use হ'বে এবং আমার নিজ চেতনধর্ম্মে indiscretion এসে যাবে (অর্থাৎ আমার চেতনধর্ম্মের অসদ্ব্যবহার এবং

---

* শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

তাহাতে অসদ্বিচার এসে যাবে) ; তখন আমি অধিরোহবাদী হ'য়ে জগতের বস্তু-সংগ্রহে ব্যস্ত হব।

শাস্ত্রী—'অধিরোহবাদ' ব'ল্‌তে কি লক্ষ্য ক'রছেন্ ?

প্রভুপাদ—'অধিরোহবাদ' ব'ল্‌তে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার নীতি। সেইরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌ছেন।

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্ ॥ *
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ †

---

* হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তদ্রূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলজ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।

† হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

একটা হ'চ্ছে লণ্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য্য দেখ্‌তে যাওয়ার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা ক'রে সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্য দেখা। শ্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদের আরোহবাদী হ'তে হ'বে,—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস ক'র্‌তে হবে। আরোহবাদের চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। বিশবছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে, আবার দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হবে, হাজার বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না।

শাস্ত্রী—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

প্রভুপাদ—যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কর্‌বার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি· যখন নিজের ধার-করা-শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎ-করতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ ক'রেছেন। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে ঋতুমৎ উদ্যানের সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হ'য়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হ'য়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহা-বলবান্ কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁকড়ে

ধ'র্লে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাক্লো যে, একহাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখাতে লাগ্লো। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আস্তে থাক্লো বল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজ শক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগ্ল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে প'ড়ে আর কোন উপায় না দেখ্তে পেয়ে, একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সব চেয়ে মঙ্গল স্থির ক'র্ল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে—তার উপর অহমিকা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তার চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা অধিরোহ-বাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'র্লে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয় বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা ক'র্তে পারে না,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণেরই—কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তা'রা অভ্যুদয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানিযোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চার-পাঁচ হাত উঁচু হতে চান,—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ ক'র্তে চান—এ সকলই আরোহচেষ্টা। এতে জীব—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হ'লেই অজিত আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা কালেই সাধুদিগের মুখ-দ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'র্‌ছি, আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার ক'র্‌তে আরম্ভ করি, তা'হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'ব। 'বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা' মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া; কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি ব'ল্‌ছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুত্বমদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ ক'র্‌বার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

যাঁর ভগবানে উত্তমা ভক্তি, পরা ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিশূন্যা

অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

যে সময় 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকা যাবে, সেই সময় হরিকীর্ত্তন হ'বে ; একটুকু উঁচু হ'তে চাইলেই কীর্ত্তন হ'তে ছুটি পেতে হ'বে।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

যখন অদ্বয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন Rupture (সংঘর্ষ) ব'লে কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না।

শাস্ত্রী—"মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" এই স্থানে 'চ' শব্দের দ্বারা 'ভগবান্' ও 'মায়া' দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব লক্ষিত হ'চ্ছে ?

প্রভুপাদ—'চ' শব্দের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ মনে ক'রতে পারেন, ভগবান্ একটি, আর মায়া আর একটি, এই দুটো জিনিষ ; কিন্তু তা' নয়। 'চ' শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য—মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ ক'রে 'মায়া' বলা যায় না অথচ 'মায়া' কৃষ্ণ ছাড়া বস্তু নয়। চতুঃশ্লোকীতে এই কথাটি এইরূপভাবে বলা হ'য়েছে,—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।"

মায়া ভগবানের বাইরের অঙ্গের একটা শক্তি। শ্রীধরস্বামী টীকায় ব'লছেন,—'তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াঞ্চাপশ্যৎ'। জীব পূর্ণ-

পুরুষের শক্তি—স্বয়ং পূর্ণপুরুষ নহে। পূর্ণপুরুষ কখনও মায়ার দ্বারা
অভিভূত হন না; যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীনা—'মায়া'—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

যারা দরিদ্রতাকেই 'নারায়ণত্ব' বলে, তা'রা নারায়ণের মায়ায়
আচ্ছন্ন হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে—ভগবৎসেবা হ'তে বিচ্যুত হয়।
নারায়ণ কখনও মায়া-বশীভূত হন না—**লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনও
'দরিদ্র' হন না—ব্রহ্ম কখনও মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদেন
না;** এসকল কথা শ্রীচৈতন্যদেব খুব ভাল ক'রে জানিয়েছেন। ক্ষুদ্র
জীবই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিফলে আপনাকে কখনও দরিদ্র, কখনও ধনী, কখনও
রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভুক্ষু, কখনও মুমুক্ষু, কখনও যোগী,
তপস্বী মনে করে; অণুচিৎ জীবেরই মায়া-দ্বারা অভিভূত হ'বার
যোগ্যতা। নারায়ণ দরিদ্র হন, ব্রহ্ম মায়ার ফাঁদে প'ড়ে কাঁদেন—এই সকল
কল্পিত দুষ্টমত নিরাস ক'র্‌বার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ব'ল্‌ছেন,—তা' নয়,
ঐ পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের বিস্মৃতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে "আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকং পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।" জীব 'পর'
হ'য়েও অনর্থকে বহুমানন করে। 'আমি দরিদ্র', 'আমি ধনী' ইত্যাদি
জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপ-বিস্মৃতি। 'পর' অর্থে—গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত
অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়েও মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি-দ্বারা
আবদ্ধ হ'য়ে জীব আপনাকে দরিদ্রাদি বিচার করে; সুতরাং এটা
নারায়ণের দরিদ্রতা-প্রাপ্তি নয়, জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিফলস্বরূপ মায়া-কবলিত
হ'য়ে অনর্থের বহুমানন। যা'রা নারায়ণের দরিদ্রত্ব কল্পনা করে, তা'রা
অনর্থগ্রস্ত জীব। তাই ভাগবত ব'ল্‌লেন,—এই অনর্থ-ব্যাধি উপশমের
মহৌষধি—অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

অক্ষজ-বস্তুর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতবমাত্র। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্ম্মের আশ্রিত হ'য়ে কখনও ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত বিদ্ধভক্তি সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ নহে ; সুতরাং উহা অধোক্ষজের পাদপদ্ম স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থেরও উপশম হয় না, অনর্থের উপশম না হওয়ার দরুণ অনর্থগ্রস্ত জীব নানা প্রলাপ ব'কে থাকে—নারায়ণের দরিদ্রত্ব দর্শন করে! কেবলা ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা—approaching tendency নিয়ে কাণ দু'টোকে সর্ব্বদা সাধুর কাছে খাড়া ক'রে রাখ্‌লে একমাত্র সে-জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পরতত্ত্বকে ইতরদেবসামান্যে কল্পনা করা অনর্থ-ব্যারামীর একটি স্বভাব, তাই সুচিকিৎসক ব্যাসদেব তাঁ'র নিদান-গ্রন্থে সাবধান ক'রেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি-
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকলকল্মষ-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

এসব কথা ব'ল্লেই যাঁদের বাস্তবসত্যে সুদৃঢ় আদর নাই, তাঁ'রা ব'ল্‌বেন,—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রে তুলেছেন, শৈবশাস্ত্রে

শিবকেই বড় ক'রে বলা হ'য়েছে, শাক্তগণ শক্তিকেই সবচেয়ে বড় ব'লেছেন, গাণপত্যগণ গণপতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেছেন, সৌরগণ সূর্য্যকে শ্রেষ্ঠ ব'ল্ছেন ; সুতরাং সবই সমান। যে যার দেবতাকে বড় ক'রে সাজিয়েছে। বেদশাস্ত্রে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু—সকলেরই যখন কথা আছে, তখন বিষ্ণু ইতর দেবতাগণেরই সমপর্য্যায়-ভুক্ত,—এরূপ কথা বাস্তব সত্যে বা অদ্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসের অভাব হ'তেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচারে এসে উপস্থিত হয় ; এটা একটা Sophistry বা একপ্রকার Scepticism (সন্দেহবাদ)। Sophistগণ ব'লে থাকেন,—"The (individual) man is the measure of all things." Different men judge differently and one man's opinion is as good as another. "So many men, so many minds" 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। এ'কে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ 'relativism' বলেন, কারণ it makes our opinions about things to be relative to our mental constitutions. এ সব empericism (অভিজ্ঞতাবাদ) হ'তে প্রসূত Scepticism (সন্দেহবাদ) অথবা Agnosticism (অজ্ঞেয়তাবাদ) এর প্রকার-ভেদ। এতে Absolute Truth বা বাস্তব সত্যের প্রতি আদর নাই—মুখে আদর দেখালেও কার্য্যতঃ নাই। এসকল নাস্তিকতার প্রকারভেদ মাত্র। বাস্তব-সত্যাশ্রয়িগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁরা বলেন,—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণই—অখিলরসামৃতসিন্ধু। পাঁচ প্রকার রসে তত্তন্নিত্যরসিকভক্ত-গণের অনুগত হ'য়ে তাঁ'র সেবা ক'র্‌তে হ'বে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

এ সকল উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, তিনিই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুদেব ; সেই গুরুদেবের নিকটই উপনীত হ'তে হ'বে,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

হরিকথা বা ভাগবত এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। কেবল অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ব্যক্তির নিকট নহে—পরোপদেশে পণ্ডিতের নিকট নহে, আচরণশীল মহাভাগবতের নিকট,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥"

অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে। মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। 'সদা' শব্দে কালের কোন ব্যবধান নাই, জানা যাচ্ছে। মানুষের মুহূর্ত্ত মাত্রও অন্য কোন কাজ নাই—কর্ত্তব্য নাই, হরিকীর্ত্তন ছাড়া ; এমন কি পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকথা কীর্ত্তন ক'র্‌তে হবে। অনভিজ্ঞ লোকে আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অবুঝ বলুক, ক্ষতি নাই—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।

হরিরসমদিরামদাতিমত্তাঃ

ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ ॥

আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আপনি যখন ভাগবত আলোচনা
করেন, তখন আপনি এসকল অনেক কথাই শুনে থাক্‌বেন।
শাস্ত্রী—যদি আপনার ন্যায় গুরু পাই, তবেই ভাগবত আলোচনা
সম্ভব। আপনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা ক র্‌লেন। ভক্তির স্বরূপটি জানিয়ে
দিলেন।

প্রভুপাদ—কাশী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অচিন্মাত্রবাদ ও চিন্মাত্রবাদ
বিচার এবং চিদ্বিলাস সিদ্ধান্তের কথামাত্র উল্লেখ ক'রেছিলাম, তখন
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কিছু
চিদ্‌বিলাসের কথা শুন্‌তে চেয়েছিলেন।

শাস্ত্রী—মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ আমার বৈবাহিক।
স্যমন্তপঞ্চকে সূর্য্যোপরাগচ্ছলে পূর্ব্বকালে
প্রভুপাদ—এবার কুরুক্ষেত্রে সেই অভিনয়ের সেবা কর্‌বার জন্য
যে রাধাগোবিন্দের মিলন হ'য়েছিল, বাংলাদেশ হ'তে আমরা বহুলোক
—সেই লীলার উদ্দীপনার জন্য কুরুক্ষেত্রে সেই ভাগবতী-
যাচ্ছি। এবার সূর্য্যগ্রহণের সময় হ'য়ে যাচ্ছে, আপনাকে
লীলার অভিনয় হবে। আপনার অতিরিক্ত সময় কাজকর্ম্ম নাই, আমরা
আর আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমাদের অন্য
এ' সকল কথা নিয়েই দিনরাত কাটাতে পারি।
শাস্ত্রী—এতে আমার কোনই কষ্ট হ'চ্ছে না, বরং আপনার উপদেশ
লাভ ক'রে আমি আজ ধন্য হ'লাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিলেন এবং যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ

তাঁহাকে 'হারমণিষ্ট বা সজ্জনতোষণী,' 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া-প্রকাশ'—এই পারমার্থিক পত্রগুলি উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' দর্শনে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—আপনাদের দৈনিক কাগজও আছে! পরমার্থবিষয়ের দৈনিক কাগজ! বিশেষতঃ বাংলার মত স্থানে সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব!

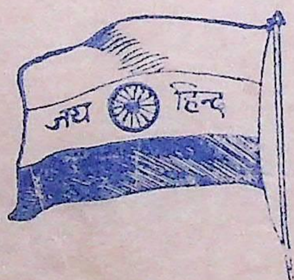
প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর আদেশ,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। লোকে রোজ রোজ হরিকথা শুনুক। জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথা শুন্‌বার জন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পাঠ ক'রে থাকে, পরস্পর দেখাশুনা হ'লে গ্রাম্য আলাপ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্ত্তার আব্‌হাওয়া তা'দিগকে সব সময়ই ঘিরে রেখেছে। আমরা বল্‌ছি,—রোজ রোজ চৈতন্য-কথা শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা-শুনা হ'লে চৈতন্য-কথা আলাপ-প্রলাপ করুক, অনুক্ষণ চৈতন্য-কথার আব্‌হাওয়ার ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্য-কথা ছাড়া আর অচৈতন্য-কথা না থাকে। চৈতন্যানুশীলন অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হ'লে আমাদিগকে অনুক্ষণ চৈতন্যের কথার ভিতরে থাকৃতে হ'বে। আজ অচৈতন্যবাদী বহু লোকের বাধা-বিঘ্ন এবং বহু লোকের পরিশ্রম, অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ—অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'চ্ছে, অচৈতন্য বিশ্ব এমন অনর্থ-রোগে প্রপীড়িত হ'য়ে র'য়েছে—এমন অচেতনতার নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে যে, তার মঙ্গলের ঔষধটি গ্রহণ কর্‌'বে না, আর বাদবাকী সব ক'র্‌বে, চৈতন্যকথা কিছুতেই শুন্‌তে চাইবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি—সব খরচ ক'রে অচৈতন্য-কথা শুন্‌বে—নিজের কুমঙ্গল নিজে ডেকে আন্‌বে—কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ

আরো বৃদ্ধি ক'র্বে—শেষে নরকে চ'লে যাবে, তথাপি রোজ রোজ একটুকু করে চৈতন্যের কথা শুন্‌লে কত মঙ্গল হ'তে পারে—কত সুবিধা হ'তে পারে, সেই মঙ্গল—সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না। কিছুতেই মঙ্গল নেবো না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে তারা বসে রয়েছে; তথাপি অচৈতন্য-জগতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় যেন উপ্‌ড়ে ঠেলে ফেলে চৈতন্য-ভক্তগণ রোজ রোজ চৈতন্যের বার্তাবহ নদীয়া-প্রকাশকে জগতে প্রকাশ ক'র্‌ছেন।

শাস্ত্রী—পারমার্থিক দৈনিকপত্র বাস্তবিকই বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা।

শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রভুপাদকে প্রণতি-সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় সিদ্‌লি স্বাধীনরাজের বাংলায় (যে স্থানে প্রভুপাদ ধুবড়ীতে থাকা-কালে অবস্থান করিতেছিলেন) আগমন করিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট শাস্ত্রী মহাশয়ের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' গ্রন্থখানি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকর-কমলে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিবার জন্য দিয়া গেলেন।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥



দি ডোমিনিয়ন প্রেস' এলাহাবাদ